भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता
NATIONAL LIBRARY, CALCUTTA

वर्ग संख्या 182 ek
Class No.
पुस्तक संख्या 868·52
Book No. V·11
रा०पु०/N.L. 38.
MGIPC—S6—13 LNL/72—10-1-73—10,000.

रा० पु०-44
N. L.-44

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
राष्ट्रीय पुस्तकालय
NATIONAL LIBRARY
कलकत्ता
CALCUTTA

अंतिम अंकित दिनांक वाले दिन यह पुस्तक पुस्तकालय से ली गई थी । दो सप्ताह से अधिक समय तक पुस्तक रखने पर प्रतिदिन 6 पैसे की दर से विलम्ब शुल्क लिया जायगा ।

This book was taken from the Library on the date last stamped. A late fee of 6 P. will be charged for each day the book is kept beyond two weeks.

30 DEC 1967

GMGIP (Pub. Unit), Sant.—S7—4LNL/80—20-8-80—250,000.

বামাবোধিনী পত্রিকা

THE BAMABODHINI PATRIKA

কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শি

১৪১ সংখ্যা } বৈশাখ বঙ্গাব্দ

Imp 3859
26/8/09
CALCUTTA
RARE BOOK
BENGAL LIBRARY
1880
CALCUTTA

বীরাঙ্গণা।

যাহারা রণক্ষেত্রে বিপক্ষ দলকে দলন করিয়া জয়লাভ করে, তাহারাই বীর বলিয়া আখ্যাত হন। এরূপ বীর কেবল পুরুষের মধ্যে তাহা নহে, ইতিহাস পাঠে জানা যায় অনেক রমণীও [illegible] খ্যাত হইয়াছেন। বিদেশীয়দিগের মধ্যে রাণী সেমিরামিস, জেনোবিয়া, বোডিসিয়া, জোয়ান অব আর্ক ইত্যাদির নাম শ্রবণ করা [illegible] ভারতবর্ষেও ইহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই—দুর্গাবতী, চাঁদবিবী, [illegible] আজিও জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি এরূপ [illegible] কি স্ত্রীলোকের স্বাভাবিক? স্পার্টান ও রাজপুত রমণীরা যদিও অসাধারণ [illegible] বীর্য্যবতী ও সাহসসম্পন্না ছিলেন, আমেজোনিয়া নামে এক বীর [illegible] জাতির বৃত্তান্ত যদিও পুরাবৃত্তে পাঠ করা যায়, কিন্তু ইহা অবশ্য [illegible] করিতে হইবে, যে সাধারণতঃ যুদ্ধক্ষেত্রে বীরধর্ম্ম প্রকাশ করা [illegible] ই [illegible] স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে ইহা ব্যতিরেকী দৃষ্টান্ত মাত্র [illegible] দেশে [illegible]

গের কীর্ত্তি স্বর্ণাক্ষরে খোদিত হইবার যোগ্য এবং সেইখানকার
জীবন্ত দৃষ্টান্তের জন্য তাঁহারা 'প্রকৃত বীরাঙ্গনা' বলিয়া চিরকাল
হইতে পারেন।

াকদিগের এই বীরত্ব কিসে হয়, পাঠিকাগণ অবশ্য জানিতে
শ্বাস করি, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে না জানিয়াও
। যিনি ধর্ম্মের জন্য আপনার প্রাণকে
যিনি পরের দুঃখ দূর করিবার জন্য
। কষ্ট বহন করিতে পারেন এবং হি
ঃস্বার্থভাবে চিরদিন নিযুক্ত থাকিতে পারেন
র্ণা বলিতে পারি। এইরূপ বীরাঙ্গনা রমণীর দৃষ্টান্ত
ল সময়ে লিপিবদ্ধ হইয়া থাকে বটে, কিন্তু ইহা সচরাচর এরূপ
ন ও বিনাড়ম্বরে প্রদর্শিত হয়, যে ইতিহাসের চক্ষে তাহা প্রকাশিত
পারে না। যাহাদিগের মঙ্গলের জন্য রমণীগণ একশেষ ক্লেশ বহন
তাহারাও তাহা হৃদয়ঙ্গম করে না, তজ্জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কিরূপে
কিন্তু ইহাও স্বীকার করিতে হইবে দুঃখের আবরণের মধ্যে স
চাকচক্ষুর অগোচর থাকিয়া যে এই সকল কার্য্য অনুষ্ঠিত হয় তাহাতে
গৌরব আরো অধিক। একটী বিধবা দুঃখিনী মাতা নিরা
ল হইয়া তাঁহার অনাথ শিশুসন্তানগুলিকে কিরূপ যত্ন, সহিষ্ণুতা
অধ্যবসায়ের সহিত পালন করিতেছেন, কে তাহার সংবাদ লয়? মাতাল
ও ক্ষিপ্ত স্বামীর হস্তে পড়িয়া একটী সাধ্বী স্ত্রী কিরূপে ব্যথিত
চ বি শুদ্ধমনে পতিসেবা করিতেছেন, কে তাহা বুঝিতে পারে?
ব একটী সহোদরকে সন্তান নির্বিশেষে পালন করিবার জন্য
ভগিনী কত ক্লেশ বহন করিতেছেন, সে সহোদরও কি

"ধিগস্তু যোষিতো নাম শঠাঃ স্বার্থপরায়ণাঃ।

স্ত্রীলোকের নামেই ধিক্, তাহারা শঠ ও স্বার্থপ
রামায়ণ পড়িয়াছেন জানেন, কিরূপ অবস্থায় দশরথ এইরূপ
ছিলেন। কালি রাম রাজা হইবে, সকল আয়োজন প্রস্তুত, এমন
দৈবকর্ম্মী দুষ্টা দাসী কুঁজীর কুমন্ত্রণায় রামচন্দ্রকে চৌদ্দ বৎসর বনবাসী ও
ভরতকে রাজা করিবার জন্য তাঁহাকে অঙ্গীকারবদ্ধ করিয়া লন। কিন্তু
দশরথ সমুদায় স্ত্রীজাতির প্রতি দোষারোপ করিয়া যে অতি অন্যায় করিয়া
ছেন, তাহা তাঁহার মুখদিয়া পরের শ্লোকার্দ্ধেই ব্যক্ত হইয়াছেঃ—

"ন ব্রবীমি স্ত্রিয়াঃ সর্ব্বে ভরতস্যৈব মাতরং।"

আমি সকল স্ত্রীলোককে বলিতেছি না, ভরতের মাতাকেই ব
নারীবিশেষের অত্যন্ত কুব্যবহার দ্বারা নিতান্ত উত্যক্ত হ
সাধারণ স্ত্রীজাতির চরিত্রের নির্দ্দোষিতা প্রদর্শনে আগ্রহ
রাছেন, ইহাতে সাধারণ নারী চরিত্রের মহত্বই প্রতিপন্ন হইতেছে।

স্ত্রীজাতি স্বভাবতঃস্বার্থপরায়ণা নয়, প্রত্যুত নিঃস্বার্থপ্রকৃতি। স্ত্র
ঈশ্বর যেরূপে গঠন করিয়াছেন, তাহা পর্য্যালোচনা করিয়া দে
প্রতীয়মান হয়। স্ত্রীলোককে দশ মাস কাল স্বীয় শরীর মধ্যে জরা
করিতে হয় এবং স্বীয় রক্ত দোহন করিয়া শিশু সন্তানকে প্রতিপ
হয়। পারিবারিক সম্বন্ধেও দেখা যায় স্ত্রীলোকের সকল কো
প্রতি, দৃঢ়তা ও কঠোরতা কেবল নিজের প্রতি। অন্যকে আহার
আহার করা, অন্যকে সুস্থ করিয়া নিজের স্বাস্থ্য অন্বেষণ করা
করিয়া নিজে সুখী হওয়া এ দৃষ্টান্ত নারীচরিত্রে সাধারণ। স্ব
ও পিতা মাতার জন্য স্ত্রীলোকেরা যেরূপ কায় ক্লেশ ও ত্যাগ
সেরূপ আর কোথায় দেখা যায়? স্ত্রীলোকদিগের ত্যা
স্ব সম্পর্কীয় লোকদিগের জন্য দেখা যায় বা

হেতেই শেষ হয় না। দয়া পরিবার হইতে প্রতিবাসী
ত স্বদেশ, স্বদেশ হইতে সমুদায় পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হয়।
ত দয়া ও ত্যাগ স্বীকারের সীমা বিস্তার করিতে পারিবেন,
২ তাহাদিগের মহত্ত্ব প্রকাশিত হইবে। জন সমাজের মঙ্গল চেষ্টা ও
তাহার জন্য কষ্ট বহন করিবার দৃষ্টান্ত ইউরোপ ও আমেরিকার স্ত্রীসমাজে
ক্রমশঃ অধিক দৃষ্ট হইতেছে। যাঁহারা আমেরিকার সুরাঙ্গলনী রমণী-
গণের বৃত্তান্ত পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা ইহার একটী আশ্চর্য্য উদাহরণ প্রাপ্ত
হইয়াছেন। সুরাপানদ্বারা সমাজের অমঙ্গল হয়, একারণ তত্রত্য নারীগণ
হইয়া উপরোধ, অনুরোধ, উপদেশ ও ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা দ্বারা
রা বিপণি উঠাইয়া দিলেন, মাতালদিগকে মদ উঠাইবার পাণ্ডা
া কি সামান্য বীরত্ব ও গৌরবের কথা? স্ত্রীলোক ভিন্ন এ
কে করিতে পারে? এ দেশেও সাধারণের হিতের জন্য নারী
মশঃ বিস্তারিত হইতেছে। মহারাণী স্বর্ণময়ী, রাণী শরৎ সুন্দরী
মোহিনী প্রভৃতি বঙ্গাঙ্গনাগণ তাঁহাদিগের হিতৈষিতার জন্য সুবি
াছেন, ধনবান্ দাতা পুরুষদিগের উপরে তাঁহাদিগের জয় লাভ
কিন্তু নির্ধন স্ত্রীলোকেরাও মিলিত হইয়া বা একা একা চেষ্টা
দিন সমাজের কল্যাণ বর্দ্ধন করিবেন, সে দিন আরো কত
ব?

। নারীগণ যে ধর্ম্ম বিষয়ে বীরত্ব লাভের উপযোগী প্রকৃতি
ন, তাহাও কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। সতীত্ব তাঁহারা
ধর্ম্ম জানিয়াছেন, এই জন্য কতদূর ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত না
পতির মৃত্যু হইলে জীবন্ত শরীরে চিতারোহণ করা কি ভয়ঙ্কর
লে হৃৎকম্প হয়; কিন্তু সহস্র সহস্র ভারতাঙ্গনা হাসা
ছেন। পতির মৃত্যুতে চিরকাল ব্রহ্মচর্য্য ব্রত

হয় না। কিন্তু নিম্নলিখিত দৃষ্টান্তগুলি [illegible] কি? প্রথমতঃ, যখন কোন বাজিকর বাজি করে, দেখা যায় যে, সে এক কালে দড়ি, মুখস্থিত বংশ ও করস্থিত কন্দুকের উপর মনঃসংযোগ করিয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ, এক ব্যক্তি যখন এককালে গীত এবং বাদ্য উভয় কার্য্য সম্পাদন করে তখন তাহার মন এককালে দুই বিষয়ে সমাহিত দেখা যায়। তৃতীয়তঃ কোন ব্যক্তির সহিত যদি আলাপ করা যায়, তখন দেখা যায় যে এক সময়ে তাঁহার মুখভঙ্গী প্রভৃতি দর্শন এবং তাঁহার কথা শ্রবণ এই উভয় কার্য্যই হইয়া থাকে। এককালে একাধিক বিষয়ে চিত্তের সমাধান অসম্ভব হইলে এই সকলের যুক্তি কি? এইজন্য অনেক মনোবিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত [illegible] যে এক সময়ে একাধিক বিষয়ে চিত্তের সমাধান হইতে পারে। বস্তুতঃ এ প্রকার হওয়া কেন অসম্ভব বুঝিতে পারা যায় না। কিম্বা পক্ষিরাজ ঘোড়া কল্পনা স্থলে পাখির পুচ্ছ, চঞ্চু, পদ প্রভৃতি নিরপেক্ষ হইয়া কেবল ডানা মাত্র আহরণ করা হইয়াছে। অনুমিতি স্থলে যখন ভিন্ন ভিন্ন পদার্থকে এক শ্রেণী বদ্ধ করা যায়, তখনও এই আহরণ শক্তি কার্য্য করে।

২য়। বর্ণন—পূর্ব্বানুভূত বিষয় ঘটনা বা ভাব পূর্ব্বোক্ত প্রকারে আহৃত হইলে, মন সেই সকল অঙ্গ সমষ্টি করিয়া একটী অঙ্গী সৃষ্টি করে। তাহা কোন বাস্তবিক পদার্থের ন্যায় বোধ হয়। মনের এই কার্য্যকে বর্ণন বা চিত্রন বলে। এই বর্ণন দুই প্রকার, কৃত্রিম এবং অকৃত্রিম। কৃত্রিম বর্ণন—যখন পরিজ্ঞাত ভিন্ন ২ বিষয়ের অঙ্গ লইয়া একটী স্বতন্ত্র অঙ্গীর কল্পনা হয়। অকৃত্রিম বর্ণন—যখন কোন বাস্তব অঙ্গীর অঙ্গ সকল কল্পনা করিয়া সমগ্রটীকে এক সঙ্গে দেখা যায়। যেমন গবর্ণমেণ্ট হাউস কল্পনাতে আনিবার জন্য বসিলাম, প্রথম সিংহদ্বার কয়টী, পরে বাগানটী, পরে গুম্বজটী এইরূপে ক্রমে সমগ্র বাড়ীটী যেন চক্ষের সমক্ষে উপস্থিত হইল। ইহাকে অকৃত্রিম বর্ণন অর্থাৎ Conception বলে। আপাততঃ এই বর্ণনকে স্মরণ বোধ হইতে পারে, কিন্তু অনুধাবন করিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে স্মরণ হইতে ইহার প্রভেদ আছে, স্মরণের স্থলে, জ্ঞানের কালের ভাব থাকে অর্থাৎ যাহা স্মরণ হয় সেই সঙ্গে সঙ্গে তাহা অতীত বলিয়া মনে হয়। কিন্তু কল্পনার বর্ণনের স্থলে সেরূপ কোন ভাবের জ্ঞান হয়

না। কবিদিগে[illegible] প্রবল হইয়া থাকে এবং আহরণ ও বর্ণ[illegible] ক্ষমতা অধিক দেখা যায়।

অনুমিতি।

অনুমিতির ইংরাজী নাম Reason, চলিত ভাষায় বলিতে গেলে তর্ক শক্তি বলিতে হয়।

আমাদের মনের যুক্তি বা তর্ক শক্তির কাজ কি কি? ভাবিতে গেলে দেখিতে পাই যে নিম্নলিখিত কয়টী সামান্যতঃ এই শক্তির কার্য্য—

প্রথমতঃ বিবেচন অর্থাৎ পদার্থদ্বয় বা বহু পদার্থের পরস্পর সাদৃশ্য এবং বিভিন্নতা নিরূপণ করা। ইংরাজীতে ইহাকে Comparison বলে। ইন্দ্রিয়ানীত বিষয় পুঞ্জের মধ্যে পরস্পরের সাদৃশ্য এবং বিভিন্নতা [illegible] করা আমাদের তর্ক শক্তির প্রথম কার্য্য। একটী শিশু সর্ব্ব প্রথম একটী লাল পদার্থ দেখিল, দেখিবা মাত্র তন্নিবন্ধন যেরূপ মানসিক প্রতিবোধ হওয়া সম্ভব, তাহা হইল, তাহার পর একটী নীল পদার্থ তাহার চক্ষুগোচর হইল। চক্ষুগোচর হইবা মাত্র তন্নিবন্ধন যেরূপ মানসিক প্রতিবোধ হওয়া সম্ভব, তাহাও হইল। কিন্তু এই নীল জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে শিশুর পূর্ব্ব লাল জ্ঞান স্মরণ হইল এবং এই জ্ঞান হইল যে পূর্ব্বে যে প্রকার প্রতিবোধ হইয়াছিল ইহা সে প্রকার নয়। পরে আবার একটী লাল পদার্থ সম্মুখে আনীত হইল এবং তন্নিবন্ধন যেরূপ মানসিক প্রতিবোধ হওয়া উচিত, তাহা হইল। কিন্তু পূর্ব্বের দুইটী স্মরণ করিয়া শিশু বিবেচনা করিল এই প্রতিবোধটী পূর্ব্বটীর মতন নয়, প্রথমটির সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে। এইরূপ ইন্দ্রিয় ও স্মৃতির আনীত বিষয় সকলের উপর তর্ক শক্তি প্রথম যে কার্য্য করে, তাহাকে (Comparison) বলা যায় এবং বাঙ্গালাতে বিবেচন বলা গিয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ ইন্দ্রিয় ও স্মৃতির আনীত বিষয় সকলের এইরূপ বিবেচন করিতে করিতে মন কতকগুলিকে সদৃশ ধর্ম্মাক্রান্ত দেখিতে পায়—অপর গুলিকে অপর কোন সদৃশ ধর্ম্মাক্রান্ত দেখিতে পায় এবং ভাবিবার সুবিধার জন্য সেই সেই ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর সাদৃশ্যগুলি আহরণ করিয়া তাহাদিগকে মিলিত ভাবে দেখিতে আরম্ভ করে, অর্থাৎ সেই সাদৃশ্যগুলি অবলম্বন

করিয়া তাহাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীবদ্ধ করিতে থাকে, ইহাকে সম
বা জাতিগ্রহণ বলা যাইতে পারে। এই সমষ্টি ভাব যখন ভাষাতে প্র
করিবার চেষ্টা হয়, তখন তাহা জাতি নাম বা (General বা Common
name) র আকার ধারণ করে, যেমন "গো" "বৃক্ষ" মনুষ্য" ইত্যাদি।

4

গার্হস্থ্যদর্পণ।

সংসারের সমুদায় দ্রব্য সামগ্রী যথাস্থানে রাখা যেমন কর্ত্তব্য, বাটীর সমুদায় স্থান এবং যথাস্থান-রক্ষিত সমুদায় দ্রব্য পরিষ্কার রাখাও তেমনি কর্ত্তব্য। ইংরাজদিগের মত মাদুর বা গালিচা দ্বারা সমস্ত ঘর আবৃত রাখা বাঙ্গালি গৃহস্থ ঘরের নিয়ম প্রায় দেখা যায় না। তাহা করিলে ঘরের ধূলার শেষ হয় না সুতরাং সেরূপ না করাই ভাল। শয়নগৃহ, সভা উপবেশন গৃহ বা বৈঠকখানা ইত্যাদি ঘরের মেজে উক্তরূপে আবৃত থা ক্ষতি নাই, কিন্তু মধ্যে ২ মাদুর বা গালিচা তুলিয়া ঘর ধুইয়া দিতে অতএব ঐ সকলকে ঘরের মেজের সহিত প্রেক মারিয়া আঁটিয়া দেওয়া কদাচ উচিত নহে। এরূপ গৃহ সর্ব্বদা ব্যবহৃত হইলে প্রত্যহ দুইবার, সর্ব্বদা ব্যবহৃত না হইলে প্রত্যহ একবার উত্তমরূপে ঝাঁট দিয়া বা ঝাড়িয়া পরিষ্কার করা আবশ্যক। যে সকল ঘরের ভূমি উক্তরূপে আবৃত না থাকে, সে সকল ঘর শুদ্ধ ঝাঁট দিলে যথেষ্ট হয় না, ঘরপোছা দিয়া পরিষ্কার করিতে হয়। প্রাতঃকালে সাধ্যমত সকল ঘরই উক্তরূপে ধুইয়া পুঁছিয়া পরিষ্কার করা চাই। ভাণ্ডারঘর বা অন্য কোন ঘর পুঁছিবার আবশ্যকতা না থাকিলেও ঝাঁট দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। প্রাতঃকালে বাটির সমস্ত স্থানে ঝাঁটা পড়িবে এবং আবশ্যক মতে কোন ২ স্থান পোঁছাও হইবে। প্রাতঃকালে কোন কারণ বশতঃ কোন স্থানে ঝাঁট না দিতে পারিলে ক্ষতি নাই, কিন্তু সমস্ত দিনের মধ্যে বাটীর কোন স্থান উপেক্ষিত থাকিবে না। বৃহৎ বাটী হইলে এবং যথেষ্ট দাস দাসী না থাকিলে প্রত্যহ বাটীর সমস্ত স্থান পরিষ্কার করা সুসাধ্য হয় না, তথাপি কোন ঘর বা কোন স্থান অব্যবহৃত থাকিলেও বহু-কাল উপেক্ষিত রাখা উচিত নহে। যে সকল স্থানে নিত্য জল পড়িয়া

হল ও [illegible] হইতে পারে, সে সকল স্থান ঝাঁট দিয়া ঘর্ষণ করিয়া
হ পরিষ্কার করা আবশ্যক, তাহাতেও পরিষ্কার না হইলে বালির সহিত
নারিকেল ছোবড়া দ্বারা ঘর্ষণ করিলে পরিষ্কার হয়। মেথর প্রত্যহ পাই-
খানার ময়লা পরিষ্কার করিয়া লইয়া যাইবে এবং পাইখানা ঘর ধুইয়া দিয়া
যাইবে। উক্তরূপে ঘর দালান উঠান পরিষ্কার করিবার জন্য ঝাঁটা ও ঘর-
পোঁছা আবশ্যক। ঘরের মেজে চোস্ত ও চিক্কণ হইলে মোটা কাপড়ে
ঘরপোছা করিবে, মেজে চোস্ত না হইলে পাটের তাড়া বান্ধিয়া তদ্দ্বারা
পুঁছিবে। যেমন ঘর দালানাদি নিত্য পরিষ্কার করিতে হয়, তেমনি পেতেন
সকলের উপরেও নিত্য ঝাড়িতে হয়, কিন্তু ঝাঁটা ব্যবহার করাতে সুবিধা হয়
না, অতএব গৃহিণীরা কোঁস্তা ব্যবহার করিয়া থাকেন। দেরাজ, আলমারি,
[illegible] কাদি সমুদায় ঘরের দ্রব্যও নিত্য ঝাড়িতে হয়, কিন্তু সে সমুদায়
[illegible]স্ত্রখণ্ড দ্বারা ঝাড়িলেই যথেষ্ট হয়। পেতেনের হাঁড়ি, জালা, চিনের
[illegible] ইত্যাদি বস্তুও নিত্য পরিষ্কার করিতে হয়; ভিজা বস্ত্র খণ্ড দ্বারা
[illegible]লেই যথেষ্ট। বিছানা ঝাড়িবার জন্য নরম ক্রুস ব্যবহার করিলে
ভাল হয়, কেন না গদির বিট ও কোণ, লেপ ও বালিসের কোণ, যেখানে
ছারপোকা থাকা সম্ভব, সে সকল স্থান ক্রুস দ্বারা যেমন ঝাড়া হয় তেমন
কিছুতেই হয় না। বালিসের ওয়াড় ও চাদর ইত্যাদি ময়লা হইলে ধোলাই
করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য ইহা লেখা বাহুল্য। খাট বা পর্ল্যাঙ্কের বোড়ের
মুখে ফাঁক থাকিলে সেখান পর্য্যন্ত ঝাড়িবে। ছারপোকার উপদ্রব নিবা-
রণ আবশ্যক হইলে, যে২ স্থানে ছারপোকা হয়, সেই ২ স্থানে
পশ্চাল্লিখিত দ্রব্য লাগাইয়া দিবে। এই দ্রব্য প্রস্তুত করিবার নিয়ম
যথা,—খাঁটি স্পিরিট ও টাটকা তার্পিণ তেল প্রত্যেকের সমানাংশ অর্দ্ধ
পাইণ্ট লইয়া একটী পাইণ্ট বোতলে পূরিবে, তাহাতে অর্দ্ধ ঔন্স কর্পূর
দিলে তাহা শীঘ্রই গলিয়া যাইবে। এই দ্রব্য ব্যবহার কালে বোতল
নাড়িয়া লইবে এবং দিবাভাগে ব্যবহার করিবে, কেন না প্রদীপের
বা বাতির আলোর নিকটে উক্ত বস্তু জ্বলিয়া উঠিতে পারে।

আহারের ঘরের জলের কুঁজাতে জল পূরিবার সময় গামলা ধুইবে
ও কুঁজার ভিতর উত্তমরূপে ধুইয়া ফেলিবে, পরে বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া জল

পুরিবে। "দৃষ্টিপূতংন্যসেৎ পাদং বস্ত্রপূতং পিবেজ্জলং। সত্যপূতং বদেৎ বাক্যং মনঃপূতং সমাচরেৎ॥" দুগ্ধের খোলা উত্তমরূপে চাঁচিয়া, ধুইয়া, পুছিয়া বস্ত্র দ্বারা দুগ্ধ ছাকিয়া জাল দিতে চড়াইবে। খোলা প্রত্যহ না মাজিলে চলে, কিন্তু মধ্যে মধ্যে ঝামা ও বালি দিয়া ঘসিয়া সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার করা আবশ্যক। ভোজনের পরক্ষণেই ভোজনের নিমিত্ত ব্যবহৃত পাত্র সমুদয় মাজিয়া ধুইয়া বাসন তক্তায় তুলিয়া রাখা আবশ্যক। যে সকল পাত্র করিয়া রন্ধনশালা হইতে আহারীয় দ্রব্য আনীত হয় সে সমুদয় ও থালি হইবা মাত্র মাজিয়া রন্ধনশালায় রাখিয়া দিতে হয়। যে স্থানে আহার করা যায়, ভোজনান্তে সেস্থান পুছিয়া পরিষ্কার করিবে। রন্ধন সমাপনান্তে রন্ধনশালার সমস্ত স্থানও পুঁছিয়া পরিষ্কার করিবে। স্নানান্তে সাবানের জল বা তৈলাক্ত জল ধুইয়া স্নানাগারে পরিষ্কার করিবে এবং স্নানচৌকি ধুইয়া ও রাত্রিবাস বস্ত্র ও স্নানের বস্ত্রাদি কাচিয়া শুকাইতে দিবে। আলোর জন্য প্রদীপ ও পিলসুজ ব্যবহার করিলে পিলসুজ প্রত্যহ সুরকির গুঁড়া দিয়া মাজিবে এবং প্রদীপ পরিষ্কার করিয়া তেল ও পরিষ্কার সল্‌তে দিয়া সাজাইবে, মধ্যে মধ্যে প্রদীপ জলে ভিজাইয়া বা খোল দিয়া পরিষ্কার করিতে হয়। সেজ বা অন্য কোন প্রকারে আলো ব্যবহার করিলেও আলোর সরঞ্জাম প্রত্যহ যত্নপূর্ব্বক যথোচিতরূপে পরিষ্কার করিবে। যে কর্ম্মের জন্য যে যন্ত্র বা যে অস্ত্র বা যে দ্রব্য ব্যবহার করিতে হয়, তাহা শেষ হইলেই সেই দ্রব্য ধুইয়া বা পুছিয়া বা যথোচিতরূপে পরিষ্কার করিয়া রাখিবে, যথা বঁটি দ্বারা ফলমূলাদি কাটিয়া বঁটি না পুছিয়া রাখিলে শীঘ্র নষ্ট হইয়া যায়; উকড়ি দ্বারা দুগ্ধ তুলিয়া তাহা পরিষ্কার করিয়া না রাখিলে দুগ্ধ শুষ্ক হইয়া তাহাতে লাগিয়া থাকে, হয়তো তাহা দুর্গন্ধ বা অম্লাক্ত হইয়া পুনর্ব্বার তদ্দ্বারা দুগ্ধ তুলিতে গেলে, দুগ্ধ নষ্ট হইয়া যায়। হাতা বেড়ি প্রভৃতি রন্ধনের প্রয়োজনীয় দ্রব্য সকল প্রত্যহ মাজিবার আবশ্যকতা নাই, তথাপি প্রত্যহ পুছিয়া রাখা আবশ্যক; রন্ধনের পাত্র সকল উত্তমরূপে ধুইয়া লইয়া রন্ধনারম্ভ করিবে, এবং রন্ধনান্তে ধুইয়া তুলিয়া রাখিবে। বিশেষ করিয়া সমুদয় লেখা অসাধ্য ও বাহুল্য, লেখা শেষ হইলে লিখিবার কলমটী পর্য্যন্ত পুঁছিয়া রাখিবে। এইরূপ পরিষ্কার পরি-

চ্ছন্নরূপে কার্য্য করা গৃহিণীর এবং গৃহকার্য্য সাহায্যকারী সকলের অভ্যাস-গত হইয়া যাওয়া চাই, নতুবা পরিপাটীরূপে কার্য্য চলে না।

যেমন অনেক বস্তু নিত্য পরিষ্কার করিতে হয়, তেমনি কোন কোন দ্রব্য বা কোন কোন স্থান সময়ে সময়ে পরিষ্কার করিতে হয়, যথা—মধ্যে মধ্যে ঘরের দেয়ালের উপর অবধি বরগার খাটাল পর্য্যন্ত ঝাড়িতে হয়, নতুবা ঝুল ও মাকড়ের জাল ও ধূলি জমিয়া থাকে, তাহা লম্বা শুষ্ক তৃণ নির্ম্মিত ঝাড়ন দ্বারা হইতে পারে অথবা পাট কাটিয়া ক্রুসের মতন করিয়া কাষ্ঠের ডাণ্ডায় বান্ধিয়া যে ঝাড়ন নির্ম্মাণ করা যায়, তাহাতেও উত্তম রূপে ঝাড়া যায়। এ সমুদয় নিত্য নিত্য ঝাড়া আবশ্যক নহে, কিন্তু বৎসরে দুইবারের কম না হয়, তিন চারিবার ঝাড়া হইলে ভাল হয়। ঘরের দেরাজ আলমারি খাট ইত্যাদি বস্তু নাড়িয়া ঝাড়িতে পুছিতে হয় এবং বস্ত্রাদি পুস্তকাদি তাবৎ সামগ্রী ও মধ্যে ২ বাহির করিয়া বাতাস ও রৌদ্রে দিতে হয় ও ঝাড়িতে হয়। এই সকল কার্য্যও ঘর ঝাড়িবার সময় করা কর্ত্তব্য।

যে সকল দ্রব্য ঝাড়া, ধোয়া, পোছা আবশ্যক, তন্মধ্যে কতকগুলি দ্রব্যের বিষয় লিখিত হইল, সেই গুলি উদাহরণ স্বরূপ গ্রহণ করিয়া সমস্ত দ্রব্য উক্তরূপে পরিষ্কার করিবার নিয়ম করিয়া লইতে হইবে। কিন্তু পরিষ্কার করিবার নিয়মের শিক্ষণীয় এত প্রকরণ আছে যে সে সমস্ত সঙ্কলন করিয়া লেখা সহজ ব্যাপার নহে, অতএব তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ আভাস মাত্র দেওয়া যাইতেছে।

ময়লার বহুবিধ কারণ আছে, যথা—ধূলি, তৈলাক্ত দ্রব্য সংস্রব জাত ময়লা, কষায় বা অম্লরসজনিত চিহ্ন, শৈত্যজনিত ময়লা, ধাতুর মরিচা বা কলঙ্ক ইত্যাদি। এই সকল প্রকার ময়লার মধ্যে ধূলি মাত্র ঝাড়িলে, ধুইলে, পুঁছিলে পরিষ্কার হয়। তৈলাক্ত দ্রব্য সংস্রবে যে ময়লা জন্মে, তাহা পরিষ্কার করিতে হইলে মৃত্তিকা বা খোল বা চুণ বা সাজিমাটি বা সাবান ইত্যাদি প্রকার বস্তু সংযোগ আবশ্যক করে, যথা—কোন স্থানে তেলচটি পড়িলে তাহা পরিষ্কার করণার্থ সেই স্থানে সাজিমাটি বা খোল দিয়া ঘসিয়া তাহা পরিষ্কার করিতে হয়, কাগজে তেলের দাগ লাগিলে চুণ দিয়া তাহা তুলিতে হয় ইত্যাদি।

কোন কস দাগ অম্লরসে উঠিয়া যায়। যথা কালির দাগ আমকল শাক বা অক্সেলিক্ এসিড দ্বারা উঠিয়া যায়। কোন ২ স্থলে শুদ্ধ দ্রব্য সংযোগ দ্বারা ময়লা যায় না; উত্তাপ, পেষণ, ঘর্ষণ, মজ্জনাদি প্রকরণ আবশ্যক হয়। কিন্তু কিরূপ দ্রব্য সংযোগ দ্বারা এবং কি ২ প্রকরণ দ্বারা কিরূপ মলা প্রক্ষালিত হয়, তাহা জানিলেই যথেষ্ট নহে, কেন না দুইটি দ্রব্য এক প্রকার মলা দ্বারা মলিন হইলে একটী দ্রব্য যেরূপ উপায় দ্বারা পরিষ্কার হয়, অপরটী সেরূপ উপায় দ্বারা পরিষ্কার করিতে গেলে তাহা নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। অতএব কোন বস্তু হইতে ময়লা পরিষ্কার করিতে হইলে, কি বস্তু দ্বারা সেই ময়লা পরিষ্কার হয় এবং সেই বস্তু দ্বারা উক্ত দ্রব্যের কোন প্রকার হানি হইতে পারে কি না উভয় পক্ষই বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। কি দ্রব্যের কি ময়লা কি প্রকারে পরিষ্কার করা যায়, পশ্চাল্লিখিত কতিপয় প্রকরণ তাহার নিদর্শন স্বরূপ লিখিত হইল।

১। চিকণি পরিষ্কার করিতে হইলে কাপড়ের ছিলের মধ্যে ইহার কাটি বসাইয়া নাড়িলেই হইতে পারে, অথবা সরু শক্ত সূতা টানিয়া ধরিয়া ফি কাটির মধ্যে তাহা বসাইয়া টানিলে হইতে পারে।

২। চুল বা কাপড় পরিষ্কার করিবার জন্য যে ব্রুস ব্যবহার করা যায়, তাহা ময়লা হইলে গরম জলে কিঞ্চিৎ সোডা ফেলিয়া সেই জলে ব্রুসের চুলের অংশ ধরিলে তাহা পরিষ্কার হইবে।

৩। রেসম, সাটিন ও রঙ্গিল পশমি কাপড় পরিষ্কার করিবার নিমিত্ত নরম সাবান ৵০ ছটাক, মধু ৵০ ছটাক, একটা ডিম্বের শ্বেতাংশ ও এক গ্লাস জিন সরাপ উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া কিঞ্চিৎ কঠিন একখানি ব্রুস দ্বারা উক্ত কাপড়ে মাখাইয়া পরে শীতল জলে কাচিয়া শুকাইতে দিবে, কিন্তু ভিজা থাকিতে ২ ইস্ত্রি করিবে।

৪। কার্পাস বস্ত্রে মসী অর্থাৎ শৈত্যজনিত দাগ ধরিলে প্রথমে সাবান দিয়া ঘর্ষণ করিবে, পরে উত্তম সূক্ষ্ম চা খড়ির গুঁড়া দিয়া ঘষিয়া উহা শুকাইতে দিবে, পরে পুনর্ব্বার অল্প ভিজাইয়া উক্ত প্রকারে সাবান ও চা খড়ির গুঁড়া ঘষিবে, এইরূপ দুইবার করিলেই উহা পরিষ্কার হইবে।

৫। তেলা দাগ কাপড়ে লাগিলে তাহা উঠাইবার জন্য নরম সাবান

/।০ এক পোয়া ও সাজিমাটি /।০ এক পোয়া একত্রে মাড়িয়া পিষ্টকের ন্যায় প্রস্তুত করিয়া রাখিবে। দাগ প্রথমে জলে ভিজাইয়া ঐ পিষ্টক দ্বারা ঘষিয়া শুকাইতে দিবে, পরে গরম জলে কাচিয়া পরিষ্কার করিবে।

৬। কাচের জিনিস পরিষ্কার করিবার জন্য সাজিমাটী ব্যবহার করা কর্ত্তব্য, কিন্তু তাহা সূক্ষ্মরূপে গুঁড়া না করিয়া ব্যবহার করিলে জিনিসের চিক্কণতার হানি হইবার সম্ভাবনা।

৭। আর্শি পরিষ্কার করিতে হইলে এক খণ্ড স্পঞ্জ জলে ভিজাইয়া নিংড়িয়া স্পিরিটে ভিজাইয়া আর্শির কাচে মাখাইবে, পরে পাতলা কাপড়ের পুটলির দ্বারা সফেদার গুঁড়া ছাকিয়া দিয়া কাপড় দিয়া পুছিবে। বৃহৎ আর্শি হইলে সমুদায় অংশে একবারে স্পিরিট মাখাইলে একদিক পুছিতে পুছিতে অপর দিক শুকাইয়া যায়, অতএব অল্প ২ অংশ করিয়া ক্রমে সমুদায় অংশ পরিষ্কার করিবে।

৮। এক ছটাক নিষেদল এক পাইণ্ট জলে সিদ্ধ করিয়া তাহাতে ডেমেস্ক কাপড় ভিজাইয়া শুষ্ক করিয়া রাখিবে। তাহা দ্বারা রূপার বাসন পুছিলে তাহার চিক্কণতা নষ্ট হইবে না অথচ তাহা উত্তম পরিষ্কার হইবে।

৯। ক্লোরাইড লাইম নামক এক প্রকার দ্রব্য জলের সহিত লেইয়ের ন্যায় করিয়া ঘষিলে রূপার জিনিষ হইতে কালির দাগ উঠিয়া যায়।

১০। লৌহ বা ইস্পাতে মরিচা ধরিলে তাহা প্রথমে চাঁচিয়া ফেলিবে, পরে তৈলে ভিজাইয়া রাখিবে, দুই তিন দিন পরে উত্তমরূপে পুঁছিয়া পেনো বালি বা বালি সংযুক্ত প্রস্তুত কাগজ দ্বারা ঘষিয়া পরিষ্কার করিবে।

১১। থিতন চূণের জলে বাদামের তেল বা নারিকেল তেল ফেণাইয়া সেই ফেণা লৌহ বা ইস্পাত নির্ম্মিত অস্ত্রে মাখাইয়া রাখিলে তাহাতে মরিচা ধরে না।

১২। উত্তম কাষ্ঠের জিনিস পালিস করিতে হইলে তার্পিনের স্পিরিটে মোম ও কিঞ্চিৎ রজন গলাইয়া তাহা কাষ্ঠে মাখাইয়া তাহা শুষ্ক হইলে নরম কাপড় দিয়া পুছিবে।

১৩। চূণের সহিত মিশ্রিত নিষেদল জলে সিদ্ধ করিয়া তাহাতে

কেলিকো কাপড় ভিজাইয়া শুষ্ককরিয়া রাখিলে, তদ্দ্বারা ঘর্ষণ করিলে ধাতুর দাগ উঠিয়া যায়।

১৪। গরম জলে অক্সেলিক এসিড দিয়া পুস্তকের কালির দাগ উঠাইয়া ফেলা যায়।

ইংরাজী প্রবচন।

১। অস্ত্র কারীকর যন্ত্রের উপর দোষারোপ করে।

২। হস্তগত একটী পক্ষী অরণ্যস্থ দুইটী পক্ষীর তুল্যমূল্য।

৩। নির্দ্দোষ চিত্ত দুর্নামের ভয় রাখে না।

৪। মন সন্তুষ্ট থাকিলে সর্ব্বক্ষণই রাজভোগ।

৫। মানুষ ডুবিয়া মরিবার সময় একটী খড় পাইলেও ধরে।

৬। স্বীকার করিলে অর্দ্ধেক অপরাধ কমিয়া যায়।

৭। মূর্খ টাকা উপার্জন করে, কিন্তু জ্ঞানী না হইলে ব্যয় করিতে জানে না।

৮। মধ্যাহ্ন আহারের পর কিছুক্ষণ বসো, রাত্রির আহারের পর আধ ক্রোশ বেড়াও।

৯। বিপদ কালের বন্ধুই যথার্থ বন্ধু।

১০। সৎ নীতি কখন অসাময়িক হয় না।

১১। ভাল চাকর হইলে ভাল মনিব হয়।

১২। অধিক যৌতুক শয্যার কণ্টক।

১৩। দোষী ব্যক্তির অভিযোক্তার আবশ্যকতা নাই।

১৪। এক ছালা বিদ্যার চেয়ে, একটু সাধু জীবন ভাল।

১৫। মন সুখী থাকিলে মুখশ্রী সুন্দর হয়।

১৬। ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তি রাগী হয়।

১৭। স্বেচ্ছাচারীর জীবন স্বাধীন জীবন নয়।

১৮। ক্ষুদ্র শরীরের মধ্যেও অনেক সময় মহৎ আত্মা বাস করে।

১৯। ক্ষুদ্র ছিদ্রে বৃহৎ জাহাজও মগ্ন হয়।

২০। ক্ষুদ্র পাত্র শীঘ্র তপ্ত হয়।

২১। যা কিছু চক্‌চক্‌ করে, তাই সোণা নয়।

২২। বাধ্য ঘোটকের উপরেই সকল ভার চাপান হয়।

২৩। সুশৃঙ্খল গৃহে সকল কাজই শীঘ্র সম্পন্ন হয়।

২৪। একটী শিশু কেবল কাজ করিত, একটু খেলিতে পাইত না, ইহাতে সে নির্ব্বোধ হইল।

২৫। 'প্রায়' 'বোধ হয়' বলিলে অনেক মিথ্যা কথা হইতে রক্ষা পাওয়া যায়।

২৬। পূর্ব্বে সাবধান হইলে পূর্ব্বে সশস্ত্র থাকা হয়।

২৭। কুশিক্ষা শীঘ্র অভ্যাস হয়।

২৮। সৎ লোকের রাগ শীঘ্র পড়িয়া যায়।

২৯। সৎ লোকের কথা আর লিখিত খত সমান।

৩০। প্রাতের এক ঘণ্টা অপরাহ্নের দুই ঘণ্টার সমান।

৩১। অলস মন পাপের বাসস্থান।

৩২। এক কোপে ওক গাছ কাটা যায় না।

৩৩। বাধ্য স্ত্রী স্বামীকে শাসন করে।

৩৪। পুরাতন ছালায় অনেক তালি চাই।

৩৫। অন্যায় শপথ পালন অপেক্ষা ভঙ্গ করাই ভাল।

৩৬। এক পয়সা বাঁচিলে এক পয়সা লাভ।

৩৭। নিস্তব্ধ রসনা জ্ঞানী লোকের চিহ্ন।

৩৮। চলতী পাথরে শেওলা ধরে না।

৩৯। একটা কুম্ভ মেষ, সমুদায় পালকে নষ্ট করে।

৪০। একটী সত্য এক জাহাজ যুক্তি অপেক্ষা মূল্যবান।

৪১। সোনা মহার্ঘ দরেও কেনা যায়।

৪২। উন্নতিপ্রার্থী মনুষ্য স্ত্রীর নিকট হইতে বিদায় লইবে।

৪৩। নির্দোষ মন বজ্রাঘাতের মধ্যেও সুখে নিদ্রা যায়।

৪৪। একবিন্দু অগ্নিতে বৃহৎ অগ্নিকাণ্ড হয়।

৪৫। যেমন বপন করিবে, তেমনি শস্য পাইবে।

৪৬। ফলদ্বারা বৃক্ষের পরিচয় পাওয়া যায়।

৪৭। পণ রাখা মূর্খের যুক্তি।

৪৮। ইচ্ছা থাকিলে উপায়ও হয়।

৪৯। যাচক দিগের মনোনীত করিবার অধিকার নাই।

৫০। অঙ্গীকার করিতে বিলম্ব কর, কিন্তু অঙ্গীকার পালনে তৎপর হও।

বনমানুষ।

বন মানুষ বানর জাতীয়, কিন্তু ইহা আকৃতি প্রকৃতিতে যতদূর মানুষের সমান, এতদূর আর কোন জন্তু নয়। এইজন্য ইহাকে 'বনমানুষ' অর্থাৎ বনবাসী মনুষ্য বলিয়া থাকে। ইহা বানর জাতির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহদাকৃতি। সচরাচর ২ হাত ৩ হাত দীর্ঘ, কখন কখন ৪ হাতও হইয়া থাকে। ১৮২৪ সালে সুমাত্রা দ্বীপে একটী বনমানুষ হত হয়, তাহা প্রায় ৪॥ হাতের অধিক। বনমানুষ যদিও মানুষের সদৃশ, কিন্তু মনুষ্যে ওতাহাতে যে প্রভেদ, তাহা স্পষ্ট লক্ষিত হয়। তাহার নাক চাপ্টা, মুখ সুঁচলো এবং দাড়ীর অংশ নাই বলিলেই হয়। তাহার চক্ষু দুটী যেন পরস্পর ঠেকিয়া আছে এবং নাক হইতে মুখ-গহ্বর অনেক দূর। ইহার মুখ, করতল ও পদতলে লোম নাই এবং মাথা ও দাড়ীর চুল অন্যান্য অংশের অপেক্ষা লম্বা। সকল জাতীয় বানরের লেজ আছে, ইহার তাহা নাই। বনমানুষকে ওরাঙ বলা হয়। আফ্রিকাদেশীয় ওরাঙের বর্ণ কাল, কর্ণদ্বয় অতিশয় বৃহৎ। পূর্ব্বদেশীয় বনমানুষদের বর্ণ কটা এবং কাণ ছোট।

বনমানুষ পুষিলে পোষ মানে। বন্য অবস্থায় ইহারা নানাবিধ ফল ভক্ষণ করে এবং কখন কখন সমুদ্রতীরের নিকটে আসিয়া মৎস্য ও কাঁকড়া ধরিয়া খায়। ইহারা অতিশয় চতুর, সবল এবং সাহসী, অত্যন্ত বলবান্ মনুষ্যকে ইহাদিগের নিকট পরাস্ত হইতে হয়। ইহারা অত্যন্ত দ্রুতগতি, সজীব অবস্থায় সহজে ধৃত হয় না। ইহারা কখন কখন দুই পদে ভর দিয়া চলিয়া যায় এবং হস্ত ও বাহু দ্বারা মনুষ্যের ন্যায় কার্য্য করে। ইহারা নিবিড় অরণ্য ভাল বাসে এবং তথায় শাখা হইতে শাখান্তরে ঝুলিয়া ঝুলিয়া

এত শীঘ্র যায় যে বোধ হয় যেন ঘোড়া দৌড়িতেছে। শাখা সকল একত্র বাঁধিয়া ইহারা এক প্রকার বাসগৃহ প্রস্তুত করে, তদ্দ্বারা বৃষ্টি হইতে রক্ষা পায়। বনমানুষ এক সময় ভারতবর্ষে ছিল, কিন্তু এখন সুমাত্রা দ্বীপেই দৃষ্ট হয়।

ছবিতে যে বনমানুষটী অঙ্কিত হইয়াছে, সে বড় সঙ্কটে পড়িয়াছে। সুমাত্রা দ্বীপবাসীরা বনমানুষের মাংস অতি সুখাদ্য বিবেচনা করে এবং কাবাব করিয়া খায়। এখানে দেখ একজন দ্বীপবাসী ধনুর্ব্বাণ লইয়া বনমানুষকে তাগিয়াছে। বনমানুষ শিকারীর সম্মুখে পড়িলে প্রথমে দৌড় দেয়, পরে গাছের এক ডাল হইতে আর এক ডালে ঝুলিয়া দৌড়িয়া পলাইবার চেষ্টা পায়। পলাইতে না পারিলে একটী শাখায় বসে এবং রাগে গর

গর করিয়া চারিদিগের শাখা প্রশাখা ভাঙিয়া ভূমিতলে ফেলিতে থাকে। যত শাখা ভাঙে শিকারীর তত সুবিধা। হতভাগ্য বনমানুষ বাণবিদ্ধ হইয়া সহজেই মারা যায়। দ্বীপবাসীরা ইহাদের মাংস পেট পূরিয়া ভক্ষণ করে এবং ইহাদের চামড়ায় টুপি ও শিরস্ত্রাণ তৈয়ার করিয়া উৎসবের দিন মস্তকে পরিধান করে।

বনমানুষদিগের বিষয়ে অনেক আশ্চর্য্য বৃত্তান্ত সংগৃহীত হইয়াছে। তাহারা বানরদিগের মত চঞ্চল এবং কৌতুকপ্রিয় নয়, তাহাদিগের কার্য্যে অধিকতর ধীরতা ও চিন্তাশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। তাহারা আবার এরূপ সবল ও সাহসী যে হস্তে কাষ্ঠ খণ্ড লইয়া বা ঘুঁসি মারিয়া হাতী সকলকেও তাড়াইয়া দেয়। যাহারা তাহাদিগকে বিরক্ত করে, কখন কখন তাহাদিগকে ঢিল ছুড়িয়া মারে। আফ্রিকার বনের মধ্যে কোন নিগ্রো তাহাদিগের সম্মুখে পড়িলে আক্রান্ত ও হত হয়।

গ্রাণ্ট সাহেব ইহাদিগের বুদ্ধিশক্তির বিষয়ে এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেনঃ—

কুকুরকে শিখাইলে যাহা করিতে পারে না এবং না শিখাইলে যে বিষয় ভাবিতে পারে না, বনমানুষ বিনা শিক্ষায় তাহা সম্পন্ন করিতে পারে। একটা কুকুরকে যদি দড়ী বা শিকল দিয়া বাঁধা যায় এবং সেই দড়ী বা শিকল খুঁটী বা বাক্সে জড়াইয়া যায়, কুকুর টানিয়া টানিয়া আপনাকে বিপন্ন করে, ভীত হয়, চিৎকার করে, কিন্তু বন্ধন শিথিল করিয়া কিসে বাধা পড়িয়াছে, পরীক্ষা করিতে আইসে না। বানরকেও এইরূপ নির্বুদ্ধি দেখা যায়। কিন্তু বনমানুষ এরূপ স্থলে ব্যস্ত না হইয়া মানুষের ন্যায় কিসে বাধিতেছে দেখিতে যায়। যদি কোন বস্তুতে জড়াইয়া থাকে, সে বন্ধন লোল করিয়া আস্তে ২ ছাড়াইয়া লয়। যদি গেরো পড়িয়া থাকে, তাহা বিবেচনাপূর্ব্বক দেখিয়া খুলিয়া ফেলে। বনমানুষের হাতে আঙুল আছে, কুকুরের সেরূপ নাই, এজন্য বনমানুষের সুবিধা আছে বটে কিন্তু বানরেরও ততদূর বুদ্ধির দৌড় দেখা যায় না। কুকুর ও বানর এ অবস্থায় কোন উপস্থিত বুদ্ধির চিহ্ন দেখাইতে পারে না।

ডাক্তার টাইসন একটী অল্পবয়স্ক বনমানুষের বিষয় সবিশেষ বর্ণনা

করিয়াছেন। এক শত বৎসর [illegible], এইটীকে লণ্ডন নগরে প্রদর্শনার্থ আনয়ন করা হয়। সে অ[illegible] ও ধীর এবং অনেক কার্য্যে প্রখর মেধার পরিচয় দিয়াছিল। [illegible] তাহার সহিত এক জাহাজে আসিয়া- ছিল, সে তাহাদিগকে স[illegible] আলিঙ্গন করিত। জাহাজে কয়েকটী বানর ছিল, কিন্তু সে ম[illegible] তাহাদিগের সঙ্গে মিশিত না, মনুষ্যের কাছে থাকিতেই ভাল [illegible] সে কখন ২ কাপড় পরিত এবং অবশেষে বিবস্ত্র থাকিতে চাহিত [illegible] সে পোসাকের কিছু ২ আপনার হাতে পরিত, অবশিষ্ট পরাইয়া দিবার জন্য জাহাজের কোন লোকের সাহায্য চাহিত। সে বিছানায় শয়ন করিত; বালিসের উপর মাথা দিয়া ঘুমাইত এবং মানুষের মত শীত হইলে লেপ টানিয়াও গায় দিত।

প্রাণিবিদ্যাবিদ্ বফুন স্বয়ং একটী বনমানুষ দেখিয়া এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেনঃ—তাহার চেহারা বিষণ্ণ, তাহার চলন নিয়মিত, আচরণ গম্ভীর, প্রকৃতি শান্ত এবং অন্যান্য বানর জাতি হইতে বিভিন্ন। সামান্য বানরেরা হানিকর, ভয়ে বাধ্য হইয়া থাকে এবং প্রহার করিয়া তাহাদিগকে বশীভূত করিতে হয়, কিন্তু সে বনমানুষটীর প্রতি তাকাইলেই সে শাসিত হইত। যে মানুষ তাহাকে দেখিতে আসিত, সে তাহার হস্ত ধারণ করিত, এবং অপর একজন মনুষ্যের মত সঙ্গে ২ বেড়াইত। আমি দেখিয়াছি সে টেবলে আহার করিতে বসিত; সে সময়ে টোয়ালে খানি খুলিয়া মুখ পুঁছিত, চামচ বা কাঁটা দিয়া আহার মুখে তুলিত এবং বোতল হইতে গ্লাসে মদ ঢালিয়া পান করিত। চা খাইতে ডাকিলে সে একখানি রেকাব ও একটী বাটী লইয়া আসিত, টেবলের উপর তাহা রাখিত, চিনি দিত, চা ঢালিত এবং কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া তাহা শীতল হইলে পান করিত। সে প্রভুর আজ্ঞানুসারে এই সকল কার্য্য করিত, কখন কখন আপন ইচ্ছা অনুসারেও করিত, আমি দেখিয়াছি।

ডাক্তার এবেল একটী বনমানুষ ইংলণ্ডে লইয়া যান, তাহাকে এক পিঁজরায় বদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল। কিন্তু সে রেল ভাঙ্গিয়া বাহির হয়। তাহাকে শৃঙ্খলবদ্ধ করিয়া বাঁধিয়া রাখা হয়, সে কৌশলে শৃঙ্খলটীর বাঁধন খুলিয়া ফেলে এবং টানিয়া লইয়া বেড়ান কষ্টকর বিবেচনায় তাহা জড়াইয়া স্কন্ধে

RARE BOOK
Imp 3859 dt-24/8/09

করিয়া লইয়া বেড়ায়। তাহার রক্ষকগণ বাধ্য হইয়া তাহাকে শৃঙ্খলমুক্ত করিলে সে জাহাজের মাস্তুল হইতে নীচে, ও এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত এত দ্রুতবেগে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিল, যে জাহাজী মাল্লাগণ কখন সেরূপ করিতে পারে না। সে স্বভাবতঃ ধীর, কিন্তু মাল্লাগণ অত্যন্ত বিরক্ত করিলে দাঁত খিচাইত এবং কাছে যাহাকে পাইত, কামড়াইত। এক সময় সে একটী কমলা লেবু চায়, কিন্তু বার বার দিতে অস্বীকার করাতে ভয়ঙ্কর চিৎকার করে, দড়ীর উপর দৌড়াদৌড়ি করিতে থাকে। আবার আসিয়া সেই লেবু চাহিল, কিন্তু না পাইয়া শুইয়া পড়িল এবং রেঁইওয়ালা ছেলের মত জাহাজের মেজেতে গড়াগড়ি দিতে লাগিল। তাহার পর হঠাৎ উঠিয়া লাফ দিয়া জাহাজের পশ্চাদ্ভাগে গেল এবং অদৃশ্য হইল। সকলে মনে করিল সে অভিমানে জলে ডুবিয়াছে, কিন্তু খুঁজিতে ২ শিকলের নীচে লুকাইয়া আছে ধরা পড়িল। কিছু দিন মনুষ্য সহবাসে থাকিয়া বনমানুষটীর ধাতু ফিরিতে লাগিল। জল অপেক্ষা চা ও কাফি তাহার প্রিয় হইল। সে সুরাপানও করিতে লাগিল এবং সুরাতে এরূপ আসক্ত হইল, যে কাপ্তেনের ব্রাণ্ডির বোতল চুরি করিয়া খাইতে আরম্ভ করিল। ইংলণ্ডে ১৮ মাস থাকিয়া ইহার মৃত্যু হয়।

লণ্ডনের 'জুওলজিকাল সোসাইটী' নামক চিত্র শালিকায় একটী বনমানুষী আনীত হয়। একজন কৌতুকপ্রিয় দর্শক তাহার বিষয়ে এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন। রিজেণ্ট উদ্যানে যে অতিথিটী আসিয়াছেন, তিনি নারীজাতীয়, অতি সুকুমারী। তিনি জিরেফি গৃহে দর্শকদিগের সহিত দেখা করেন, অতি প্রিয়দর্শন, কিন্তু তাহার মত অল্প বয়সে তাহার মত গম্ভীরতা ও বিজ্ঞ ধরণ সচরাচর দৃষ্ট হয় না। আমরা প্রথমে যখন তাহাকে দেখিলাম, দেখিলাম একটী ভদ্রলোক তাহার মাথা চাপড়াইয়া ও দাড়ী ধরিয়া আদর করিতেছে। এরূপ আত্মীয়তায় যুবতী সন্তুষ্ট হইতেছিলেন। কিন্তু একটী সূত্রধর পশ্চাৎ ফিরিয়া কাজ করিতেছিল, তিনি দেখিয়াই তৎক্ষণাৎ তাহার সহিত ভাব করিতে গেলেন, ভদ্রলোকটী তাহাকে ফিরাইলেন। জেনী ইহাতে একটু দুঃখিত হইয়া আপনার শয়ন চৌকিতে গিয়া উঠিলেন, কম্বল পাট করিয়া রাখিলেন, এক তাড়া খড় লইয়া বালিস তৈয়ার করিলেন

এবং মাথায় দিয়া শুইয়া পড়িলেন—তাঁহার দৃষ্টি সেই সূত্রধরের প্রতি স্থির রহিল। তিনি একটী উত্তম ফ্লানেলের ঘাঘরা পরিয়াছিলেন।

হরণ নামক মান্দ্রাজের একজন গবর্ণর হেনরী জর্জ নামক এক ব্যক্তিকে দুইটী বনমানুষ দিয়াছিলেন—একটী স্ত্রী ও অপরটী পুরুষ। ইহাদিগকে ঐ ব্যক্তি বিলাতে লইয়া যান। কিছু দিন পরে বনমানুষী রোগে প্রাণ ত্যাগ করে। বনমানুষ স্ত্রী বিয়োগ শোকে অত্যন্ত কাতর হইয়া দুই দিন কিছুমাত্র আহার করিল না এবং এইরূপে আত্মহত্যা করিল। ইহাদিগের মধ্যে দাম্পত্য প্রেম অতি অদ্ভুত।

আসামীদিগের বিবাহ পদ্ধতি।

আসামীয় ব্রাহ্মণজাতির মধ্যে বাল্য বিবাহ প্রচলিত আছে। সচরাচর ৯।১০ বৎসর বয়ঃক্রম কালে কন্যার বিবাহ হইয়া থাকে। কিন্তু বিবাহ হইলেও কন্যা বয়ঃপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত তাহার পিত্রালয়ে বাস করে, স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে পারে না। যৌবনের আরম্ভ হইতেই স্বামীর গৃহবাসিনী হয়। আসামীয় জাতির মধ্যে বহুবিবাহ বিরল, পণগ্রহণ রীতি নাই, বল্লালী প্রথা নাই। এক শ্রেণীর কায়স্থ ব্যতীত অন্য জাতির পরিণয় বন্ধনের অভাব। এক এক যুবতী স্বেচ্ছা ক্রমে এক এক জন পুরুষকে আশ্রয় করে, যথা রীতি উদ্বাহ বন্ধনে সম্বদ্ধ হয় না। তাহার গর্ভে যেসকল সন্তান হয়, তাহারা জারজ বলিয়া সমাজে ঘৃণিত হয় না। লোকে থাড়ু মণ (হস্ত ও কাষ্ঠভূষণ বিশেষ) দান করিয়া স্ত্রী গ্রহণ করিয়া থাকে। অস্থি শুদ্ধির জন্য জীবনে একবার বিবাহ চাই, তাহাদিগের মতে অবিবাহিত অবস্থায় মৃত্যু হওয়া পাপ। এই কারণে অনেক আসামীয় নারী বহু সন্ততির জননী হইয়াও বৃদ্ধাবস্থায় রীতিপূর্ব্বক পরিণীতা হইয়া থাকে। তাহার আশ্রয়দাতা পুরুষের পূর্ব্বে মৃত্যু হইলে কোন পুষ্পতরু বা কদলী বৃক্ষের সঙ্গে উদ্বাহ শৃঙ্খলে বদ্ধ হয়। স্ত্রীলোকে যে সর্ব্বদা একই পুরুষকে আশ্রয় করিয়া থাকে, তাহা নয়। তবে পুরুষ ভার্য্যাভাবে স্বীকার করিয়া লইলে চিরকাল তাহার অনুগতা হইয়া থাকে। রাজবংশী জাতীয় ধনবান্ পুরুষ বিবাহ কালে যৌতুক স্বরূপ ২।৪ টী যুবতী দাসী লাভ করে, তাহারা

তাহার নিকৃষ্ট ভার্য্যা হয়। বাঙ্গালীদিগকে আসামীয়েরা আদর পূর্ব্বক কন্যা দান করে, কিন্তু বাঙ্গালি কন্যা তাহারা বিবাহ করে না, তাহা করিলে জাতিভ্রষ্ট হয়। অনেক বাঙ্গালি ও হিন্দুস্থানী আসামীয় স্ত্রী পরিগ্রহ করিয়া আসামীয় শ্রেণীভুক্ত হইয়া রহিয়াছে।

বর যখন বিবাহ করিতে যাত্রা করেন, বিবাহস্থল অধিক দূর না হইলে তাহার সঙ্গে একদল গায়িকা গমন করে। স্ত্রীলোকেরা সাধারণত মেখলা পরিধান করে, রিহা নামক উত্তরীয় বসনে বক্ষঃস্থল আবৃত করিয়া থাকে, অনেকে রিহার নীচে পিরাণ পরে। বহির্ভাগে গমন করিতে হইলে একখানা মোটা চাদরে মস্তক ও শরীর আচ্ছাদন করিয়া থাকে। এই বেশেই বরযাত্রিকা যুবতীগণ বরের পশ্চাতে গমন করেন। তৎপশ্চাতে অনেকগুলি লোক খোল করতাল বাজাইয়া নাম সঙ্কীর্ত্তন করিয়া চলে। সঙ্গে অনেক ঢুলিও থাকে, এদেশে যেমন ঢোলের শ্রী, তেমনি বাদ্যের শ্রী; ঢোলের সঙ্গে করতাল বাজে। এক প্রকার সানাই বাজিয়া থাকে, তাহার মধুর ধ্বনি শ্রবণ মাত্র শরীর শিহরিয়া উঠে, কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান না করিয়া থাকা যায় না। এই সকল গায়ক ও বাদ্যকরদিগকে টাকা পয়সা কিছুই দিতে হয় না। এক বেলা খাওয়াইতেও হয় না। তাহারা পান সুপারি মাত্র পাইয়া থাকে। এদেশে ব্যবসায়ী বাদ্যকর নাই। প্রায় সকলের ঘরেই খোল করতাল বা ঢোল আছে। নিমন্ত্রণ পাইলেই বিনা আপত্তিতে খোল বা ঢোল স্কন্ধে করিয়া চলিয়া আসে। তবে সম্ভ্রান্ত লোকেরা খোল ঢোল কাঁধে করেন না।

এই প্রকার গীত বাদ্য সহকারে বর চলিয়া যান। তিনি দোলারোহণে বা পদব্রজে গমন করেন। বরের ২।১ জন বন্ধুও বরের ন্যায় গীত বাদ্য সহকারে দোলারোহণে বিবাহস্থলে যাইয়া থাকেন। বর মহান্ত শ্রেণীর হইলে বিবাহবাটীর দূরে থাকিতেই এক দল বালক আসিয়া তাহাকে অর্ঘ্য দান করে। তিনি বালকদিগের প্রত্যেককে সিকি আধুলি পারিতোষিক দেন, আর কতদূর অগ্রসর হইলে পর এক দল যুবা, তৎপরে কন্যার বয়োবৃদ্ধ আত্মীয়গণ, সর্ব্বশেষে কন্যাকর্ত্তা আসিয়া বরের মুখ চুম্বন করিয়া তাঁহাকে অর্ঘ্য দান করেন, বরও তাঁহাদিগকে কিছু কিছু প্রণামী দেন।

সাধারণতঃ বর বিবাহ নিকেতনের দ্বারে উপস্থিত হইলেই একটী বাঁশ আড় করিয়া রাখিয়া তাঁহার প্রবেশের পথ বন্ধ করা হয়। তিনি কথঞ্চিৎ অর্থ দান করেন ও পথ মুক্ত করিয়া দেয়। বাটীতে বরের প্রবেশ হইলেই নানা ভঙ্গিতে নৃত্য করিয়া ঢুলী ও খুলীগণ গান বাদ্য আরম্ভ করে। এদিকে বরকে লইয়া কন্যাপক্ষীয় যুবতীগণ কদলী কুঞ্জে স্ত্রীআচার আরম্ভ করে। পান সুপারি ইত্যাদি দ্বারা বরণ করে। বর বরণডালার দীপ শিখা স্পর্শ করিয়া থাকেন। এই সময়ে কন্যাপক্ষীয় গায়িকাগণ গীত ছড়ার যোগে বরকে নিন্দা করে, বরের সঙ্গী গায়িকারা বরের পক্ষ সমর্থন করিয়া কন্যাকে নিন্দা করে। উভয় দলে তুমুল লড়াই হয়। কিয়ৎক্ষণ পরে বর বিবাহ সভায় আগমন করেন। বরের পরিচ্ছদ ধুতি, পিরাণ ও উত্তরীয় এবং টুপি। চেরির যোড় ও টোপরের ব্যবহার নাই। বিবাহস্থলে বর এবং কন্যার জন্য ২ টী শয্যা বিস্তৃত থাকে, শয্যার এক পার্শ্বে এক একটী বালিসও রাখা হয়। বর সেই শয্যাতেই উপবিষ্ট হন। কন্যাদাতা এক পার্শ্বে আসন পরিগ্রহ করেন। বরের সম্মুখে হোম-বেদী ও ঘট স্থাপিত থাকে। পুরোহিত মন্ত্র পড়েন, বর ঘটের উপরি ফুল ছড়াইয়া দেন। বরকে প্রায় কোন মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হয় না। অনেকক্ষণ ব্যাপিয়া এইরূপ মন্ত্র পাঠ ও পুষ্পবৃষ্টি করিতে হয়। পরে আড়ম্বরের সহিত হোম আরম্ভ হইয়া থাকে হোম প্রায় শেষ হইয়া আসিলে এক ব্যক্তি কন্যাকে ক্রোড়ে করিয়া লইয়া আইসে। কন্যার আগমনের সময়ে বর অবগুণ্ঠনাবৃত হইয়া দণ্ডায়মান হন। ক্রোড়স্থ থাকিয়াই কন্যা কয়েক পাক ঘুরিয়া বরের বামে শয্যাতে উপবিষ্ট হন। তখন বর অবগুণ্ঠনমুক্ত হইয়া শয্যোপরি উপবেশন করেন। এই সময়ে কন্যাদাতা কন্যা দান করেন। কন্যার পশ্চাদ্ভাগে কয়েকটী স্ত্রীলোক বসিয়া গান করিতে থাকে। কন্যা দান ও হোম শেষ হইয়া গেলে বরের পদের সঙ্গে কন্যার পদ, কোমরের সঙ্গে কোমর, হস্তের সঙ্গে হস্ত বস্ত্র দ্বারা বন্ধন করা হয়। বর কন্যার মস্তকে খৈ বর্ষিত হয়। ইহা হইলেই বিবাহ শেষ হইয়া যায়। পরে বাসি বিবাহ আছে। তাহাতে বর কন্যার ক্রোড়ে, কন্যা বরের ক্রোড়ে বসেন।

বিবাহেতে আসল ব্যাপার ভোজন নাই। আসামে ভোজনকাণ্ড হইতেও

পাবে না। কেহ কাহার হস্তান্ন গ্রহণ করে না। এস্থানে এক আশ্চর্য্য জাতিভেদ। পিতা পুত্রের হস্তে, স্বামী স্ত্রীর হস্তে পর্য্যন্ত খায় না। বর যাত্রিগণ আপন ২ খাবার গাঁঠে বাঁধিয়া আনে অথবা কন্যাকর্ত্তা ডাল চাল দান করিলে নিজেরা পৃথক্ ২ জনে রন্ধন করিয়া খায়। বিবাহে ব্যয়ের মধ্যে পান সুপারি ও পানের মশলা লবঙ্গ মাত্র। বরযাত্রিগণ সেই রাত্রিতেই স্ব ২ আলয়ে চলিয়া যান। কেবল গায়িকারা সমুদায় রাত্রি ছড়া টপ্পার লড়াই করে।

লোহিত সাগর ও তত্রত্য আলোক।

আফ্রিকা খণ্ড ও আরব দেশের মধ্যে যে দীর্ঘাকৃতি সাগরটী আছে, তাহার নাম লোহিত সাগর। ইহা বাবেলমাণ্ডেব প্রণালী দ্বারা ভারত মহাসাগরের এবং নূতন খনিত সুয়েজ প্রণালী দ্বারা ভূমধ্যস্থ সাগরের সহিত সংমিলিত। এই সাগর সম্বন্ধে ইহুদীদিগের একটী আশ্চর্য্য পৌরাণিক উপাখ্যান আছে। এক সময় ইহুদীরা মিশরদেশে বাস করিত, পরে ঈশ্বরের আদেশে তথা হইতে কান্নানে যাইতে উদ্যুক্ত হয়। মোজেস তাহাদিগের নেতা হন। কিন্তু মিশরের রাজা ফেরো তাহাদিগের পলায়নের পথ রুদ্ধ করিবার নিমিত্ত সসৈন্যে পশ্চাৎ ২ ধাবমান হন। ইহুদীরা লোহিত সাগরের তীরবর্ত্তী হইবামাত্র, জল শুকাইয়া মাঝে দিব্য পথ হইল। ইহুদীরা সকলে চলিয়া গেল। পরে ফেরোর সৈন্যগণ তাহাদের পশ্চাৎ ২ যেমন যাইবে, সাগর উথলিয়া সকল সৈন্যকে গ্রাস করিল। এটী হনুমানের সূর্য্য বগলে রাখার ন্যায় একটী গল্প কথা; কিন্তু অদ্যাপি ইহুদী ও খৃষ্টীয়গণ ইহার উদ্দেশে একটী বিশেষ ব্রত পালন করিয়া থাকে।

সাগরের নাম 'লোহিত' হইবার কারণ কি? পাঠিকাগণ অবশ্য জানিতে চান। ইহা অসংখ্য প্রবাল কীটে পরিপূর্ণ। তাহাদিগেরই রক্তিম বর্ণে সাগর লাল দেখায়। লোহিত সাগরে কেবল লালবর্ণ দেখা যায় তাহা নহে, মধ্যে ২ বহুদূর বিস্তৃত হরিৎবর্ণ সমুদ্র শ্বল্ল, সুবর্ণরঞ্জিত বালুকারাশি, সুন্দর শম্বুক এবং ক্রীড়াশীল মৎস্যদল দেখিয়া নয়ন মোহিত হয়। কিন্তু এই

সাগরের আর একটী আশ্চর্য্য দৃশ্য যার পর নাই আনন্দকর। অন্ধকার রাত্রে ইহার জল আলোক রাশির ন্যায় জ্বলিতে থাকে। রাত্রে অন্যত্র সমুদ্রোপরি জাহাজ চলিলে তাহার চারি পাশের জল চক্ চক্ করে বটে, এবং সমুদ্র তরঙ্গের উপর জ্যোৎস্না পড়িলে রূপার বা সোণার চাদরের মত দেখায় বটে, কিন্তু তাহা জলের গতির জন্য। লোহিত সাগরের জল স্থির অবস্থাতেও এত উজ্জ্বল যে সচরাচর আর কোথাও সমুদ্রজল সেরূপ নহে। এই জলে এক গাছি দড়ী ডুবাইয়া যদি তোলা যায়, এক ছড়া হীরক গ্রথিত হারের ন্যায় শোভা পাইতে থাকে। এই হারের হীরক এরূপ সজীব, উজ্জ্বল ও গতিশীল, যে তাহার নিকট সামান্য হীরকের সৌন্দর্য্য হারি মানিয়া যায়। সমুদ্র জলের এরূপ উজ্জ্বলতার কারণ কি? ইহার বিষয়ে অনেক লোকে অনেক প্রকার অনুমান করেন। ভ্রমণকারীগণ কিন্তু বারংবার পরীক্ষাতে দেখিয়াছেন, এই উজ্জ্বলতা মৎস্যের ডিম পাড়িবার সময় অর্থাৎ পৌষ হইতে ফাল্গুন পর্য্যন্ত দেখা যায়। ইহা দ্বারা এক প্রকার স্থির হইতেছে যে মৎস্যের ডিমই এইরূপ আলোকময় দেখায়। এই জলে এক প্রকার কীটাণুও অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে বাস করে; তাহা হইতেও ফস্‌ফোরস বাষ্প নির্গত হওয়া সম্ভব।

রাঢ় দেশীয় দস্যু কন্যা।

বর্দ্ধমান অঞ্চলের কতক স্থানকে রাঢ়দেশ বলে। ২০। ২৫ বৎসর পূর্ব্বে এই স্থান যেরূপ ভয়ানক ছিল, তাহা স্মরণ করিলে এখনও শরীর রোমাঞ্চিত ও হৃদয় কম্পিত হইতে থাকে। এই অঞ্চলে ৮ ক্রোশী ১০ ক্রোশী এক একটী মাঠ, যাইবার রাস্তা নাই, মাঠের মধ্যে উচ্চ পাড় বিশিষ্ট এক একটী পুষ্করিণী এবং তাহার তীরে দুই একটী বৃক্ষ। এই মাঠ পথে যাইতে পথিকদের অত্যন্ত কষ্ট হয় বিবেচনা করিয়াই দয়াশীল ধনী মনুষ্যগণ ঐ সকল পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা ও বৃক্ষ স্থাপন করিয়া থাকিবেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ঐ সকলই নর রাক্ষসদিগের নৃশংসতা সাধনের অনুকূল স্থান হইয়াছিল। ২।৪ জন দস্যু এইরূপ স্থানে শিকারের অপেক্ষায় থাকিত, কোন পথিক দুর্গম পথভ্রমণে শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া যে সময় বৃক্ষতলে একটু বিশ্রাম করিতে বসিত বা সরোবরে জল পান করিতে যাইত, দুর্বৃত্ত পাষণ্ডেরা

সেই সময় লাঠির আঘাতে নির্দ্দোষ লোকদিগের প্রাণবধ করিত। তাহারা অর্থলোভে এইরূপ জঘন্য আচরণে প্রবৃত্ত হইত সন্দেহ নাই। কিন্তু পথিক আপনার সর্ব্বস্ব দিতে প্রস্তুত হইলেও তাহারা তাহার প্রাণরক্ষা করিত না। পাছে তাহাদিগের দুর্ব্ব্যবসায় গবর্ণমেণ্টের কর্ণগোচর হয়, এই ভয়েই তাহারা হতভাগ্যকে প্রাণে বধ করিয়া নিশ্চিন্ত হইত। অনেক সময় তাহারা একটী নর হত্যা করিয়া হয়ত কেবল একখানি ছিন্ন বস্ত্র পাইয়াছে! এই কৃতান্তের সহোদরদিগের করাল হস্তে কত সহস্র সহস্র ব্যক্তি যে অকস্মাৎ অবঘাত মৃত্যুগ্রস্ত হইয়াছে, তাহা গণনা করা যায় না। এই দুরাত্মারা মাঠের ধারে গৃহনির্ম্মাণ করিয়াও থাকিত, সন্ধ্যাগমে কোন পথিক অধিক দূর অগ্রসর হইতে না পারিয়া এই গৃহে অতিথি হইত। তাহারা আদর পূর্ব্বক অতিথি সেবা করিত, শেষে তাহাকে হত্যা করিয়া তাহার সর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করিত।

রাঢ়দেশীয় লোকদিগের সহিত বঙ্গদেশের অন্যান্য স্থানের লোকেরা বিবাহাদি সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া থাকে। কিন্তু রাঢ়দেশে যাহারা ভদ্রলোক বলিয়া খ্যাত, তাহাদিগেরও দস্যুর ব্যবসায় ছিল। তাহাদিগের দেশে যখন কোন বিদেশী ব্যক্তি বিবাহ বা কুটুম্বিতা করিতে আসিত, তাহারা নিজে সঙ্গে থাকিয়া তাহাদিগকে রক্ষা করিত, নতুবা বিদেশীয়েরা আপনারা আসিলে প্রায় নিশ্চয়ই প্রাণ হারাইত। এরূপ শুনা যায় যে অধিক টাকার লোভ বা দস্যু ব্যবসায় প্রকাশের ভয় উপস্থিত হইলে এই ভদ্রলোকেরা আপনাদিগের আত্মীয় কুটুম্বগণকেও হত্যা করিতে ছাড়িত না। এই প্রদেশে 'জামাই মারী' নামে একটী স্থান আছে, তথায় এক সময় যে ঘটনা হয়, তাহা আমরা এস্থলে বর্ণন করিতেছি।

এক ব্রাহ্মণ বিদেশে চাকরী করিয়া নৌকাযোগে গৃহাভিমুখে যাইতেছিল। পথে শ্বশুর বাড়ী নিকট বলিয়া একবার তথায় দেখা সাক্ষাৎ করিয়া যাইবার ইচ্ছা করিল। নৌকা ঘাটে লাগাইয়া ব্রাহ্মণ শ্বশুর বাটীতে আসিল। শ্বশুর বাটীতে তখন পুরুষেরা ছিল না, স্ত্রীলোকেরা জামাইকে সমাদর করিয়া বসাইল। ক্ষণেক পরেই তাহার শ্বশুর ও সম্বন্ধীগণ বাটীতে আসিয়া উপস্থিত। ব্রাহ্মণ নৌকা হইতে উঠিবার পরক্ষণেই ইহারা নৌকাখানি

আক্রমণ করে, দাঁড়ী মাজিদিগকে ও এক ভৃত্যকে ঠেঙ্গাইয়া মারে এবং নৌকার সকল জিনিষ পত্র লুঠিয়া লইয়া আইসে। তাহারা বাটীতে 'জামাই' আসিয়াছে শুনিয়া আনন্দ প্রকাশ করিল। লুণ্ঠিত দ্রব্যের মধ্যে একখানি ভাল গালিচা ছিল, তাহাই পাতিয়া তাঁহাকে বসাইল, একটী নূতন রূপার হুঁকা ছিল তাহাতে তমাক সাজিয়া তাহাকে খাইতে দিল। জামাই আপনার জিনিষ সকল দেখিয়া অবাক্। পরে নৌকায় তাহার ভৃত্যের অন্বেষণ করিতে পাঠাইয়া শুনিল, নৌকা মারা গিয়াছে এবং ভৃত্যও জীবিত নাই। তখন ব্রাহ্মণ নিস্তব্ধ হইল ও ভয়ে কাঁপিতে লাগিল—বুঝিতে পারিল তাহার শ্বশুর ও সম্বন্ধীদিগেরই এই কাজ। তাহারাও জামাইয়ের সর্ব্বনাশ করিয়াছে বুঝিয়াছে, কিন্তু এখন জামাইকে মারিয়া আপনাদিগের সকল পাপ গোপন করিয়া ফেলিবে, পরামর্শ স্থির করিল। সম্বন্ধীরা তাহাদিগের ভগিনীর নিকট গিয়া সকল কথা প্রকাশ করিয়া বলিল এবং তাহার স্বামীকে না মারিলে তাহাদিগের বাঁচিবার উপায় নাই বুঝাইবার চেষ্টা করিল। স্ত্রীলোকটী বুদ্ধিমতী, তাহাদিগের কথায় উচ্চবাক্য না করিয়া বলিল "আপনার যাহা ভাল বলিয়া স্থির করিয়াছেন, তাহাই হইবে। তবে বহুদিনের পর স্বামী আসিয়াছেন, আমি তাঁহার সহিত দুই চারিটী কথা কহিয়া লইব। আমার কথা শেষ হইয়া গেলেই আপনাদিগকে ডাকিয়া দিব।" তাহারা বিশ্বস্ত হইয়া জামাইকে আহারাদি করাইতে গেল এবং লোকজন দিয়া পথ ঘাট বন্দ করিয়া রাখিল। স্বামী গৃহে আসিবা মাত্রই দস্যু কন্যা দ্বার রুদ্ধ করিল। কিন্তু সে তাঁহাকে আর কি কথা বলিবে? তাহার পিতা ও ভ্রাতাদিগের পরামর্শ তাঁহাকে জানাইল এবং তৎক্ষণাৎ প্রাণ রক্ষার উপায় করিতে বলিল। ব্রাহ্মণ বলিল কি করিব, পলাইবার কি পথ আছে? স্ত্রী বলিল, যে পুরীর মধ্যে আসিয়াছ, পলাইয়া বাহির হইয়া যাইবার উপায় নাই। তবে একটী কার্য্য যদি করিতে পার, বাঁচিলে বাঁচিতে পার। ব্রাহ্মণ ভয়ে কাষ্ঠবৎ, শুষ্ক কণ্ঠে বলিল, কি উপায়? স্ত্রীলোক বলিল এই ঘটী লও এবং বহির্দ্দেশ যাইবার ছলে এই খিড়কী দিয়া বাহির হও। এদিকে বেঁতের আকাট জঙ্গল আছে, তাহা পার হইয়া অমুক দিকে অনেকটা দূরে এক বৃহৎ খাজুর গাছ আছে, তাহা মাথাইয়া যদি রাত্রিটা কাটাইতে পার, দিন হইলে তোমার আর ভয়

নাই। কিন্তু ঘটীটা জঙ্গলের ধারেই ফেলিয়া যাইও, নতুবা আমি তোমার কোন উপকার করিতে পারিব না।" ব্রাহ্মণ কি করিবে? প্রাণের দায়। আর ক্ষণকাল বিলম্ব না করিয়া ঘটী হাতে বাহির হইল এবং ঘটী জঙ্গলের ধারে ফেলিয়া জঙ্গলে প্রবেশ করিল। বেঁতের কাঁটায় সর্ব্বাঙ্গ ছড়িয়া রক্তপাত হইতে লাগিল, ব্রাহ্মণের হুঁস নাই, জঙ্গল পার হইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া নির্দ্দিষ্ট খাজুরগাছ দেখিতে পাইল এবং তাহার মাথায় উঠিয়া কাপড়ের সহিত গাছের ডগা বাঁধিয়া রহিল। এ দিকে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া তাহার সম্বন্ধীগণ ভগিনীর ঘরের কবাট খুলিবার সঙ্কেত করিল। ভগিনী বলিল, আর একটু পরে। তাহার পূর্ব্বে সে স্বামীকে বাহির করিয়া দিয়াছে। দস্যুগণ অল্পক্ষণ পরে আসিয়া দ্বার খুলিতে বলিল। স্ত্রীলোকটী বলিল, স্বামী বহির্দ্দেশে গিয়াছেন, এখনি আসিবেন। তাহারা একটু বিলম্ব করিল, পরে দেখিল ব্রাহ্মণ ফিরিয়া আসে না। তখন সে পলাইয়া বাঁচিবার চেষ্টা করিয়াছে সন্দেহ করিল। কিন্তু পলাইতে পারিবে না, নিশ্চয় জানিয়া তাহারা কতকগুলি মশাল জ্বালিল এবং পাড়ার আর সকল দস্যুকে ডাকিয়া চারিদিক্ খুঁজিতে আরম্ভ করিল। স্ত্রীলোকটীও সেই সঙ্গে খুঁজিতে বাহির হইল। সকলে খিড়কীর দিকে আসিয়া দেখিল, ঘটীটী পড়িয়া রহিয়াছে। তখন সে বেঁত বনে নিশ্চয় আছে অনুমান করিয়া বন ঠেঙ্গাইয়া ঠেঙ্গাইয়া অন্বেষণ করিতে লাগিল। অন্যান্য লোকে বাটীর চারিদিক্ ও মাঠ পর্য্যন্ত তন্ন তন্ন করিয়া খুজিয়া আসিল। কিন্তু কেহ কোথাও পলায়িত ব্যক্তির অন্বেষণ পাইল না। স্ত্রীলোকটী গোলমালের মধ্যে সরিয়া ২।৩ ক্রোশ পথ দূরে এক পুলিস থানা ছিল, ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া তথায় গিয়া উপস্থিত হইল এবং ক্রন্দন করিতে করিতে সবিস্তার বিবরণ তাহাদিগকে বলিয়া স্বামীর প্রাণরক্ষার প্রার্থনা করিল। তাহারা জিজ্ঞাসা করিল "তোমার স্বামী এখন কোথায়?" সে বলিল, আমি তাহাকে এইরূপে পলাইয়া একটী গাছের উপর থাকিতে বলিয়াছি, কিন্তু তিনি আছেন কি নাই তা জানি না। রাত্রি প্রভাত হইবা মাত্র পুলিস নিকটবর্ত্তী অন্যান্য স্থানের দলবল জড় করিয়া এবং স্ত্রীলোকটীকে সঙ্গে লইয়া দস্যুদিগের বাটী গিয়া ঘেরিল এবং তাহাদিগকে বন্ধন করিয়া ফেলিল।

পরে পুলিসের লোকেরা বেঁতবন অন্বেষণ করিতে করিতে কেবল মড়ার মাথা দেখিতে পাইল। সেখানে ব্রাহ্মণের কোন অনুসন্ধান না পাইয়া মাঠ-পারে নির্দ্দিষ্ট বৃক্ষের নিকটে গেল, কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইল না। সেটী অতি বৃহৎ বৃক্ষ। এক ব্যক্তি তাহার মাথা পর্য্যন্ত উঠিয়া দেখিল, "রক্তাক্ত ও ক্ষতবিক্ষত শরীর এক ব্যক্তি মড়ার মত গাছে বাঁধা রহিয়াছে। বন্ধন খুলিয়া তাহাকে নামাইল, তাহার চেতনা নাই; সকলে মনে করিল, মারা গিয়াছে। অনেক সেবা শুশ্রূষার পর ব্রাহ্মণের চৈতন্য হইল। পুলিস সস্ত্রীক ব্রাহ্মণকে তাহার দেশে পাঠাইল এবং দস্যুদিগকে চালান করিয়া দিল। বিচারে দস্যুগণ দ্বীপান্তরিত ও দীর্ঘকাল কারাদণ্ড প্রাপ্ত হইল। সেই অবধি সে স্থান শাসিত হইয়া গেল। এখন যদিও রাঢ়দেশে আর এ প্রকার উপদ্রব নাই, কিন্তু পতির প্রাণরক্ষার্থ এই দস্যু কন্যা যেরূপ আশ্চর্য্য বুদ্ধি কৌশল প্রকাশ করিয়াছে, তাহার গল্প প্রসিদ্ধ রহিয়াছে।

দস্যু কন্যা পতির প্রাণরক্ষার্থ আপনার পিতৃকুলের সর্ব্বনাশ করিয়া ভাল করিয়াছেন কি না, এই প্রশ্ন পাঠিকাগণের মনে উদয় হইতে পারে। আমরা বলি তিনি সর্ব্বাংশেই ভাল করিয়াছেন। জগতের মঙ্গলের জন্য দুরাত্মা আত্মীয়গণকে যদি ন্যায় দণ্ডে দণ্ডিত করা যায়, তাহাতে পুণ্য বই পাপ নাই। আর আত্মীয়গণ সেই পাপবৃত্তি দ্বারা নরকে ডুবিতে ছিল, তাহা হইতে তাহাদিগকে নিবৃত্ত করিয়া স্ত্রীলোকটী তাহাদিগেরও প্রকৃত বন্ধুর কার্য্য করিয়াছেন। দস্যু গৃহে যে এরূপ সাধ্বী ও সৎপ্রকৃতি রমণী জন্মগ্রহণ করিতে পারেন, ইহাই পরম আনন্দের বিষয় ও স্ত্রীজাতির গৌরবের স্থল।

নূতন সংবাদ।

১। বরদার মহারাজা মহ্লার রাও গুইকুমার সিংহাসনচ্যুত ও স পরিবারে মান্দ্রাজে রাজ কয়েদীরূপে আবদ্ধ হইয়াছেন। বিচারে তাঁহার দোষ সপ্রমাণ না হইলেও তিনি কুচরিত্র, শাসন কার্য্যে অক্ষম এবং রাজ্যের উন্নতি সাধনে বিমুখ বলিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট দণ্ডিত হইলেন। এই কার্য্য দ্বারা আমাদিগের প্রিয় গবর্ণর জেনারল লর্ড নর্থব্রুকের অত্যন্ত অপযশ হইয়াছে দেখিয়া আমরা দুঃখিত হইয়াছি। মহ্লার

রাওর মৃত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা খন্দি রাওর যমুনা বাই নাম্নী এক পত্নী ছিলেন, গবর্ণমেণ্ট তাঁহা দ্বারা একটী পোষ্য পুত্র মনোনীত করিয়া রাজ্য শাসন করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

২। বারিষ্টার বাবু উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী বিলাত ভ্রমণে গিয়াছিলেন, তথায় গিয়া খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন। ইহাঁর স্বামী এখনও খৃষ্টান হন নাই।

৩। মহারাণী স্বর্ণময়ী কৃষ্ণনগর কলেজে বিএ শ্রেণী স্থাপনার্থ ৭০০০ টাকা দান করিয়াছেন। ইহাঁর সৎকার্য্যের দানকে ধন্যবাদ।

৪। হিন্দু পেট্রিয়ট লিখিয়াছেন কলিকাতা ও ইহার উপনগরে ৬৮৪৫ টী বেশ্যা বাস করে। নিজ কলিকাতায় বেশ্যা সংখ্যা ৫৪০৫, তন্মধ্যে হিন্দু ৫৬৩৮, মুসলমান ১০৭৪, ফিরিঙ্গি ৫৩, ইংরাজ ৯ এবং অন্যান্য ইউরোপীয় ৭১ জন। এই হতভাগ্যা পতিতা রমণীদিগের দ্বারা অশেষ পাপ কার্য্য অনুষ্ঠিত হইতেছে। ইহাদিগের উদ্ধারার্থ সদাশয় ব্যক্তিগণ কি কোন প্রকার চেষ্টা করিতে পারেন না?

৫। জাপানের রাজ্ঞী যুবতী স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাশিক্ষার্থ ৫০০০ ডলার মুদ্রা প্রদান করিয়াছেন।

৬। মোরাদাবাদে পঞ্চদশবর্ষীয়া একটী বালিকা অলঙ্কার লোভে একটী বালককে বধ করিয়াছিল, এজন্য তাহাকে ফাঁসী দেওয়া হইয়াছে। এরূপ অল্প বয়স্ক অপরাধীদিগকে ফাঁসী না দিয়া দ্বীপান্তরে প্রেরণ ও সংশোধন চেষ্টা করিলে ভাল হয়।

৭। দেশীয় সম্ভ্রান্ত স্ত্রীলোকগণ যাহাতে মেডিকাল কলেজে অধ্যয়ন করিতে পারেন, তজ্জন্য এলাহাবাদের বাবু নীলকমল মিত্র লেপ্টনণ্ট গবর্ণরকে অনুরোধ করেন। আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে মনোযোগ অর্পণ করিয়াছেন।

বামাগণের রচনা।

নব বর্ষ।

গত হল আজ বর্ষ পুরাতন
আর কি আসিবে থাকিতে জীবন
শত স্বর্ণ দানে, কে ফিরায়ে আনে,
যে বৎসর গত হয়েছে?
জীবনের এক বর্ষ চলিগেল!
নিকটে শমন আসিছে।

সহাস্য বদনে বিদায় প্রদানে
ইচ্ছাকেন জানি নাহি হয় মনে
নূতনের সনে, প্রেম আলিঙ্গনে
কত ভয় মনে হয় রে;
নাহি জানি এর স্বভাব কেমন?
কোন্ জনে নিয়ে যায়রে।

কিন্তু আছে মনে এ দৃঢ় বিশ্বাস
নব বর্ষ যিনি করেন প্রকাশ
তিনি দয়াময়, মঙ্গল-আলয়
নবসুখ দিতে সন্তানে:
বর্ষ পুরাতন করিয়ে হরণ
পাঠালেন আজ নূতনে।

অবিচার তাঁর [illegible] কভু নাই
মঙ্গলের জন্যে যাহা হয় তাই
ভয়ের বিষয়, তাই কিছু নয়

যাও গতবর্ষ চলিয়ে ;
বল বঙ্গবালা-দুঃখের বিষয়
পিতার নিকট যাইয়ে।

ওহে গত বর্ষ! যিনি অনুক্ষণ
করেছো তোমা কার্য্যেতে ক্ষেপণ
তার মনে আজ, নাহি কিছু লাজ,
তোমাকে বিদায় করিতে ;
আমি অভাগিনী পীড়িতা হইয়ে
অর্দ্ধ বর্ষ আছি শয্যাতে।

ওহে বর্ষরাজ! নীরোগ থাকিলে
কখনও দিন যেত না বিফলে
করি প্রাণপণ, লভি বিদ্যা ধন,
আজ সুপ্রসন্ন বদনে
তোমাকে বিদায় করিতাম আমি
আলিঙ্গিয়া সুখে নূতনে।

কি হইবে আর সে কথা বলিলে
গেছে দিন আর পাব না ভাবিলে
ঐকান্তিক মনে, পিতার চরণে
করি আজি এই কামনা,
রোগের শয্যায় গত বর্ষ প্রায়
এ বৎসর যেন যায় না।

নব সাজে সেজে নবীন ভূপতি
আসিয়াছ, শুন বালার মিনতি,
দুঃখিনী ভারতে, ব্যথা দিয়ে চিতে,
সুত রত্ন তাঁর হয় না ;
যে সকলে নিয়ে ভারতের আশা
সে আশা প্রসূন ছিঁড়না।

আর নিবেদন শুন মন দিয়ে
ভারতবাসীর প্রাণ অন্ন নিয়ে
দুর্ভিক্ষ রাক্ষসে, যেন নাহি আসে
তোমার নূতন শাসনে ;
শস্য ক্ষেত্রগুলি বঙ্গের জীবন
পূর্ণ কর শস্য রতনে।

আর বঙ্গ বালা চির পরাধীনা
নাহি বিদ্যা বুদ্ধি বড় জ্ঞানহীনা
পশুর মতন, আছে অনুক্ষণ
গৃহ পিঞ্জরেতে পড়িয়ে ;
তাদের উন্নতি করহে বিধান
রাজ্ঞীর সমীপে বলিয়ে।

বালা বিদ্যালয় হউক সর্ব্বত্র
বিদ্যা শিখে বালা হউক পবিত্র
সভ্য ভ্রাতৃগণ, করিয়ে যতন,
জ্ঞান বিদ্যা দান করিয়ে ;
বঙ্গ বামাদের দুঃখের রজনী
দূর কর ত্বরা করিয়ে।

ওহে নব ভূপ! কৌলীন্য কুপ্রথা
খাইছে সর্ব্বদা বঙ্গ বাসী মাথা
দূর কর পাপ, ঘুচুক সন্তাপ
শিক্ষিত গণেরে বলহে
নব উৎসাহেতে হইয়ে উৎসাহী,
দূর কর বাল্য বিবাহে।

হে বঙ্গবাসিনী প্রিয় ভগ্নীগণ!
নব উৎসাহেতে পূর্ণ করি মন
বিদ্যার সাধনে, এস প্রাণপণে
জীবন করি সমর্পণ ;
এ দুর্দ্দশা তবে অবশ্য ঘুচিবে
সার্থক হইবে জীবন।

নবীন বর্ষের প্রেরয়িতা যিনি
তাঁহার চরণ পূজিব ভগিনী,
প্রেমের প্রসূন, ভক্তির চন্দন
নিয়ে এস সবে যতনে ;
ভ্রাতা ভগ্নী মিলে এস কুতূহলে
দেই দয়াময় চরণে।

১ লা বৈশা
১২৮২ সন
ঢাকা

শ্রীমতী শ্যামাসুন্দরী
দেবী।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE BAMABODHINI PATRIKA.

कन्याप्येवं पालनीया शिक्षणीयातियत्नतः

১৪২ সংখ্যা | জ্যৈষ্ঠ বঙ্গাব্দ ১২৮২। | ১১ শ ভাগ

বিপদ্‌কালে ধৈর্য্যশীল হইবে।

ঈশ্বরে যাহার মন সমভাবে রয়,
রোগে শোকে বিপদেতে কিবা তার ভয়?

এই পৃথিবী বিপদের আলয়। রোগ, শোক, জরা, দারিদ্র্য মানুষের জীবনকে গ্রাস করিবার জন্য সর্ব্বক্ষণ প্রতীক্ষা করিতেছে। এই বিপদ্‌ সকলের এক একটী আবার কত শত মূর্ত্তি ধারণ করিয়া মনুষ্যকে আক্রমণ করে! যে ব্যক্তি মূর্খ ও অসাবধান, সেত সর্ব্বক্ষণ বিপদাপন্ন হইবে। কিন্তু যিনি জ্ঞানী ও সতর্ক, তিনিও সম্পূর্ণ নিরাপদ হইয়া জীবন যাপন করিতে পারেন না। চক্রবৎ সুখ দুঃখের পরিবর্ত্তন হইতেছে। যিনি দুঃখী আছেন, তিনি সুখী হইবেন যেমন সত্য; যিনি সুখী আছেন, তিনি দুঃখে পড়িবেন তেমনি সত্য। যাহারা সুখের অবস্থায় থাকিয়া মনে করে, আমাদের দুঃখ কখনই হইবে না তাহারা মূর্খ। ঈশ্বর এই পৃথিবীকে কেবল সুখের স্থান করেন নাই এবং সেটী মানুষের মঙ্গলেরই জন্য। চিরকাল সুখভোগ করিতে পাইলে মনুষ্য পশুর ন্যায় হইয়া যাইত, কিছু ভাবনা চিন্তা করিত না, নিশ্চিন্ত হইয়া পাপ করিত এবং ঈশ্বর ও পরকালকে স্মরণ করিত না। বিপদ্‌ মনকে চিন্তাশীল করে,

অহঙ্কার চূর্ণ করিয়া দেয়, পাপ প্রবৃত্তি সকল দমন করে এবং ঈশ্বর সাধনে মনের প্রবৃত্তি বিধান করে। সংসারে আমার সুখ নাই, এ বোধটী একবার না একবার মনে উদয় না হইলে ঈশ্বরকে আপনার জন বলিয়া হৃদয় গ্রহণ করিতে পারে না এবং চিরসুখ শান্তি লাভের উপায় দেখিতে পায় না। অতএব বিপদের প্রয়োজন আছে। ঈশ্বর সংসারকে ধর্ম্ম শিক্ষার একটী বিদ্যালয় করিয়া বিপদ্‌কে 'কঠোর গুরু' করিয়া দিয়াছেন। বিপদ্ তাহার শাসনে আমাদিগের মনকে বিনয়ী ও অন্যের দুঃখে সমদুঃখী করিয়া সকল সদ্‌গুণে ভূষিত করে এবং ঈশ্বরকে 'হৃদয় বন্ধু ও একমাত্র জীবন সহায়' বলিয়া দেখাইয়া দেয়। বিপদের ন্যায় বন্ধু তবে কে আছে?

আমরা দেখিলাম (১) জীবন পথে বিপদ্ অনিবার্য্য অর্থাৎ ইহাকে কিছুতেই নিবারণ করিবার উপায় নাই; (২) ইহা পরম বন্ধু অর্থাৎ যাহাতে আমাদিগের চিরকালের মঙ্গল হয় তাহার সহায়তা করে। যাহা অনিবার্য্য জ্ঞানী লোকেরা তাহার জন্য অগ্রে প্রস্তুত হইয়া থাকেন। দুই প্রহর বেলায় গৃহের বাহির হইতে হইলে প্রচণ্ড সূর্য্যের কিরণ সহ্য করিতেই হইবে, এইজন্য জ্ঞানী ব্যক্তি ছত্র দ্বারা আপনার মস্তককে আচ্ছাদন করেন, সমুদায় পৃথিবী উত্তপ্ত হইলেও তাঁহার মস্তক শীতল থাকিবে। বিপদ্ সূর্য্যের কিরণ দুঃসহ হইলেও ধৈর্য্যরূপ ছত্র আমরা ব্যবহার করিতে পারি। বিপদ্ আসিবে জ্ঞানী লোকেরা অগ্রে জানিয়া ধৈর্য্য শিক্ষা করেন। পণ্ডিতেরা ধৈর্য্যকে বর্ম্ম বলিয়াও ব্যাখ্যা করেন। বীরেরা যখন রণক্ষেত্রে যান, তখন বর্ম্ম অর্থাৎ লৌহনির্ম্মিত এক প্রকার অভেদ্য পরিচ্ছদে শরীরকে আবৃত করিয়া যান, তাহার উপরে বাণাঘাত, খড়্গাঘাত অনায়াসে সহ্য করিতে পারেন। সংসার একটী রণক্ষেত্র, দুঃখ, রোগ ও শোক বাণ সর্ব্বক্ষণই আমাদিগের উপর আসিয়া পড়িতেছে। ধৈর্য্য দ্বারা মনকে যদি দৃঢ় করিয়া রাখি, তাহা হইলে তত কাতর হইতে হয় না। এমন বিপদ্ কিছুই নাই, যাহা ধৈর্য্য দ্বারা দমন না হইতে পারে। যে রোগের ঔষধ নাই, ধৈর্য্য তাহার মহৌষধ। যে শোকের সান্ত্বনা হয় না, ধৈর্য্য দ্বারা তাহা শান্ত হয়। যে দারিদ্র্য দেহের অস্থি পর্য্যন্ত পেষণ করিতে থাকে, ধৈর্য্য দ্বারা তাহাও সহ্য করা যায়। জ্ঞানী লোকের মনে ধৈর্য্যের সঙ্গে সঙ্গে

আশার আলোক জ্বলিতে থাকে। উপস্থিত বিপদ্ সহ্য করি, যেমন রাত্রির পর দিবস আসেই আসে, সেইরূপ দুর্দিনের পর সুদিন আসিবেই আসিবে, এই আশায় তিনি মনকে প্রফুল্ল রাখেন।

দ্বিতীয়তঃ বিপদ্‌কে বন্ধু বলিয়া চিনিলে তাহা সুমিষ্ট বোধ হয়। যে করুণাময় ঈশ্বর সুখ প্রেরণ করেন, তাঁহারই হস্ত হইতে দুঃখ আসিতেছে, ইহাতে মঙ্গল হইবে এ বিশ্বাস থাকিলে বিপদ্ কখন ভয়ানক বোধ হয় না। আগুনে স্বর্ণ গলিয়া আরো বিশুদ্ধ হয়, বিপদ্ আগুনে মন গলিয়া পবিত্র হইতে থাকে। বিপদের সময় বিপদ্ ভঞ্জন ঈশ্বরকে মনে পড়িলে প্রত্যেক অশ্রুপাতের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রেমের ছবি দেখা যায়। যত বিপদ্ পিষিতে থাকে, যত সংসারে নিরুপায় হওয়া যায়, ততই ঈশ্বরের চরণ দৃঢ়রূপে ধরিতে পারা যায় এবং তিনি ভিন্ন গতি নাই বুঝিয়া মন তাঁর শান্তি সাগরে নিমগ্ন হয়। বিপদে তিনি অভয় দান করেন, তাঁর শরণাপন্ন হইলে তিনি সন্তানকে আপনার ক্রোড়ে গ্রহণ করেন। মাতা সন্তানকে পাইয়া আনন্দিত হন, সন্তানও মাতাকে পাইয়া জীবনের সকল দুঃখ শোক ভুলিয়া পরম আরাম লাভ করেন। বিপদ্ এইরূপে পরম মাতার সহিত আমাদিগের সম্মিলন সাধন করিয়া দেয়।

অজ্ঞান লোকে বিপদে এত কাতর হইয়া পড়ে,তাহার কারণ এই তাহারা অধৈর্য্য। সুখের সময় মনে করে না যে দুঃখ আসিবে, সুতরং দুঃখ আসিয়া পড়িলে এককালে অন্ধকার দেখে। যে রজনী উপস্থিত হইল, মনে করে ইহার আর শেষ হইবে না, এই জন্য ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিতে পারে না। যে ব্যক্তি দুঃখে যত অধৈর্য্য হয়, দুঃখ তাহাকে তত পীড়ন করে। এই জন্য একটু রোগ, একটু শোক, একটু দুঃখ অজ্ঞানী লোকের পক্ষে অসহ্য হয়। যখন দুঃখ না আইসে, দুঃখের ভয় ও আশঙ্কা তাহার প্রাণকে আকুল করিতে থাকে। প্রচণ্ড রৌদ্রে ছত্রহীন মস্তকে তাহাকে পর্য্যটন করিতে হয়, যুদ্ধক্ষেত্রে তাহার অনাবৃত দেহ রিপুদিগের বাণে ক্ষত বিক্ষত হয়। বিপদে ধৈর্য্যশীল হইলে যেমন ধর্ম্মব্রত অবলম্বন করিয়া আমরা ঈশ্বরের চরণাশ্রয় লাভ করিতে পারি, অধৈর্য্য হইলে সেইরূপ দুর্ম্মতি দ্বারা পাপের কূপে ডুবিতে পারি। বিপদ্ সহ্য করিতে না পারিয়া নিরাশ হইয়া কত

লোক আত্মহত্যা করিয়াছে, কত লোক ঘোরতর দুষ্কর্ম্মে আপনাদিগকে নিক্ষেপ করিয়াছে। বিপদে যাঁহারা অধৈর্য্য হন, এইরূপে তাঁহারা ইহকালে দারুণ কষ্ট ভোগ করেন, পরকালের জন্যও পাপভার সঞ্চয় করিয়া লইয়া যান। তাঁহারা কেবলই আগুণে জ্বলিয়া মরেন, জুড়াইবার স্থান পান না।

আমাদিগের দেশের রমণীগণ ধর্ম্ম কার্য্যে চিরকাল দৃঢ়ব্রত ও ধৈর্য্যশীল বলিয়া বিখ্যাত। ধর্ম্মরক্ষার জন্য যাঁহারা সকল কষ্ট সহ্য করেন, ও মৃত পতির সহিত জ্বলন্ত চিতায় যাঁহারা আনন্দমনে আপনাদিগকে দগ্ধ করিতে পারেন, তাঁহাদিগের ধৈর্য্যের তুল্য দৃষ্টান্ত আর কোথায় দর্শন করা যাইবে? কিন্তু আর এক দিকে আমাদিগের স্ত্রীলোকদিগের অধৈর্য্য ভাব দেখিয়া আমাদিগকে অত্যন্ত দুঃখিত হইতে হয়। সংসারে একটু শোক দুঃখ উপস্থিত হইলে তাঁহারা অগ্রে অধৈর্য্য হইয়া পড়েন। একটু ভয় ভাবনা উপস্থিত হইলে তাঁহারা হাল দাঁড় ছাড়িয়া দেন। এই কারণে অকারণ তাঁহারা অনেক দুঃখ ক্লেশ ভোগ করেন, আপনাদিগের কর্ত্তব্যের প্রতি অবহেলা করেন, অন্যের মনকে দুর্ব্বল করেন এবং ঈশ্বরকে ভুলিয়া গিয়া সংসারের মায়ামোহে ডুবিয়া যান। তাঁহারা যদি আপনাদিগের মঙ্গল ও পরিবারের মঙ্গল চান, বিপদে ধৈর্য্য অবলম্বন করিবেন, অধৈর্য্য হইয়া পড়িবেন না। যদি সাংসারিক কষ্ট যন্ত্রণা অসহ্য হয়, অচলা ভক্তির সহিত ঈশ্বরের অভয় চরণে মতি স্থির রাখিবেন এবং নির্ভয়ে এই কথা বলিবেন "ঈশ্বরে যাহার মন সমভাবে রয়, রোগে শোকে বিপদেতে কিবা তার ভয়?"

ব্রহ্মদেশীয় শ্বেত হস্তী।

শ্বেতবর্ণের হস্তী ব্রহ্মদেশে ভিন্ন আর কোথাও পাওয়া যায় না। ব্রহ্মদেশেও ইহা অতি বিরল। যখন একটী শ্বেত হস্তী ধৃত হয়, লোকদিগের আনন্দের সীমা পরিসীমা থাকে না। তাহারা ইহাকে দেবতা জ্ঞানে অতি যত্নে ও আদরে রক্ষা করে এবং বিবিধ আয়োজনে পূজা করিয়া থাকে।

ব্রহ্মদেশের রাজার বাটীতে শ্বেত হস্তী আছে, রাজার ন্যায় তাহার সেবা শুশ্রূষা হইয়া থাকে। কাপ্তেন ইয়ুল ১৮৫৫ সালে অমরাপুর নগরে যে শ্বেত হস্তীটী দর্শন করেন তাহার এইরূপ বিবরণ লিখিয়াছেনঃ—

শ্বেত হস্তী একটী রাজা বিশেষ। তাঁহার পৃথক্ রাজবাটী আছে, এক জন রাজমন্ত্রী ও ৩০ জন অনুচর আছে। স্বর্ণ মণ্ডিত শুভ্রবর্ণ ছত্র রাজাভিন্ন আর কেহ ব্যবহার করিতে পারে না, হস্তিরাজের সেইরূপে ৪ টী ছত্র আছে। তাঁহার রাজভোগের জন্য একটী প্রদেশ নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা 'হাতী খানা' নামে আখ্যাত। তাঁহার রাজ পরিচ্ছদও অতি মূল্যবান্। দুই হস্ত দীর্ঘ একটী অঙ্কুশ আছে, তাহা খাঁটি স্বর্ণে নির্ম্মিত, তাহার বাঁট মুক্তা কলাপে ভূষিত, মুক্তা সকলের মধ্যে মধ্যে সূর্য্যকান্ত প্রভৃতি মণিখণ্ড দীপ্তি পাইতেছে। তাঁহার মস্তকাবরণ একখানি সুন্দর লোহিত বর্ণ বস্ত্র, নানা-বিধ রত্ন দামে শোভিত, তাহার ধারে ধারে হীরকের ঝালর। হস্তীর মস্তকের দুই পার্শ্বের দুইটী কুম্ভ, ৯টী রত্নে গ্রথিত এক এক ছড়া রত্নহারে বেষ্টিত, ইহা থাকাতে হস্তীর উপর কেহ গুল করিতে পারে না, ব্রহ্ম দেশীয়লোকদিগের এইরূপ বিশ্বাস। রাজা এবং রাজবংশীয় লোকের যেমন কপালে সোণার চাকতি থাকে, তাহাতে তাঁহাদের মানমর্য্যাদা প্রভৃতি লিখিত হয়, হস্তিরাজে-রও সেইরূপ আছে। তাঁহার দুই চক্ষের মধ্যে অর্দ্ধচন্দ্রের ন্যায় আর একখানি স্বর্ণফলক আছে, তাহা বড় ২ মণিখণ্ডে বেষ্টিত। কর্ণের সম্মুখে বড় ২ রৌপ্য পদক দোদুল্যমান আছে।

বর্ত্তমান শ্বেত হস্তীটী ১৮০৬ সালে ধৃত হইয়াছে। ব্রহ্মরাজ ইতিপূর্ব্বে একটী শ্বেত হস্তিনী ধরিয়াছিলেন, দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা এক বৎসর থাকিয়া মরিয়া যায়। এক্ষণকার হস্তীটী অতি বৃহদাকার, উচ্চে ১০ ফিট, তাহার মস্তক ও দন্তদ্বয় অতি সুগঠিত। কিন্তু তাহার শরীর লম্বা ও কৃশ। হস্তীটি অতি রুগ্নস্বভাব, বৈশাখ হইতে ভাদ্র পর্য্যন্ত প্রায় পীড়াক্রান্ত থাকে। তাহার সমুদায় শরীরটী সমান শুভ্রবর্ণ; তবে তাহা দুগ্ধের মত নয়, পাংশুর ন্যায় ঈষৎ মলিন। তাহার চক্ষু হরিদ্রা বর্ণ, ধারে লাল রেখা এবং মধ্যস্থলে একটী ছোট কাল তারা। তাহার দৃষ্টি কিছু চঞ্চল, এইজন্য মাহুতেরা তাহার শান্ত প্রকৃতির উপর বিশ্বাস করে না। যতবার আমরা তাহার

মস্তকের নিকট ঘেঁশিয়া গিয়াছে, ততবার নিবারিত হইয়াছি। তাহার চক্ষের চতুর্দ্দিক দেখিতে এরূপ উজ্জ্বল ও সুন্দর, যেন ২ টী রত্ন গ্রথিত হার স্থাপিত রহিয়াছে। হস্তিরাজকে সকলে প্রভু বলিয়া সম্বোধন করে এবং তাঁহার ভবনে প্রবেশ করিবার সময় জুতা খুলিয়া যায়।

গার্হস্থ্য দর্পণ।

" অবস্থানুগতা চেষ্টা সময়ানুগতা ক্রিয়া।
তস্মাদবস্থাং সময়ং বীক্ষ্য কার্য্যং সমাচরেৎ॥"

যথোচিত সময়ের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া, এখন না হয় কিছু পরে, আজ না হয় কাল, এ কার্য্য সম্পাদন করা যাইবে, এইরূপ করিলে কার্য্য যথোচিত কালে অথবা কখনই সম্পাদিত হয় না। যে সময়ে যে কার্য্য করা কর্ত্তব্য তাহা তৎকালেই করিবে। যথোচিত কালে কার্য্য সম্পাদিত না হইলে তাহার ফল নাই। কার্য্য মাত্রেরই এইরূপ নিয়ম; কিন্তু সাংসারিক কার্য্য বিষয়ে সময়ের প্রতি দৃষ্টি রাখা বিশেষ কর্ত্তব্য। এত প্রকার সাংসারিক কার্য্য গৃহিণীর কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, যে তিনি কখন্ কি করিবেন তাহা স্থির করিতে না পারিলে, ব্যতিব্যস্ত হইয়া কোন কার্য্য করিতে পারিবেন না। অতএব প্রথমতঃ আপন ২ কার্য্য বিবেচনা করিয়া কার্য্যের সময় স্থির করিবেন, পরে নিয়মিত সময়ানুসারে কার্য্য সম্পাদন করিবেন।

যত প্রকার কার্য্য গৃহিণীর কর্ত্তব্য বলিয়া গণ্য করা যায়, সে সমস্তই যে গৃহিণীকে আদ্যোপান্ত স্বহস্তে করিতে হইবে ইহা ঠিক্ নহে। যাহাদিগের দাস দাসী যথেষ্ট থাকে তাহাদিগের স্বহস্তে কিছুমাত্র না করিয়া শুদ্ধ কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিলেই চলে। কিন্তু দাস দাসী যথেষ্ট না থাকিলে অনেক কার্য্য স্বহস্তে সম্পাদন করিতে হয়, এবং অন্যের কোন সাহায্য না পাইলে স্বয়ংই সমস্ত কার্য্য করিতে হয়। অতএব অবস্থা এবং সময় উভয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্যের ব্যবস্থা করিবে।

কত প্রকার কার্য্য গৃহিণীর কর্ত্তব্য, কোন্ ২ কার্য্য প্রত্যহ, কোন্ ২ কার্য্য নিয়মিত কালান্তরে এবং কোন্ ২ কার্য্য আবশ্যক মতে করিতে হয়, সে

সমুদায় গণনা করিয়া দেখিলে গৃহিণী দাস দাসীর সাহায্য ব্যতিরেকে কি করিবেন ইহা স্থির করা কঠিন হইতে পারে, কিন্তু তিনি বিবেচনা করিবেন যে দাস দাসী না থাকিলেও যে সংসারে অধিক লোক সেই সংসারেই অধিক কর্ম্ম, অতএব অধিক লোক থাকিলে তাহাদিগের দ্বারাই অধিক কার্য্যও সাধিত হইবার সম্ভাবনা। সেই সকল লোকদিগের মধ্যে অধিকাংশ অশক্ত হইলে আপনাকেই কার্য্য ভার অধিক বহন করিতে হয় বটে, কিন্তু প্রণালীবদ্ধরূপে কার্য্য করিলে কোন কার্য্যই ভারবহ বোধ হয় না, বরং অভ্যাস দ্বারা কার্য্য সকল কাল ক্রমে অনায়াস সাধ্য হইয়া যায়।

সাংসারিক কার্য্য অধিক হইলেও তাহাতে অধিক কষ্ট নাই, কেন না আপন ইচ্ছাধীন কার্য্য সম্পাদন করিতে পাইলে কষ্ট বোধ না হইয়া বরং স্বভাবতঃ উৎসাহ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। আপনি স্নানাহার করিতে যেমন কষ্ট বোধ হয় না, সাংসারিক কার্য্য করিতেও অদ্রূপ, এবং সন্তানাদির প্রতি যত্ন করা মাতার পক্ষে স্বভাবসিদ্ধ ও আনন্দকর। মনুষ্যের স্বাভাবিক এই কার্য্যপ্রবৃত্তির অনুগামিনী হইয়াই গৃহিণীর গৃহ কার্য্যে নিয়ত নিযুক্ত থাকিতে ইচ্ছা করেন, তবে কেবল কার্য্যের শৃঙ্খলা ও সময়ের নিয়ম না রাখিতে পারিলে সাংসারিক কার্য্য সমুদায় যথোচিতরূপে সম্পাদিত হয় না। কিন্তু যে সকল গৃহিণী উক্ত শৃঙ্খলা ও নিয়ম রক্ষা করিতে পারেন তাঁহারা সাংসারিক কার্য্যকে কদাচ কষ্টকর বোধ করেন না, তাহাদের পক্ষে তাহা অনায়াস সাধ্য। বস্তুতঃ সাংসারিক কার্য্য করিতে ২ তাহাতে শুদ্ধ অভ্যাস হইলেই তাহা সহজ বোধ হয় এমন নহে; যেমন আপন শরীর অপরিষ্কার থাকিলে তাহা পরিষ্কার করিতে স্বভাবতঃ ইচ্ছা হয় এবং তাহা করিতে কষ্ট বোধ না হইয়া তাহাতে স্বভাবতঃ উৎসাহ হয় এবং পরিশ্রমকে পরিশ্রমই জ্ঞান হয় না, উত্তম গৃহিণীর পক্ষে সাংসারিক সমস্ত কার্য্যও সেইরূপ বোধ হয়।

বাস্তবিক বিবেচনা করিয়া দেখিলে সাংসারিক কার্য্য নানাবিধ হওয়াতেই কষ্টকর হয় না, কেন না এক বিষয়ে পরিশ্রম করিয়া বিষয়ান্তরে পরিশ্রম করিতে হইলে শ্রমের লাঘব বোধ হয়। সুতরাং সাংসারিক কার্য্যের যত পরিশ্রম কল্পনা করা যায় বাস্তবিক তত হয় না। আর একটী কথা এই যে কোন ব্যক্তি অর্থের জন্য অপর লোকের কোন কার্য্যে নিযুক্ত

হইলে তাহাতে কষ্ট বোধ হইতে পারে, কিন্তু আপন কার্য্যে কাহার না যত্ন হইয়া থাকে? ফলতঃ যথেষ্ট দাস দাসী থাকিলেও গৃহিণী অনেক কার্য্য স্বয়ং না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারেন না। তিনি নিষ্কর্ম্মা থাকিতে কষ্ট বোধ করেন।

দাস দাসী থাকিলেও তাহাদিগের উপর কার্য্য ভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। যে কেহ কার্য্য সমাধা করুক গৃহিণী তাহার কর্ত্রীস্বরূপা। যেমন রাজা স্বয়ং কার্য্য না করিয়াও মন্ত্রীদিগের কার্য্যের দোষগুণভাগী হয়েন, তদ্রূপ গৃহিণী তাবৎ সাংসারিক কার্য্যের গুণ দোষভাগী, অতএব দাস দাসীর সমস্ত কার্য্যের সম্পূর্ণ তত্ত্বাবধান করা তাঁহার নিতান্ত কর্ত্তব্য। দাস দাসীরা প্রথমতঃ তাহাদিগের অজ্ঞানতা প্রযুক্ত কার্য্য সুসম্পাদিত করিতে সক্ষম হয় না, অতএব তাহাদিগকে যথাকালে যথোচিত কার্য্যে নিয়োগ করা ও সেই কার্য্য যথাবিহিতরূপে সম্পাদন করিতে আদেশ করা গৃহিণীর অতীব কর্ত্তব্য। দ্বিতীয়তঃ তাহারা তাহাদিগের কার্য্যের ফলভোগী নহে, তাহারা বেতনভোগী মাত্র, এই বিবেচনায় তাহারা কর্ম্মে যথেষ্ট যত্নশীল থাকে না। সুতরাং তাহাদিগের উপর যে পরিমাণে দৃষ্টি রাখিবে সেই পরিমাণেই কার্য্য পাইবে, তাহা না করিতে পারিলে কার্য্য হানির সম্ভাবনা।

গৃহিণী শুদ্ধ আপনি সময়ের নিয়ম করিয়া লইলেই যথেষ্ট হয় না, দাস দাসী ও অপর সকলের কার্য্যের নিয়ম ও সময় স্থির করিতে হয়, তাহা না হইলে কার্য্য সমাধা হয় না। একজন একবার আসিয়া খাবার চাহিল, একজন আসিয়া কাপড় চাহিল, এইরূপে কার্য্যের শেষ হয় না। কার্য্যের অনেক লোক থাকিলে কিন্তু শৃঙ্খলা না থাকিলেও কার্য্য সুসম্পন্ন হয় না। যে কার্য্য যে সময়োচিত নহে, তাহা লইয়াই সকলে ব্যস্ত থাকিলে এবং সময়োচিত কার্য্যে কেহ মনোযোগী না হইলে কার্য্যের ফল কি? অতএব দাস দাসীর কার্য্যের ও সময়ের ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া গৃহিণীর অবশ্য কর্ত্তব্য। শুদ্ধ তাহা হইলেও যথেষ্ট হয় না। সন্তানাদির সংসারের অপরাপর সকল লোকের আহারাদি কার্য্যের সময় নির্দ্ধারিত থাকা উচিত, তাহা না থাকিলে অনিয়ম হেতু গৃহিণীর সমস্ত কার্য্য বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে। বস্তুতঃ গৃহিণীর

সর্ব্বতোভাবে কার্য্যে তৎপর থাকা উচিত। অনেকের এমনি কদর্য্য অভ্যাস যে তাঁহারা নিজের ইচ্ছায় কার্য্য সম্পাদন না করিয়া কার্য্যের প্রয়োজন বশতঃ তাহা সম্পাদন করিতে বাধ্য হন, এরূপ কার্য্য করিলে লোককে কার্য্যের দাস বলা যায়, কার্য্যকর্ত্তা বলা যায় না। গৃহিণীর কর্ত্তব্য যে তিনি সময় বুঝিয়া ও সকলের আবশ্যকতা বিবেচনা করিয়া সকল কার্য্য স্বয়ং সমাধা করিবেন অথবা লোক দ্বারা সমাধা করাইয়া লইবেন। সামান্যতঃ গৃহিণীর প্রাত্যহিক কার্য্য পশ্চাল্লিখিতরূপে লিখিত হইতেছে।

গৃহিণী অতি প্রত্যূষে সর্ব্বাগ্রে গাত্রোত্থান করিবেন, তাহা হইলে দাস দাসী ও সন্তানাদি সকলেই তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিবে। প্রত্যূষে উঠিয়া শয্যা নিয়মিত স্থানে রাখিয়া যথোচিতরূপে বাটীর সমস্ত স্থান পরিষ্কার করা প্রথম কর্ত্তব্য। পরে বাহ্য শৌচ ক্রিয়া সমাপন করিলে শিশুদিগেরও বাহ্য শৌচ স্নানাদির তত্ত্বাবধান করা উচিত। পরে আহ্নিক পূজাদি সমাপনানন্তর আহারের আয়োজনাদি করিতে হয়। কিন্তু তৎকাল মধ্যেই শ্বশুরাদি কোন গুরুলোক থাকিলে তাঁহাদিগেরও আবশ্যক মত প্রাতঃক্রিয়াদি কার্য্যের উপকরণ প্রদান করিতে এবং শিশু সন্তানাদি থাকিলে তাহাদিগেরও অগ্রে আহার দিতে হয়। গৃহস্বামীর কার্য্যানুসারে এবং বালকদিগের বিদ্যালয় গমনোচিত সময়ানুসারে প্রায় আহারের সময় স্থির রাখিতে হয়। কিন্তু তদ্রূপ কারণ না থাকিলেও আহারের সময় স্থির রাখা কর্ত্তব্য; অতএব তৎকাল লক্ষ্য করিয়া আহারাদি প্রস্তুত করিতে হয়। এই সময়টীতে গৃহিণীরা অতিশয় ব্যস্ত থাকেন, সুতরাং কোন ২ স্থলে প্রাতঃকালে উঠিয়া প্রথমতঃই আহারাদির আয়োজনে প্রবৃত্ত হয়েন এবং প্রাতঃকালোচিত অনেক কার্য্য মধ্যাহ্ন কালে করিবার নিমিত্ত রাখিয়া দেন। লোকাভাবে ও কার্য্যবাহুল্য সত্ত্বে অগত্যা তাহা করিলে ক্ষতি নাই, কিন্তু কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে উঠিলে যদি সমস্ত কার্য্য যথোচিত কালে সম্পাদিত হয় তাহা হইলে তাহাই করা কর্ত্তব্য। যাহা হউক, সকলের আহারাদি সমাপনান্তে গৃহিণী সুস্থির হইয়া অসম্পাদিত কর্ত্তব্য সমস্ত সম্পাদন করিবেন। স্নানাগার, রন্ধনশালা, আহারগৃহ ও ভোজনপাত্রাদি সমস্ত পরিষ্কার করিয়া যথোচিত স্থানে সমস্ত দ্রব্য সামগ্রী রাখিয়া ভাণ্ডার গৃহ, সজ্জাগৃহ ইত্যাদি

স্থান ও তত্রত্য বস্তু সকল যথোচিতরূপে পরিষ্কার করিবেন। কিন্তু যাহাই করুন, শিশু সন্তান অথবা অশক্ত বৃদ্ধ গুরু লোক থাকিলে তাহাদিগের প্রয়োজন বুঝিয়া নিয়মিত সময়ে তাহাদিগের তত্ত্বাবধান অগ্রে করিবেন। এ সকল প্রাত্যহিক কার্য্য যথোচিতরূপে সম্পাদন করিয়া অবকাশ প্রাপ্ত হইলে গৃহিণী সকলের পরিধেয় বস্ত্রাদি যথাস্থানে আছে কি না তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিবেন, সূচীকার্য্য বা কোন প্রকার সাংসারিক প্রয়োজনীয় কার্য্য থাকিলে তাহা করিবেন, অথবা স্বয়ং অধ্যয়ন করিবেন কিম্বা শিক্ষা দিবার পাত্র বা পাত্রী থাকিলে শিক্ষা প্রদান করিবেন। ক্রমশঃ বালকদিগের বিদ্যালয় হইতে অথবা গৃহস্বামীর কার্য্য স্থান হইতে প্রত্যাগমন কাল উপস্থিত হইলে, তাহাদিগের পরিতৃপ্তির নিমিত্ত আয়োজন করিবেন এবং শয্যাদি প্রস্তুত ও আলোর আয়োজন করিয়া পুনরায় আহারাদির আয়োজন করিবেন। আহারাদি সমাপনান্তে যেরূপ পরিষ্কার করণাদি কার্য্য আবশ্যক তাহা অনেক স্থলে রাত্রিতে সম্পাদিত না হইয়া প্রাতে সম্পাদিত হইয়া থাকে, কিন্তু সাধ্য সত্ত্বে রাত্রিতেই কার্য্য শেষ করিয়া রাখা কর্ত্তব্য। সমস্ত কার্য্য শেষ হইলে নীতিগর্ভ গল্প দ্বারা শিশুদিগের মনোরঞ্জন করিয়া অথবা অধ্যয়নাদি করিয়া যথাকালে নিদ্রাগত হইবেন।

মিসর দেশের পিরামিড।

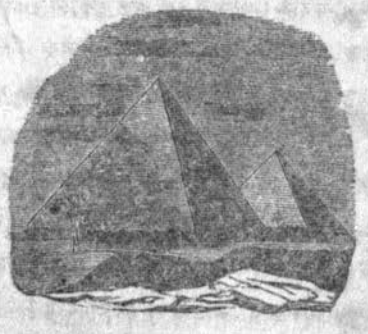

পৃথিবীর মধ্যে মানুষের যে সাতটী আশ্চর্য্য কীর্ত্তি প্রসিদ্ধ আছে, মিসর দেশের পিরামিড তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রধান বলিয়া গণ্য। ইহা একটী বৃহৎ

স্তম্ভাকার ত্রিকোণ মন্দির; নিম্নে প্রায় ৬০। ৬৫ বিঘা ভূমি যুড়িয়া আছে এবং ক্রমশঃ অপ্রশস্ত হইয়া একটী সূক্ষ্ম চূড়াতে শেষ হইয়াছে। ইহার উচ্চতা ৩২০ হস্ত অর্থাৎ ৩০। ৪০ তালা গৃহ যদি নির্ম্মাণ করা যায়, তাহার সমান হইবে। লোকে চিরকালই ইহা দেখিতেছে, কিন্তু আজিও ইহা যেন নূতন রহিয়াছে। এই বৃহৎ ব্যাপার কে, কোন্ সময়ে, কি জন্য নির্ম্মাণ করিল তাহা নিশ্চয়রূপে নিরূপণ করিবার উপায় নাই। পিরামিড ৩ টী আছে, তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রধান পিরামিডটী চিয়প্সের মন্দির বলিয়া বিখ্যাত, এই কারণে অনুমান করা হয় চিয়প্স নামে মিসর দেশের কোন প্রাচীন রাজা ইহা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। পুরাবৃত্তবিদ্ পণ্ডিতেরা অনেক গণনা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে বর্ত্তমান সময়ের অন্ততঃ ৩২০০ বৎসর পূর্ব্বে এই পিরামিড নির্ম্মিত হয়। মন্দিরটী উক্ত রাজার বা তাঁহার পরিবারবর্গের সমাধি জন্য নির্ম্মিত হইয়াছিল, ইহাও সহজে প্রতীয়মান হয়। মিসরদেশে প্রায় কখন বৃষ্টি বাত্যাদির উপদ্রব নাই, নীল নদের জলপ্লাবনে তথাকার ভূমি উর্ব্বরা হইয়া প্রচুর ফল শস্য উৎপাদন করিয়া থাকে, এই কারণে মন্দিরটীর কোন অংশ ভগ্ন বা মলিন হয় নাই, ইহা নূতনবৎ রহিয়াছে। এই মন্দিরটী নির্ম্মাণ বিষয়ে এইরূপ লিখিত আছে, যে লক্ষ লোক ২০ বৎসর নিযুক্ত থাকিয়া ইহা সম্পন্ন করিয়াছে, তাহাদিগের ভোজ্য পলাণ্ডু ও অন্যান্য ফলমূলে ৪০ লক্ষটাকা ব্যয়িত হইয়াছে। সমুদায় মন্দিরটী নির্ম্মাণে যে কত কোটী কোটী মুদ্রা নিঃশেষিত হইয়াছে, ইহা হইতে অনুমান করা যায়। অনেক বিজ্ঞ ব্যক্তি অনুমান করেন, কোন ঘোর দুর্ভিক্ষের সময়ে লোক জন সুলভ মূল্যে পাইয়া তৎকালীন মিসর রাজ এই অদ্ভুত কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে কোন রাজার এত ধন নাই যে এত বড় কাণ্ড সমাধা করিতে সাহসী হন।

পিরামিড স্তরে স্তরে নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে মধ্যে যে সকল শূন্য স্থান রাখা হইয়াছে তাহা অতি যত্নে প্রস্তর খণ্ড দিয়া বাঁধান ছিল। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পিরামিডে আজিও ইহা দেখা যায়।

পিরামিডের ভিতরে কি আছে, আজিও তাহা সম্পূর্ণরূপে আবিষ্কৃত হয় নাই। ইহা এরূপ দুরূহ ও বৃহৎ ব্যাপার যে কোন কালে যে সম্পূর্ণরূপে

আবিষ্কৃত হইবে বোধ হয় না। যাঁহারা জনসনের রাসেলাস পুস্তক পড়িয়াছেন, তাঁহারা জানেন রাজকন্যা নিকায়ার সহচরী পেকুয়া ভূতের ভয়ে ইহার মধ্যে প্রবেশ করিতে সাহসী হন নাই। বস্তুতঃ এখানে বহু কালাবধি ভূতের ভয় প্রসিদ্ধ ছিল, এবং সেই কারণে অত্যন্ত সাহসপরায়ণ ব্যক্তি ভিন্ন কেহ ইহার ত্রিসীমায় আসিতে পারিতেন না। ইহার মধ্যে অন্ধকারময় নানা পথ ও গৃহশ্রেণী আছে, মধ্যাহ্ন সময়েও আলোক না জ্বালিয়া তাহার ভিতর কিছুই দেখা যায় না। ইহার ভিতরের স্থূল স্থূল যে যে বিষয় জানা গিয়াছে তাহা এইঃ—

চিয়প্স মন্দিরের বনিয়াদের ৫০ ফিট উপরে সমচতুষ্কোণ ৩॥ ফুট একটী দ্বার দিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করা যায়। দ্বারদেশ হইতে ৭৩ ফুট দীর্ঘ একটী পথ ক্রমে নিম্নদিকে বেঁকিয়া গিয়াছে, তাহা দিয়া চলিয়া ১০৯ ফুট দীর্ঘ আর একটী পথে প্রবেশ করা যায়, এই পথ নিম্ন হইতে ক্রমে উচ্চে উত্থিত হইয়াছে। ইহার শেষ সীমায় একটী গৃহ আছে, তাহাতে একটী কূপের মুখ দেখা যায়। এই কূপ পিরামিডের গাত্রে খনিত, ইহার ১৪৫ ফুট পর্য্যন্ত গভীরতা মাপা হইয়াছে। এই স্থান হইতে আর একটী গলি দিয়া 'রাণী গৃহ' নামে একটী ঘরে প্রবেশ করা যায়। এই গলি ক্রমে উচ্চ হইয়া ১৩২ ফুট গিয়াছে এবং 'রাজ গৃহ' নামে আর একটী ঘরে শেষ হইয়াছে। সেখানে রক্ত প্রস্তর গ্রথিত একটী কবর আছে, তাহাতে চিয়প্সের দেহ সমাহিত হইয়াছে এইরূপ অনুমান করা হয়। আরো অনেকগুলি গৃহ ও পথ মধ্যে লোকে প্রবেশ করিয়াছে, কিন্তু অধিকাংশ এখনও অগম্য হইয়া আছে।

পিরামিড সমাধি জন্য নির্ম্মিত হইয়াছিল, এরূপ অনুমান করা হয় বটে, কিন্তু ইহার অভ্যন্তরের যেরূপ গঠন প্রণালী তাহাতে কবর দেওয়া ইহার কেবল একমাত্র উদ্দেশ্য বোধ হয় না। পিরামিডের কয়েকটী পার্শ্ব কম্পাসের ৪ টী কাঁটার ন্যায় ঠিক্ এক এক দিকে অভিমুখীন। দিক্ সকল এরূপ গড়ানে যে নভোমণ্ডলের কেন্দ্রের অভিমুখীন। এরূপ অনুমান হয় যে ড্রেকনিস নামক তারা চিয়প্সের সময়ে ধ্রুব তারা বলিয়া গণ্য ছিল এবং পিরামিডের মধ্য হইতে ২৪ ঘণ্টা অন্তর দৃশ্যমান্ হইত। এই সকল কারণে

পিরামিড যে জ্যোতির্বিদ্যা ও ধর্ম্ম কার্য্যের উদ্দেশেও নির্ম্মিত হইয়াছিল, ইহাও সম্ভব বোধ হয়। যাহা হউক পিরামিডটী এরূপ শিল্পকৌশলে রচিত হইয়াছে, যে পৃথিবীর সহিত সমকাল ব্যাপী হইতে পারে। অনেক পণ্ডিতের মত এই যে, যে ভৌতিক উৎপাতে পিরামিডের পতন হইবে, তাহাতে ভূমণ্ডলেরও ধ্বংস হইবার সম্ভাবনা। পিরামিড এত বড় অদ্ভুত ও প্রকাণ্ড ব্যাপার হইলেও ইহা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে যে কালের দুর্জ্জয় হস্তে এক দিন সূর্য্য চন্দ্রও নিপাত হইবে, তাহার হস্তে এই নর হস্ত নির্ম্মিত পিরামিডও চূর্ণ হইয়া ধূলা রাশি হইবে ইহা কোন্ বিচিত্র কথা?

আশ্চর্য্য ঘটনার সমন্বয়।

মেটিল্ডা নাম্নী ইটালী দেশীয় এক স্ত্রীলোকের নেপল্‌স দেশীয় এক অসাধারণ গুণসম্পন্ন ধনী লোকের সহিত বিবাহ হয়। মেটিল্ডার বয়স যখন ১৫ বৎসর, তখন তাঁহার একটী পুত্র হয় এবং তিনি বিধবা হন। ভল্টর্ণা নদীর ধারেই তাঁহার আবাস গৃহ ছিল। এক দিন তিনি খোলা জানালার ধারে পুত্রটীকে লইয়া আদর করিয়া নাচাইতেছেন, হঠাৎ পুত্রটী তাঁহার হাত হইতে পিছলাইয়া জলে পড়িল এবং তৎক্ষণাৎ স্রোতে অদৃশ্য হইল। মাতা কি করিবেন ভাবিয়া না পাইয়া তাহার উদ্দেশে জলে ঝম্প প্রদান করিলেন। কিন্তু সন্তানকে উদ্ধার করা দূরে থাকুক, তিনি নিজে মৃতপ্রায় হইয়া অতি কষ্টে নদীর অপর পারে গিয়া উঠিলেন। এই সময়ে কতকগুলি ফরাসী সৈন্য সেই পথ দিয়া যাইতেছিল, তাহারা রমণীটীকে বন্দী করিয়া লইল।

তখন ফরাসী ও ইটালীয়দিগের মধ্যে ঘোরতর সংগ্রাম চলিতেছিল। পরস্পর পরস্পরের উপর ভয়ঙ্কর বৈর নির্য্যাতনে নিযুক্ত ছিলেন। ফরাসী সৈন্যগণ এই ইটালীয় অবলার প্রতি অত্যাচার ও নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করিতে যাইতেছিল। কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে একটী ভদ্র সৈনিক কর্ম্মচারী ছিলেন, তিনি তাহাদিগকে দুর্বৃত্ত হইতে নিবৃত্ত করিলেন, শত্রুদল পশ্চাতে তাড়িয়া আসিতেছে তথাপি ঐ যুবা স্ত্রীলোকটীকে আপনার অশ্বপৃষ্ঠে লইয়া

নিরাপদে স্বদেশে উপনীত হইলেন। তাঁহার সৌন্দর্য্যে যুবার চক্ষু মোহিত হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার গুণে তিনি আরো বশীভূত হইলেন। উভয়ের বিবাহ হইল, যুবার উত্তরোত্তর পদবৃদ্ধি হইতে লাগিল। তাঁহারা একত্রে সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। কিন্তু সামরিক কর্ম্মচারীর সুখ কখনও চিরস্থায়ী নহে। কয়েক বৎসর পরে তাঁহার অধীনস্থ সৈন্যদল একটী যুদ্ধে পরাজিত হয়, তিনি সসৈন্যে পলায়ন করিয়া একটী নগরের আশ্রয় লন। শত্রুগণ নগর অবরোধ করিয়া অবশেষে হস্তগত করে। এই সময় ফরাসী ও ইটালীয়েরা পরস্পরের প্রতি যেরূপ জঘন্য ও নৃশংসাচরণ করিতেছিল, সেরূপ দৃষ্টান্ত ইতিহাসে কোথাও পাওয়া যায় না। এখন জয়কারীরা স্থির করিল সমুদায় ফরাসী সৈন্যগণকে হত্যা করিতে হইবে। অভাগিনী মেটিল্‌ডার স্বামীর বিক্রমে শত্রুগণ অধিক ক্লেশ পাইয়াছিল, এই জন্য তাহাকেই প্রথমে বধ করিবার সঙ্কল্প করিল। যেমন সঙ্কল্প, অমনি তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে তাহারা প্রবৃত্ত হইল। বন্দী সেনাপতি বধাভূমিতে আনীত হইলেন, ঘাতক শাণিত খড়্গহস্তে প্রস্তুত, চারিদিকে দর্শকমণ্ডলী নিস্তব্ধভাবে দণ্ডায়মান। বিচারকর্ত্তার একটী অনুজ্ঞা পাইবার কেবল অপেক্ষা। এই সঙ্কট সময়ে মেটিল্‌ডা তাঁহার স্বামী ও প্রাণরক্ষকের নিকট শেষ বিদায় গ্রহণ করিতে আসিলেন। তিনি উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন এবং এই হৃদয়বিদারক ঘটনা দেখিবার জন্য বাঁচিয়া না থাকিয়া ভল্টর্ণার স্রোতে যখন পড়িয়াছিলেন, তখন কেন মরিলেন না বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। শত্রুদিগের সেনাপতি একটী অল্পবয়স্ক যুবা পুরুষ, তিনি রমণীর আকৃতি ও দুরবস্থা দেখিয়া ব্যথিতহৃদয় হইলেন, বিশেষতঃ তাঁহার গত জীবনের বিপদের কথা শুনিয়া তাঁহার মন মুগ্ধ হইল। এই ব্যক্তি ঐ রমণীর পুত্র, তিনি ইহারই জন্য নদীজলে ঝম্প প্রদান করিয়াছিলেন। যুবা পুরুষ তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে মাতা বলিয়া সম্বোধন করিলেন এবং তাঁহার চরণে মস্তক স্থাপন করিলেন। ইহার পর কি হইল সকলেই বুঝিতে পারেন। বন্দী তৎক্ষণাৎ মুক্ত হইলেন এবং বাৎসল্য, ভক্তি ও প্রণয়ের আনন্দ একত্র হইয়া সকলের হৃদয়কে সুখস্রোতে প্লাবিত করিল।

ইংরাজী প্রবচন।

২ য় অধ্যায়।

১। একবারে না হওয়ার চেয়ে বিলম্বে ভাল।
২। কুসংসর্গে থাকা অপেক্ষা একা থাকা ভাল।
৩। কাজ করিবার ইচ্ছা অপেক্ষা করা ভাল।
৪। চাওয়া কাপড় ঠিক্ খাটে না।
৫। অন্যের দোষ দেখিয়া জ্ঞানী লোকে আপনাদের দোষ শুধরান।
৬। ছায়া ধরিতে গিয়া জিনিষ হারাইও না।
৭। দয়া গৃহ হইতে আরম্ভ হয়, কিন্তু সেখানে শেষ হয় না।
৮। অধিক উচ্চে উঠিলে পতন অধিক ভয়ানক।
৯। দোষ স্বীকার করিলে অর্দ্ধেক কমিয়া যায়।
১০। বিবেক ন্যায় বিচারের আলয়।
১১। বিবেকের নিকট সকলেই ভীরু।
১২। সর্ব্বদা কাজে থাকিলে প্রলোভন আসিতে পারে না।
১৩। সন্তোষই যথার্থ পরশ পাথর।
১৪। অভ্যাস দ্বিতীয় স্বভাব।
১৫। মৃত্যু কাল, কোন গুজর শুনে না।
১৬। ঋণ সর্ব্বাপেক্ষা কষ্টকর দারিদ্র্য।
১৭। গভীর নদী সকল নীরবে চলে, অল্প জলস্রোতেই কল কল রব।
১৮। বিলম্ব করা বিপদজনক।
১৯। আস্তে ভাব, সত্বর কাজ কর।
২০। ভাগ্যের উপর নির্ভর করিওনা, চরিত্রের উপরে নির্ভর কর।
২১। কার্য্য সাধনের উপযুক্ত হও, কার্য্য পাইবে।
২২। পরিশ্রম কার্য্যসিদ্ধির হৃদয় বন্ধু।
২৩। সুখ ভোগ করিতে গেলে পীড়া ভোগ তাহার সুদ স্বরূপ।
২৪। অন্যের নিকট যেমন চাও, অন্যের প্রতি তেমনি আচরণ কর।
২৫। যা উচিত তাই কর, যা হয় হইবে।

২৬। সকাল সকাল শয়ন ও উত্থান করিলে মনুষ্য সুস্থ ধনী ও জ্ঞানী হয়।

২৭। শূন্য পাত্রে শব্দ অধিক।

২৮। মান পাইলে নম্র হও, বিপদ্ আসিলে সহিষ্ণু হও।

২৯। যত খাই, তত হাঁকাই।

৩০। সাজার কাজ কাহারও নয়।

৩১। প্রত্যেকে আপনি আপনার ভাগ্যগঠনকারী।

৩২। প্রত্যেকে আপনার জন্য, ঈশ্বর সকলের জন্য।

৩৩। সকল বিষয়েরই সময় আছে।

৩৪। উপদেশ অপেক্ষা দৃষ্টান্তে অধিক শিক্ষা হয়।

৩৫। ভুক্তভোগী হইয়া মূর্খেরা শিখে।

৩৬। মিষ্ট কথায় মূর্খ ভোলে।

৩৭। কপট বন্ধু অপেক্ষা স্পষ্ট শত্রু ভাল।

৩৮। অধিক কষ্টে ও বেশী দামে কিনিতে পারিলে স্ত্রীলোকেরা সুখী হন।

৩৯। অনেক দিন বাঁচিতে অনেকের ইচ্ছা, কিন্তু ভালরূপে বাঁচিতে অল্প লোক চায়।

৪০। আগুণ ও জল ভাল ভৃত্য, কিন্তু অপকৃষ্ট প্রভু।

৪১। সুখ হইতে দূরে যাও, সুখ সাধিয়া তোমার নিকট আসিবে।

৪২। নির্ব্বোধেরা ভোজ দেয়, জ্ঞানীরা আহার করেন।

৪৩। পরস্পরের দোষ ক্ষমা কর, এবং ভুলে যাও।

৪৪। চরকা ও নাটাই তৈয়ার করিয়া রাখ, ঈশ্বর তুলা দিবেন।

৪৫। যাহারা আপনাদের সাহায্য করে, ঈশ্বর তাহাদের সাহায্য করেন।

৪৬। সদুপদেশ অমূল্য।

৪৭। এক কালে সকল ধরিতে গেলে, সকলি হারাইতে হয়।

৪৮। যে অল্প বয়সে আপনার দোষ জানে, সেই সুখী।

৪৯। দুবার শুন, একবার বল।

৫০। যিনি সময়ে দান করেন, তিনি দ্বিগুণ দান করেন।

গৃহ চিকিৎসা।

মুষ্টিযোগ।

৩৫। তুলসী—ছোট ছেলেদের ঘড় ঘড়ি কাশী হইলে তুলসীর পাতার রস একটু একটু খাওয়াইয়া দিলে উপকার দর্শে।

৩৬। তেঁতুল—বহুদিনের শিরঃপীড়ায় পুরাতন তেঁতুল খানিকটা দধি মিশ্রিত করিয়া কপালে ও মাথায় লাগাইলে ক্রমে মাথাধরা রোগ ছাড়িয়া যায়।

পুরাতন তেঁতুল আমাশয় রোগীর পক্ষে বিশেষ উপকারী। তেঁতুলের সরবৎ পিপাসার পক্ষে একটী উৎকৃষ্ট তৃপ্তিকর পানীয়। ইহা তরুণ একেজ্বরি অবস্থাতে ও পেটের গোলযোগ থাকিলে পান করা যাইতে পারে। পুরাতন তেঁতুল ও একটী জবাফুল বাটিয়া ফোঁড়ার উপর প্রলেপ দিলে ফোঁড়া ফাটিয়া যায়, প্রায় অস্ত্র করিতে হয় না।

৩৭। তিসি—ইহা পুল্টিস্ রূপে ব্যবহার হয়। ইহা ভাল করিয়া পিষিয়া পরে আগুনে ফুটাইয়া লইতে হয়। ফোড়া, পৃষ্ঠব্রণ, ঘা প্রভৃতিতে ব্যবহার হয়। ইহার খোলে পুল্টিসের কার্য্য আরও সুন্দররূপে চলে।

৩৮। দাদমার্জ্জনী—ইহার পাতা বা পাতার রস দাদে ঘষিলে আরাম হইয়া থাকে।

৩৯। দারুচিনি—অজীর্ণ, পেট বেদনা ও পেট ফাঁপিলে ইহা সিদ্ধ করিয়া একটু একটু খাইলে উপকার দর্শে।

৪০। ধুতুরা—অতিশয় কষ্টকর হাঁপানিতে ইহার শুষ্ক পাতা চুরটের ন্যায় পাকাইয়া আগুন ধরাইয়া টানিলে বিশেষ উপকার দর্শে এবং প্রতি দিন নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বে ইহার চুরট টানা হইলে ক্রমে হাঁপানি কম হইয়া পড়ে। পুরাতন অতিরিক্ত গলাঘুসীতে ইহার চুরট বিশেষ উপকারী। বাতে ধুতুরার পাতা দিয়া সিদ্ধ জলের উত্তাপ দিলে বা ইহার পাতা বেদনা স্থানে বাঁধিলে বা পুল্‌টিস করিয়া লাগাইলে উপকার দর্শে।

ধনুষ্টঙ্কারে বা দাঁতে দাঁত লাগিলে ধুতুরার আরোক সেবন ব্যবস্থা।

৪১। নাটা—ইহা পুরাতন পালাজ্বরের পক্ষে উপকারী। নাটার বিচি

খোসা ছাড়াইয়া গুঁড়া করিয়া এক /০ আনা ভোর ওজনে ৩ বার করিয়া সেবন ব্যবস্থা।

৪২। নিম—অধিক দিনের নিম গাছের শিকড় হাঁপানির পক্ষে বিশেষ উপকারী। এক অঙ্গুলি প্রমাণ ২ টী শিকড় ৭ টা জিরের সহিত ঘসিয়া খালি পেটে স্নান করিয়া সেবন করিলে প্রায় আর হাঁপানি হয় না। শুদ্ধ তামাক খাওয়া বা স্পর্শ করা নিষিদ্ধ। নিমের ছাল সিদ্ধ পুরাতন জ্বরের একটী সহজ ঔষধ। পুরাতন ঘায়ে নিমের পাতা বাটিয়া পুল্টিস লাগাইয়া ক্রমে উপকার দর্শে। নিমের পাতা দিয়া জল গরম করিয়া প্রতি দিন অন্যূন দুইবার করিয়া ঘা পরিষ্কার করা বিধেয়।

৪৩। নিসেদল—চারি আনা ভোর নিসেদল আধসের আন্দাজ জলে গুলিয়া নেকড়া দ্বারা সর্ব্বদাই ঠুনক ভিজাইলে কষ্ট ও যন্ত্রণার শীঘ্রই উপশম হয়।

৪৪। পলাস—ইহা ও গঁদ উদরাময় ও আমাশয় পীড়ার পক্ষে উপকারী। একটুখানি দারুচিনি আধ আনা গঁদ একত্র মিশাইয়া সেবন ব্যবস্থা।

৪৫। পেঁপে—কাঁচা পেঁপের আটা কৃমীর পক্ষে একটী উৎকৃষ্ট ও প্রধান ঔষধ। এক চামচ পেঁপের আটার সহিত একটুখানি মধু ও এক ছটাক উষ্ণ জল একত্র করিয়া শীতল হইলে সেবন করা ব্যবস্থা। পরে আধ ছটাক আন্দাজ ভাল পরিষ্কার রেড়ির তেল এক চামচ লেবুর রসের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন বিধেয়। এইরূপে ২। ৩ দিন সেবন করিলে সমস্ত কৃমী নষ্ট হইয়া যায়। ৬। ৭ বৎসরের ছেলেদিগের পক্ষে ইহার অর্দ্ধেক মাত্রায় সেবন ব্যবস্থা। ২। ১ বৎসরের শিশুদিগের পক্ষে ঝিনুকের এক ঝিনুক ব্যবস্থা।

৪৬। পান—শিশুদিগের ঘড়ঘড়ি কাশিতে পানে তেল মাখাইয়া গরম করিয়া বুকে বসাইয়া দিলে কাশি সহজে দমন হয়।

শর্দ্দী হেতু গলাভার ও গলার বেদনা হইলে এবং মাথা ধরিলে পানে চূণ লাগাইয়া গরম করিয়া গলায়, এবং মাথার দুই রগে, লাগাইয়া দিলে গলা বেদনা ও ভার এবং মাথাধরা, শীঘ্রই দমন হয়।

যদি স্ত্রীলোকদিগের স্তনদুগ্ধ বন্ধ করিবার আবশ্যকতা হয়, তাহা হইলে পান গরম করিয়া স্তনের উপর বসাইয়া দেওয়া ব্যবস্থা।

শিশুদিগের কোষ্ট বদ্ধ হইলে পানের বোঁটায় একটু ঘি মাখাইয়া মল দ্বারে লাগাইয়া দিলে শীঘ্রই দাস্ত হইয়া থাকে।

৪৭। পুরাতন ব্রত—হাত পায়ের খেঁচুনি হইলে ইহা মালিস করা বিধেয়।

শর্দ্দী হেতু নাক বন্ধ হইলে ইহা নাকের উপর মালিস করিলে শীঘ্র উপকার দর্শে।

৪৮। ফট্‌কিরি—চোখ উঠিলে ইহার জল সর্ব্বদা চোখে দেওয়া বিধেয়।

নাকদিয়া রক্ত পড়িতে থাকিলে ইহার জলের নাস লইলে রক্তপাত বন্ধ হইয়া যায়।

৪৯। বচ—পুরাতন জ্বরে, চিরেতার সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করা ব্যবস্থা।

৫০। বকুলের বিচি—শিশুদিগের কোষ্ট বদ্ধ হইলে বকুলের বিচি বাটিয়া মল দ্বারে লাগাইলে অতি সহজে ও শীঘ্র দাস্ত পরিষ্কার হয়।

৫১। বাবলা—ইহার গঁদ আমাশায় রোগের পক্ষে বিশেষ উপকারী।

৫২। বেল—বেলের সরবৎ, বেলের মোরব্বা ও বেল পোড়া ও পাকা বেল খাওয়া পুরাতন উদরাময়ের পক্ষে উপকারী।

৫৩। মধু—শিশুদিগের কাশির পীড়া হইলে মধ্যে মধ্যে একটু একটু মধু চাটিতে দেওয়া ভাল।

ময়ূরের পুচ্ছ ভস্ম করিয়া মধুর সহিত মাড়িয়া খাওয়াইলে ঘড়ঘড়ি কাশির বিশেষ উপকার হয়।

৫৪। মাছের তেল—কডলিবার অয়েল যক্ষ্মা কাশির একটী প্রধান ঔষধ। এখন যত প্রকার মাছের তেল বিক্রয় হয়, তন্মধ্যে মোলার সাহেব কৃত তেল সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইহা সেবন করিলে কাশি দমন পড়ে, শরীর বলিষ্ঠ ও পুষ্ট হয় এবং চেহারা ফেরে।

এটী আমাদের দেশীয় ঔষধ নহে; এজন্য ইংরাজী ঔষধ বিক্রেতাদিগের

নিকট ইহা পাওয়া যায়। মূল্য সচরাচর ১৲ টাকার অধিক নহে। বর্ণ উজ্জ্বল পীত।

৫৫। মাজুফল—পুরাতন দীর্ঘকাল স্থায়ী উদরাময় ও আমাশয়ে ইহা ব্যবস্থার হইয়া থাকে।

শিশুদিগের দান্তের সহিত বলি বাহির হইলে ইহা সিদ্ধ করিয়া সেই জলের পিচ্‌কারী লইলে উপকার দর্শে।

কুচলে, ধুতুরা, আফিং, ও কাঠবিষ দ্বারা বিষাক্ত হইলে ইহা সিদ্ধ করিয়া ১০। ১৫ মিনিট অন্তর একটু একটু সেবন ব্যবস্থা।

৫৬। মাদার—ইহা কুষ্ঠ রোগের একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে।

বালুকাময় ভূমিতে যে মাদার বৃক্ষ জন্মে, সেই বৃক্ষের শিকড় বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে সংগ্রহ করিয়া ইহার ছাল ধৌত করতঃ কেবলমাত্র বায়ুতে শুষ্ক করান বিধেয়। পরে গুঁড়া করিয়া ১ বা ২ রতি প্রমাণ মাত্রায় অধিক দিন পর্য্যন্ত সেবন ব্যবস্থা।

ইহা দ্বারা আমাশয়ে ও পুরাতন বাতে উপকার দর্শে।

৫৭। মিছিরি—ইহার সরবৎ লেবুর সহিত পান করিলে পেট শীতল হয়।

পেট গরম হইলে, অতিশয় পিপাসা পাইলে, প্রস্রাব বন্ধ হইলে অল্প অল্প মাত্রায় ইহা সেবন বিধেয়।

৫৮। মুক্তবড়সী—ইহার পাতা বাটিয়া শিশুদিগের মল দ্বারে লাগাইয়া দিলে কোষ্টবদ্ধ দূর হয়।

৫৯। মুসব্বর—ইহার সেবনে দাস্ত পরিষ্কার রাখে।

স্ত্রীলোকদিগের ঋতুর গোলযোগ হইলে এটী ব্যবহার করা হইয়া থাকে।

১০। মেদী—হাত পায়ের জ্বালা নিবারণের পক্ষে এটী বিশেষ ঔষধ। কতকগুলি পাতা বাটিয়া তাহাতে একটু লেবুর রস মিশ্রিত করিয়া হাতে পায়ে লাগান ব্যবস্থা।

৬১। মৌরীর আরোক—অজীর্ণ, পেট বেদনা, ও উদরস্ফীত হইলে,

৮।১০ ফোঁটা মৌরীর আরোক জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন ব্যবস্থা।

৬২। যষ্টিমধু—এটী কাশির প্রসিদ্ধ ঔষধ। শর্দ্দীজনিত স্বরভঙ্গ হইলে ইহা সিদ্ধ করিয়া ইহার কথ একটু মিছিরীর সহিত পান করা ব্যবস্থা।

৬৩। রাংচিতে—ঘা করিবার আবশ্যক হইলে, ইহার আটা এবং চিতের শিকড় বেটে, লাগাইলে ঘা হয়।

নাইনিতাল বর্ণনা।

নিসর্গ আসন—তুঙ্গ সুচারু শেখর,
পবিত্র তীর্থের স্থান অতি মনোহর;
না দেখেছে নাইনী তালেরে যেই জন,
সেই ভাবে স্বর্গ-পুরী সুরম্য সদন।
কি ছার সে বৈজয়ন্ত—বাসব নিবাস,
হেন পুরী গিরি পদে কতই বিকাশ।
চারিদিকে শোভে লতা পাদপ মণ্ডল;
গন্ধে মোহি গন্ধবহ বহে সুবিমল;
বনমৃগ দিবানিশি সুখে কেলি করে;
কলকলে পাখি কুল সুমধুর স্বরে;
গুঞ্জরে মধুপ দল সেবি পরিমল;
কুহুরবে পিকবর গায় অবিরল।
মাঝে মাঝে মন্দ মন্দ ঝিরি ঝিরি করি,
ঝরিছে ঝরণাবলি সুরবে, আমরি!
নিকুঞ্জ-কানন কত আছে ভব তলে,
হেন শান্তরস সুখ নাহি কোন স্থলে।
অকাল জলদোদয় দিবানিশি হয়,
যোগী যজ্ঞ ধূম যেন নিয়তই বয়।

53

শীতেতে হিমানী কিবা রম্য শোভা ধরে,
অমৃতে আবৃত যেন করে ধরাধরে।—
মাঝে মাঝে বাঁঝ ফুল সুষমা বিকাশে,
শ্বেতাম্বর সজ্জতরু যেন সুখে হাসে;
দিবাকর অতঃপর হইলে উদয়,
ধবল জীমূত যেন হয় অগ্নিময়!
থাকি থাকি কাদম্বিনী নানা রূপ ধরে,
আদরে রেখেছে গিরি তাই শিরোপরে।
একাধারে কত শোভা কে পারে বর্ণিতে,
মিঠে না নয়ন আশ দেখিতে দেখিতে।
থাকি সে পাহাড়ে সুখে দেখি শুনি কত,
মুহূর্ত্তে উপজে মনে ভাব শত শত;
প্রভাত হইল যাম গাইল বিহগ; *
বালার্ক বিভায় কিবা ছাইল বিহগ! †
ক্রমে ক্রমে দেখ অই উদিল বিহগ, ‡
হানিল নলিনী তারে কটাক্ষ-বিহগ। §
প্রেমে পুলকিত অঙ্গ হাসিছে তপন;
করকোলে কান্তারে দিতেছে আলিঙ্গন।
বহিছে প্রেমিক বায়ু স্নিগ্ধ ধীরে ধীরে,
গতি তার অবরোধে—সরসীর নীরে।
হাসিমুখ বীচি-কুল অধীর লজ্জায়,
একে একে ধায় অই দেখ কে কোথায়।
হেথায় প্রসার সানু (১) কমনীয় অতি,
বিশাল সরসী তটে চণ্ডী মূর্ত্তি মতী।
হেরিলে সে সরোবরে হেন জ্ঞান হয়,
কল্লোলে কালিন্দী যেন কল কলে বয়।

* পক্ষী। † মেঘ। ‡ সূর্য্য। § বাণ।
(১) পর্ব্বতের সমতল ভাগ।

ভয়ঙ্কর সরোমূর্ত্তি অগাধ অতল,
জলপতি পাশী যেন করে টল টল।
অদ্যাবধি কতজন করিয়া যতন,
গভীরতা পরিমাণ পায়নি কখন।
নানাজাতি মীন বাস সরাসী হৃদয়,
হাঙ্গর কুম্ভীর কভু দৃষ্টিচর নয়।
বিচিত্র-স্বভাব-ভাব-সরস সুন্দর,
শোভিত করেছে সাহু—শোভার আকর।
পর্ব্বত-প্রাকারে ঘেরা চৌদিক ভীষণ,
মাঝে মাঝে হর্ম্ম্য সারি অতি সুশোভন।
সতত গম্ভীর মূর্ত্তি অটল অচল,
সুখের আকর এই অপরূপ স্থল।
তল্লীমল্লীতাল দুই কাসারের ধার,
দুই ধারে আছে দুই অপূর্ব্ব বাজার।
বিবিধ বিপণি কত ব্যাপারীর দল,
জগতের সর্ব্বদ্রব্য আছে সেই স্থল।
রাজ কর্ম্মচারী, ধনবান্ কত জন,
বসতি করিছে তথা হয়ে হৃষ্টমন।

শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের পারিতোষিক।

গত ২৭ শে [illegible] ভারত সংস্কার সভার শিক্ষয়িত্রী ও বালিকা বিদ্যালয়ের চতুর্থ সাম্বৎসরিক পারিতোষিক বিতরণ কার্য্য সমারোহ পূর্ব্বক সম্পন্ন হইয়াছে। বিদ্যালয়ের সুপ্রশস্ত গৃহ হরিদ্বর্ণ পত্র ও পতাকা প্রভৃতি দ্বারা সুসজ্জিত হইয়াছিল। অনেকগুলি ইউরোপীয় এবং দেশীয় ভদ্র মহিলা সভা স্থলে উপস্থিত হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত উড্রো সাহেবের পত্নী কোন কারণ বশতঃ অনুপস্থিত হওয়ায় মাননীয় বিবি রেনল্ড সভাপতির আসন

গ্রহণ করেন। প্রথমতঃ বিদ্যালয়ের কয়েকটী ছাত্রী হারমোনিয়ম বাদ্য যন্ত্র সহকারে মধুর স্বরে নিম্ন লিখিত সঙ্গীতটী গান করেনঃ—

রাগিণী আলেয়া—তাল আড়াঠেকা।

কর ধন্যবাদ তাঁরে, প্রীতি কৃতজ্ঞ হৃদয়ে। যাঁর গুণে হলাম সুখী জ্ঞানালোক নিরখিয়ে।

তিনি সর্ব্বমূলাধার, পরমমঙ্গলাকর, তাঁহার মহিমা গাও সবে কৃতাঞ্জলি হয়ে।

সর্ব্বশাস্ত্রে যাঁর গুণ, রহিয়াছে বর্ণন, করি জ্ঞান উপার্জ্জন থেক না তাঁরে ভুলিয়ে; বিদ্যা বিনয় ভূষণে, দয়া ভক্তি পুণ্য প্রেমে, ভূষিত হয়ে সকলে থাক তাঁহারই আশ্রয়ে।

তৎপরে প্রথম শ্রেণীর কয়েকটী ছাত্রীকে "লেথব্রিজ সিলেক্শন" নামক ইংরাজী পুস্তক হইতে প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইলে ছাত্রীদিগের লিখিত কয়েকটী রচনা পঠিত হয়। অনন্তর বিদ্যালয়ের বিবরণ পাঠ সমাপ্ত হইলে মাননীয়া বিবি রেনল্ড পারিতোষিক বিতরণ করেন। পরিশেষে শিক্ষা বিভাগের সুবিখ্যাত উড্রো সাহেব সময়োচিত একটী বক্তৃতা দ্বারা সংক্ষেপে বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য শ্রোতা ও শ্রোত্রীবর্গকে বুঝাইয়া দিয়া যাঁহাদিগের যত্ন পরিশ্রম ও উৎসাহে এমন বিদ্যালয়ের উন্নতি হইতেছে, তাঁহাদিগের প্রশংসাবাদ করিলেন এবং উৎসাহকর, ও আনন্দজনক বাক্য দ্বারা বিদ্যালয়ের প্রতি যথেষ্ট অনুরাগ ও যত্ন প্রকাশ করিলেন।

নিম্ন লিখিত ছাত্রীগণকে নিম্ন লিখিত রূপ পুরস্কার প্রদত্ত হয়।

১ম শ্রেণী।

রাধারাণী লাহিড়ী—রৌপ্য টেক ঘড়ী ও পুস্তক।

রাজলক্ষ্মী সেন—ইংরাজী বই ৭৷৮ টাকা মূল্যের।

অন্নদায়িনী সরকার—ইংরাজী ২ খানি পুস্তক।

মোহিনী কাস্তগিরি—(সঙ্গীতের বিশেষ পারিতোষিক) ৩৷৪ টাকার বই, রাইটিং কেস ও আনবন।

২য় শ্রেণী।

মহামায়া বসু—(শিক্ষা দানের বিশেষ পারিতোষিক) রাইটিং কেস ও আনবম।

৩য় শ্রেণী।

কুমারী সিংহ—রাইটিং বক্স (কলম কাগজ প্রভৃতি সহিত, পুস্তক।

বরদাসুন্দরী চট্টো—(রচনা ও শীলতার পুরস্কার) ভাল রাইটিং বাক্স (কাগজ কলম প্রভৃতি সহিত), ক্যাস বক্স, বই।

শরৎকুমারী বসু—(রচনার ২য় পারিতোষিক) রাইটিং বাক্স (কাগজ প্রভৃতি সমেত), বই।

ক্ষান্তমণি দত্ত—৪।৫ টাকার বই, শিক্ষাদানের পুরস্কার নগদ ৫৲ টাকা।

কুসুম—পুস্তক।

বালিকা শ্রেণী।

১ম—কামিনী ঘোষ—রাইটিং বাক্স (কাগজ কলম প্রভৃতি সহিত।)

এতদ্ভিন্ন অনেক টাকার খেলনা প্রভৃতি অন্যান্য বালিকাদিগকে প্রদত্ত হয়। সমুদায়ে প্রায় ১৫০ টাকার পারিতোষিক বিতরণ হয়।

শ্রীযুক্ত উড্রো সাহেব, তাঁহার পত্নী, বাবু প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী, বাবু কৃষ্ণবিহারী সেন এম এ এবং বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত বি এ বিদ্যালয়ের পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া সাধারণতঃ সন্তোষজনক অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। বাবু প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী ১ম শ্রেণীর ছাত্রীদিগের বাঙ্গালা রচনা পরীক্ষা করিয়া এইরূপ নম্বর দিয়াছেন। পূর্ণ সংখ্যা ১০। তন্মধ্যে শ্রীমতী রাধারাণী ৯, শ্রীমতী অন্নদাদিনী সরকার ৭, শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী সেন ৭, কুমারী মনোমোহিনী কান্তগিরি ৬ সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন। ১ম শ্রেণীর এবং অন্যান্য শ্রেণীস্থ ছাত্রীগণের রচনা সকল বামাবোধিনীতে ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে। এবার একটী রচনা বামারচনাস্থলে গৃহীত হইল।

১৮৭১ খৃঃ অব্দের ১ লা এপ্রেল এই বিদ্যালয় সংস্থাপিত হয়। দেশীয় বয়ঃস্থা ভদ্র মহিলাদিগকে উচ্চ শিক্ষা দান ও শিক্ষয়িত্রী প্রস্তুত করা এই বিদ্যালয়ের প্রধান উদ্দেশ্য। ইহার অন্তর্গত একটী বালিকাবিদ্যালয় আছে, তাহাতে ইংরাজী ও বাঙ্গালার প্রথম শিক্ষা প্রদত্ত হয়। বয়ঃস্থা ছাত্রীরা বালিকাদিগকে শিক্ষা দিয়া শিক্ষা দান কার্য্য অভ্যাস করেন। গত বৎসর শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ে ১৬ এবং বালিকা বিভাগে ২৭, সমুদায়ে ৪৩ টী ছাত্রী ছিলেন। গত বর্ষের আয় সমুদায়ে প্রায় ৩৭২৪৲ টাকা, তন্মধ্যে গবর্ণমেণ্ট সাহায্য ১৫৩৭৸৶০ এবং অবশিষ্ট টাকা নিয়মিত ও এককালীন দান হইতে সংগৃহীত। মহারাজা পাতিয়ালা ৫০০৲, সার সেলার জং বাহাদুর

৫০০৲ মহারাজা হলকার ৫০০৲, রাম ধনপৎ সিং বাহাদুর ২০০৲ টাকা বিদ্যালয়ে গত বর্ষে দান করিয়াছেন এবং বেতিয়ার রাজকুমার ও বাবু পার্ব্বতীচরণ গুপ্ত ছাত্রীদিগের বৃত্তি দানার্থে যথাক্রমে ১০০৲ ও ৬০৲ টাকা প্রদান করেন।

বিবি মিস নিকল্‌সন্ বিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্য্যের তত্ত্বাবধায়িকা এবং বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, বাবু অঘোরনাথ গুপ্ত, শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী সেন; কুমারী রাধারাণী লাহিড়ী, শ্রীমতী মহামায়া বসু এবং শ্রীমতী ক্ষান্তমণি দত্ত শিক্ষক।

প্রথম শ্রেণীর পাঠ্য পুস্তক—"লেথব্রিজ সিলেক্সন" ইংরাজী রচনা, ব্যাকরণ, অঙ্ক, প্রাকৃত বিজ্ঞান বিষয়ক পরীক্ষা সহিত উপদেশ এবং বাঙ্গালা সাহিত্য, অলঙ্কার, মানচিত্র অঙ্কন, সূচের কার্য্য ও সঙ্গীত বিদ্যা।

দ্বিতীয় শ্রেণীর—সাহিত্য মঞ্জরী, ব্যাকরণ, ভূগোল, ভারতবর্ষের ইতিহাস, প্রাকৃত বিজ্ঞান বিষয়ক পরীক্ষা সহিত উপদেশ, মরাল ক্লাস বুক, চেমবার্স কডিমেণ্টস্ অব নলেজ এবং সূচের কার্য্য।

তৃতীয় শ্রেণীর—সীতার বনবাস, পদ্যপাঠ, ভূগোল, বাঙ্গালার ইতিহাস, প্রাকৃত বিজ্ঞান বিষয়ক পরীক্ষা সহিত উপদেশ, চেমবার্স কডিমেণ্টস্ অব নলেজ, সরকারের ফার্ষ্ট বুক অভ রিডিং এবং সূচের কার্য্য।

বালিকা বিদ্যালয়ের ১ম শ্রেণীর পাঠ্য পুস্তক—চারুপাঠ ২য় ভাগ, পদ্যপাঠ ২য় ভাগ, ব্যাকরণ, ভূগোল, অঙ্ক, সরকারের ফার্ষ্ট বুক অব রিডিং এবং সূচের কার্য্য।

২য়, ৩য় ও ৪র্থ, শ্রেণীতে কথামালা ব্যাকরণ, অঙ্ক, বস্তুবিচার, বর্ণপরিচয় ১ম ও ২য় ভাগ, সূচের কার্য্য প্রভৃতি শিক্ষা হয়।

ভারত সংস্কার সভার শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় ৫ বৎসর চলিতেছে এবং এখানে যতগুলি বয়স্কা হিন্দু ছাত্রী অধ্যয়ন করে, বঙ্গদেশের আর কোথায়ও সেরূপ দেখা যায় না। অধিক বয়স্কা শিক্ষার্থিনী ভদ্র রমণীগণের থাকিবার জন্য ভারতাশ্রম উপযুক্ত স্থান সমাবেশ করিয়া থাকেন। এই বিদ্যালয়ের এতদূর উন্নতি হইয়াছে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীরা যে ইংরাজী পুস্তক অধ্যয়ন করেন, ইহার ছাত্রীরাও তাহাই করিতেছেন। এরূপ বিদ্যালয়ের উৎসাহ দান করা সাধারণের ও গবর্ণমেণ্টের অবশ্য কর্ত্তব্য।

পথিক বন্ধু বৃক্ষ।

আফ্রিকার পূর্ব্বদিকে মাদাগাস্কার নামে একটী বৃহৎ দ্বীপ আছে। উষ্ণ প্রধান স্থান এবং সমুদ্রের মধ্যবর্ত্তী বলিয়া এখানে উদ্ভিদ্ রাজির যেরূপ শ্রী সৌন্দর্য্য পৃথিবীর অতি অল্প স্থানে সেরূপ দেখা যায়। এখানে নানা-বিধ আশ্চর্য্য বৃক্ষ আছে, তন্মধ্যে পথিক বন্ধু একটী চমৎকার সৃষ্টি। এই বৃক্ষের ছবি এখানে অঙ্কিত হইল। ইহা দেখিতে কদলী বৃক্ষের ন্যায়। বস্তুতঃ ইহা কদলী জাতীয় এক প্রকার বৃক্ষ। কিন্তু কদলীর সহিত ইহার অনেক প্রভেদ আছে। কদলীর ন্যায় ইহার লম্বা দেহ, কিন্তু গুঁড়িতে শক্ত

কাষ্ঠ হয়। এই গুঁড়ি দীর্ঘে কখন কখন ২০। ৩০ হাত হইয়া থাকে। ইহার নীচের পাতা সকল ক্রমে ক্রমে শুকাইয়া পড়িয়া যায়। ইহার স্কন্ধ-দেশ হইতে প্রায় এক কুড়ি পত্র বহির্গত হয়, কিন্তু কদলীর ন্যায় তাহা চারি দিকে ছড়াইয়া পড়ে না, দুই বিপরীত দিকে পাখার ন্যায় সজ্জিত হইয়া থাকে। এক একটী পত্রের বাঁট ৪। ৫ হাত এবং ফলা ৩। ৪ হাত। পাতাও এরূপ শক্ত যে তদ্দ্বারা ঘর সকল ছাওয়া হইয়া থাকে। পত্রের বাঁটে কুটির সকলের বেড়া হয়। ইহার ফল এক কালে ৩। ৪ কাঁদি ফলিয়া থাকে। ফলের খোসায় অতি সুন্দর ধূমল বর্ণ রেশম প্রস্তুত হয়। প্রত্যেক ফলে ৩০। ৪০ টি করিয়া বীচি থাকে। সমুদায়ে ধরিলে এ বৃক্ষটী দেখিলে বোধ হয়, যেন আমাদিগের কদলী বৃক্ষ রূপান্তর ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান আছে।

এই বৃক্ষ যে বিশেষ গুণের জন্য 'পথিক বন্ধু' নাম ধারণ করিয়াছে এক্ষণে তাহার বিষয় বলা আবশ্যক। ইহার প্রতি পত্রের মূল দেশে একটী জলাধার আছে, তাহাতে অতি বিশুদ্ধ প্রায় /১ এক সের জল হ থাকে। পৃথিবী যত উষ্ণ ও শুষ্ক হউক, ইহার জলাধারে এই জলের অভাব হয় না। বালুকাময় ভূমি দিয়া পথিকগণকে যখন পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ হইয়া চলিতে হয়, তখন এইরূপ একটী বৃক্ষ কি উপাদেয়! জলাধারে পথিককে কেবল একটু খোচাঁ মারিতে হয়, আর স্নিগ্ধ নির্ম্মল জল-ধারা পড়িতে থাকে, পথিক তাহা পান করিয়া কণ্ঠ ও উদর শীতল করিয়া থাকে। বিশ্ববিধাতা জগদীশ্বর কোন্ স্থানে যে কিরূপ আশ্চর্য্য কৌশল স্থাপন করিয়া তাঁহার অপার করুণার পরিচয় দিতেছেন, তাহা বর্ণনা করিয়া কে শেষ করিবে! শিশু সন্তানের কণ্ঠ শুকাইয়া পাছে মৃত্যু হয় এই জন্য যেমন তিনি জননীর স্তন দুগ্ধে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন, সেইরূপ নির্জ্জন অরণ্য ভূমিতে ভ্রমণ করিতে করিতে তৃষ্ণায় পথিকের পাছে প্রাণ-বিয়োগ হয় এই জন্য নির্ম্মল জল পূর্ণ এই আশ্চর্য্য বৃক্ষের সৃষ্টি করিয়া-ছেন। ছবিতে দেখ, দুইজন পথিকের এক জন বৃক্ষের স্কন্ধদেশে খোঁচা মারিতেছে, আর এক জন পান পাত্র ধরিয়া আছে, জলধারা পড়িতেছে, ইহারা তৎপ্রতি সতৃষ্ণনয়নে চাহিয়া আছে। কি দেখিতেছে? ঈশ্বরের

করুণার স্রোত এই জলের সহিত প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে, বোধ হয় তাহাই যেন দেখিতেছে।

নূতন সংবাদ।

১। আজি কালি কি কলিকাতায় কি মফঃস্বলে মাছের বসন্ত হইয়াছে বলিয়া মহা গোলযোগ হইয়াছে। এ গোলযোগ যে সম্পূর্ণ অমূলক, তাহা নহে। কলিকাতার স্বাস্থ্যরক্ষক টনিয়ার সাহেব পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, কালবসু মাছে বসন্তের ন্যায় এক প্রকার চর্ম্ম রোগ হইয়াছে। অনেক প্রকার মৎস্যের মধ্যেও পোকা দেখা গিয়াছে। কিন্তু ডাক্তার বলিয়াছেন এই পোকা মৎস্য শরীরে বরাবর থাকে, এ বৎসর কিছু বড় ও অধিক সংখ্যক হইয়াছে মাত্র। তাঁহার মতে কালবসু ভিন্ন অন্য মাছ ভাল করিয়া ধৌত ও সিদ্ধ করিয়া ভক্ষণ করিলে কোন হানির সম্ভাবনা নাই।

২। ধাত্রী সকল ভিন্ন রোগীর সেবা ভালরূপ হয় না। স্ত্রীলোকের কোমল প্রকৃতি রোগীদিগের দুঃখে যেমন দুঃখ বোধ করিতে ও তাহাদিগের উপকারার্থ কষ্ট বহন করিতে পারে, এমন আর কেহ পারে না। এই বিবেচনায় কলিকাতার লর্ড বিশপ ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকগণ মেডিকেল কলেজ হস্পিটালে ৪ টী ধাত্রীর জন্য ৫০,০০০ টাকা তুলিতেছেন। হস্পিটালে ১৪ টী ধাত্রী ১৪ টী ঘরে আছেন, আর ৪ জন হইলেই অবশিষ্ট রোগীদিগের ক্লেশ দূর হয়। এ দেশে ইউরোপীয় বিধিবাই ধাত্রীর কার্য্য করেন, কবে দেশীয়া হিতৈষিণী রমণীগণও এই ব্রতে ব্রতী হইবেন?

৩। কলিকাতা হাইকোর্টে গার্থ নামক এক সাহেব চিফ্ জষ্টিস বা প্রধান বিচারপতি হইয়া আসিয়াছেন।

৪। গঙ্গার সেতুর জন্য প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে, গবর্ণমেণ্ট ইহার জন্য আর ১ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন।

৫। সম্প্রতি অযোধ্যাতে একটী হিন্দুরমণী সহমরণ গিয়াছেন। যাহারা তাঁহার আত্মহত্যার সাহায্য করে, তাহাদিগের ১০।৭।৫।৩ বৎসর করিয়া কারাদণ্ড হইয়াছে।

৬। মান্দ্রাজের গবর্ণর লর্ড হোবার্টের সম্প্রতি মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার স্মরণার্থ তাঁহার পত্নী লেডী হোবার্ট গবর্ণর সাহেবের বক্তৃতা সকল একত্র করিয়া ছাপাইয়াছেন। স্বামীর প্রতি ভক্তি থাকিলে স্ত্রী নানা উপায়ে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে পারেন।

৭। ব্রহ্মদেশের সহিত ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের যুদ্ধের সম্ভাবনা হইয়াছে। ফরসিথ সাহেব রাজদূত হইয়া ব্রহ্মরাজের নিকট গিয়াছিলেন, তিনি অসন্তুষ্ট হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। চিনেরা ব্রহ্মরাজের

সহায় হইবে শুনা যাইতেছে, ইহা হইলে যুদ্ধটী বড় ভয়ঙ্কর এবং ভারতবর্ষের পক্ষে হানিকর হইবে। জগদীশ্বর এ বিপদ হইতে আমাদিগকে ও গবর্ণমেণ্টকে রক্ষা করুন।

৮। হিন্দু পারিবারিক বৃত্তি সংস্থান (Hindoo family annuity Fund) ফণ্ডের তৃতীয় বার্ষিক রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে ১৯৭ জন হিন্দু সভ্য হইয়াছেন। এই ফণ্ডে মহারাণী স্বর্ণময়ী কয়েক সহস্র টাকা দেন এবৎসর রাণী শরৎ সুন্দরী ১০০০ টাকা দান করিয়াছেন। ফণ্ডে প্রায় ৪০ হাজার টাকা জমিয়াছে। যাঁহারা সভার সভ্য হন, তাহাদের মৃত্যু হইলে তাঁহাদের বিধবা স্ত্রী প্রভৃতি ইহা হইতে ভরণপোষণোপযোগী বৃত্তি পান। এ ফণ্ডটী স্ত্রীজাতির বিশেষ উপকারী হইয়াছে।

৯। কুমারী কলেট নাম্নী এক বিবী বিলাত হইতে আসিয়া আমেদাবাদের শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষতা ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

বামাগণের রচনা।

স্ত্রীলোকের অবশ্য শিক্ষণীয় কি?

নারীজাতির শিক্ষণীয় যত বিষয় আছে, তৎসমুদয়ের মধ্যে গার্হস্থ্য কার্য্যই (সংসার সম্বন্ধীয় যত কর্ত্তব্য) সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়। স্ত্রীলোক যে পরিমাণেই বিদ্যালাভ করুন না কেন, অন্য যে কোন বিষয় শিক্ষা করুন না কেন, সুন্দররূপে গৃহ কার্য্য না শিখিলে কিছুতেই তাঁহার গৌরব নাই। গৃহিণী অন্য সহস্র বিষয়ে সুনিপুণ হইয়াও গৃহ কার্য্যে অপটু হইলে সে গৃহের বিশৃঙ্খলার শেষ থাকে না। যেমন স্ত্রী পুরুষের প্রকৃতি বিভিন্ন, সেইরূপ তাঁহাদের কার্য্যও যে বিভিন্ন ইহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। সংসারে দুই প্রকার বিভিন্ন কর্ত্তব্য সাধন করিবার নিমিত্তই এই উভয় জাতি বিভিন্ন উপকরণে গঠিত হইয়াছে। এক দিকে পুরুষ জাতির যেমন তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, দৃঢ় অধ্যবসায় প্রভৃতি গুণ দেখা যায়; অন্য দিকে স্ত্রীজাতিরও সেইরূপ প্রীতি, ভক্তি, স্নেহ, দয়া প্রভৃতি কোমল ভাব দৃষ্ট হয়। উভয় জাতির এই ভিন্ন ভাব দর্শন ও আলোচনা করিয়া দেখিলে কাহার জীবন কোন্ কার্য্য পরিপালনে সৃজিত হইয়াছে তাহা স্পষ্ট উপলব্ধি হইতে পারে। হৃদয় সম্বন্ধে যখন নারীজাতি প্রধান, তখন তাহার পরিচালনই যে তাঁহাদের প্রধান কার্য্য এ বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। সুতরাং যে কার্য্যে সেই মনোবৃত্তি সম্যক্ স্ফুরিত হয়, তাহাই নারীজাতির অবশ্য ও এক মাত্র শিক্ষণীয় বিষয়। নারীজাতি গৃহ কার্য্যে সুনিপুণ হইবেন বলাতে ইহা বলা হইতেছে না যে তাঁহারা

আর কোন বিষয় শিক্ষা করিবেন না। বিদ্যা শিক্ষা পুরুষের ন্যায় নারীরও অতীব প্রয়োজনীয়। নারীজাতি সম্পূর্ণ শিক্ষিত হইয়া আপনার কোমল ভাবকে আরও বর্দ্ধিত করিয়া সমাজের মঙ্গল সাধন করেন ইহাই অভিপ্রেত। সুশিক্ষিতা মাতা সংসারের যত উপকার করিতে পারেন এমন আর কাহারও সাধ্য নাই। পুণ্যবতী সুশিক্ষিতা নারী অপেক্ষা জগতে আর সুন্দর পদার্থ কি আছে?

বর্ত্তমান সময়ে নারীজাতির শিক্ষা সম্বন্ধে অনেক বাদানুবাদ চলিতেছে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কিছুই মীমাংসা হইতে দেখা যায় না। কাহারও মতে নারীজাতিকে কঠোর বিষয় সকল শিক্ষা দিয়া সকল বিষয়ে পুরুষের সমকক্ষ করিতে চেষ্টা করা উচিত বলিয়া স্থির হইতেছে। কাহারও মতে স্ত্রীলোককে অল্প শিক্ষা দেওয়াই কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হয়, কারণ তাঁহারা বলেন অধিক জ্ঞান উপার্জ্জন করিলে কোমল নারীপ্রকৃতি কঠোর হইয়া যাইবে এবং সংসারের প্রতি তাহারা উদাসীন হইবে। প্রথমোক্ত মত দ্বারা পরিচালিত হইয়া আমেরিকার কোন কোন স্থানের নারীগণ সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক ভাব ধারণ করিয়াছেন এবং শেষোক্ত মতাবলম্বনেও কোন বিশেষ অনিষ্ট না হউক নারীগণের প্রকৃত উন্নতি হইতেছে না। ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়, যে প্রকৃত শিক্ষা পাইলে নারীগণ ধর্ম্ম ও সংসারের প্রতি উদাসীন না হইয়া বরং তৎপ্রতিপালনে অধিক যত্নবতী হইবেন। কর্ত্তব্য জানিলে পালন করিতে যত ব্যগ্রতা জন্মে, না জানিলে সেরূপ হওয়া অসম্ভব। সুতরাং বিদ্যা নারীগণের প্রকৃতিকে কঠোর না করিয়া তাহাকে অধিকতর কোমল ও সুন্দর করে।

মাতা উত্তমরূপ শিক্ষিত হইলে সন্তান প্রতিপালনে যেমন উপযুক্ত হইতে পারেন এমন আর কিছুতেই নহে। পৃথিবীতে যত মহৎ লোক দেখা যায় তাহার অধিকাংশই প্রায় মাতার গুণে। স্ত্রীলোকের সন্তান পালনের ন্যায় শিক্ষণীয় বিষয় অতি অল্পই আছে। একটী সন্তান প্রস্তুত করিয়া দিতে পারিলে সংসারের কি মহৎ কার্য্য সাধন করা হয় তাহা বলা যায় না। থিয়োডোর পার্কার, ওয়াসিংটন প্রভৃতি মহাত্মারা যে জগদ্বিখ্যাত হইয়াছেন ভাবিয়া দে-

খিলে তাঁহাদের গুণবতী মাতারাই তাহার মূল কারণ। মাতা সন্তানের মনে যে বীজ বপন করেন কালে তাহাই বর্দ্ধিত হইয়া ফল প্রদান করে। সুতরাং স্ত্রীলোকের হস্তে যে গুরুভার অর্পিত হইয়াছে, তাহা স্মরণ ও আলচোনা করিয়া তাঁহাদিগকে শিক্ষা দিলেই তাঁহাদের অবশ্য শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা করা হয়।

কথিত আছে দিগ্বিজয়ী আলেক্জাণ্ডারের সভায় তাঁহার কোন সভাসদ কোন একটী স্ত্রীলোকের বিদ্যাবুদ্ধি প্রভৃতির উল্লেখ করিয়া প্রশংসা করিতেছিলেন, এমন সময় আলেক্জাণ্ডার জিজ্ঞাসা করিলেন স্ত্রীলোকটী অন্যান্য বিষয়ে সুনিপুণ শুনিতেছি কিন্তু তিনি কি চরকায় সুতা কাটিতে পারেন?

ইহাদ্বারা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে স্ত্রীলোক যে পরিমাণে বিদ্যা প্রভৃতি উপার্জ্জন করুন না কেন, গৃহ কার্য্যে সুনিপুণা না হইলে প্রকৃত নারী হওয়া যায় না। নারী জাতি নারীজাতির কার্য্য করিবেন অর্থাৎ সন্তান পালন পরোপকার, ধর্ম্ম দান প্রভৃতি কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবেন ইহাই তাঁহাদের শিক্ষণীয় ও ইহাই তাঁহাদের প্রকৃত সৌন্দর্য্য। স্ত্রীলোক অস্ত্র বিদ্যায় সুনিপুণা হইয়া যুদ্ধ করিবে ইহা স্বাভাবিক নয়। শুদ্ধ অস্বাভাবিক কেন ইহা নারী প্রকৃতির অবমাননা স্বরূপ। স্ত্রীলোক সকলকে স্নেহের চক্ষে দেখিবেন, শোকসন্তপ্ত মনে শান্তি সলিল সেচন করিয়া শোকী ব্যক্তির সকল সন্তাপ দূর করিবেন, স্বকীয় পুণ্য প্রভাবে পাপকে বিনাশ করিয়া জগৎকে পুণ্য ও শান্তির আলয় করিবেন ইহাই তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য হইবে। তাহা হইলে যে ভাবেই ও যে পরিমাণেই বিদ্যা উপার্জ্জিত হউক না কেন, তাঁহার শিক্ষার ফল বিকৃত ভাব ধারণ করিবে না।

'পরোপকার নারীর ভূষণ এবং ধর্ম্মই নারীর জীবন' এই দুই বাক্যকে হৃদয়ে নিহিত করিয়া নারী শিক্ষিত হউন, কখনই সুফল ভিন্ন মন্দ ফল উৎপন্ন হইবে না। বরং কম্পাসের কাঁটার ন্যায় অবিচলিত থাকিয়া ঈশ্বরানুমোদিত কর্ত্তব্যে ও জীবনের প্রকৃত শিক্ষণীয় বিষয়ে দৃঢ়তর থাকিবেন। কিছুতেই বিচলিত হইবে না।

কুমারী লাহিড়ী।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE BAMABODHINI PATRIKA.

कन्याप्येवं पालनीया शिक्षणीयातियत्नतः

১৪৩ সংখ্যা } আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১২৮২। { ১১ শ ভাগ

ত্যাগ স্বীকার।

ত্যাগস্বীকার—একটী গুণের কথা আমাদিগের পাঠিকাগণ কি শুনিয়াছেন? শুনুন না শুনুন, তাঁহাদিগের অনেকে কাজে যে এ গুণের পরিচয় দিয়া থাকেন তাহা আমরা জানি। পরের সুখের জন্য অথবা কোন সৎকর্ম্মের জন্য আপনার সুখ ত্যাগ করা ও কষ্ট স্বীকার করাকে ত্যাগ স্বীকার বলে। আমি আপনি না খাইয়া অন্যকে খাওয়াইব, আপনি কষ্ট সহ্য করিয়া অন্যকে সুখী করিব, ধর্ম্মব্রত পালন করিবার জন্য কঠোররূপে জীবন ধারণ করিব ইহারই নাম ত্যাগ স্বীকার। আমাদিগের রমণীগণ যখন সন্তান পালন করেন, স্বামি সেবা করেন অথবা পরিবার ও আত্মীয়দিগের সুখ সাধন ও দুঃখ মোচন কার্য্যে নিযুক্ত হন, তখন এই ত্যাগ স্বীকারের শত শত দৃষ্টান্ত চক্ষের সম্মুখে পতিত হয়। কিন্তু তদপেক্ষা উচ্চতর ত্যাগ স্বীকারও তাঁহাদিগের জীবনে আছে। পরলোক গত স্বামীর উদ্দেশে যে সকল বিধবা নারী সর্ব্বত্যাগী হইয়া ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করেন অথবা কেবল পুণ্য সঞ্চয় হইবে বলিয়া উপবাস ও অন্যান্য কষ্ট বহন করেন তাঁহাদিগের জীবনে স্বর্গীয় ভাব প্রকাশ পায়। প্রাচীনা হিন্দু রমণীগণের মধ্যে এই ভাব আরো জাজ্বল্যমান। তাঁহাদিগের

অনেক অজ্ঞানতা ও কুসংস্কার আছে বটে এবং সেই জন্য অনেক স্থলে তাঁহারা ভাল করিতে গিয়া মন্দ করিয়া ফেলেন; কিন্তু পরোপকার ও ধর্ম্ম সাধন জন্য স্বার্থ ত্যাগের যে অনন্ত ফল তাহা তাঁহারা লাভ করিয়া থাকেন।

ত্যাগ স্বীকার ভিন্ন কোন ধর্ম্ম সাধন হয় না। মানুষের মনে কাম, ক্রোধ, লোভ অহঙ্কার প্রভৃতি প্রবৃত্তি সকল অত্যন্ত প্রবল, তাহারা মনকে সর্ব্বক্ষণ স্বার্থ সাধনে ব্যস্ত করে। যে ব্যক্তি প্রবৃত্তির বশে চলে, সে আপনার হিতাহিত বুঝিতে পারে না, ক্ষণিক সুখ পাইবার লোভে তৎক্ষণাৎ কুকর্ম্ম করিয়া ফেলে। প্রবৃত্তি সকল যত প্রবল হয়, মন তত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, মানুষ তত পাপ অভ্যাস করিতে থাকে। যে ব্যক্তি রাগে অধৈর্য্য হইয়া কাহারও মস্তক ছেদন করিল, যে ব্যক্তি লোভে পড়িয়া অন্যের সর্ব্বস্ব হরণ করিল, যে ব্যক্তি অহঙ্কারী হইয়া গুরুজনকে অপমান করিল সে কেবল প্রবৃত্তির বলে এইরূপ কুকাজ করিয়া ফেলিল। এই জন্য প্রবৃত্তি সংযম বা দমন করা পরম ধর্ম্ম বলিয়া শাস্ত্রকারেরা উপদেশ দেন। কিন্তু প্রবৃত্তি সংযম বা দমন করিবার মূল মন্ত্র কি? ত্যাগ স্বীকার করা। যাহার রাগ বড় প্রবল, সে যদি মনে রাগ আসিবা মাত্রেই তাহা বুঝিয়া মুখ বন্ধ করে, এক হস্ত অন্য হস্ত দ্বারা চাপিয়া ধরে অর্থাৎ রাগ প্রকাশ করিলে মনে যে সুখ হইবে তাহা পরিত্যাগ করে, তাহার রাগ দমন হইয়া যায়। এক ব্যক্তির কোন বস্তুতে অত্যন্ত লোভ, সে যদি সেই বস্তু পাইয়া যে সুখ হয়, তাহা গ্রহণ করিতে না চায় এবং সে বস্তু পরিত্যাগ করে, তাহার লোভ অনেক কমিয়া যায়। যে ব্যক্তি এমন ঘোর স্বার্থপর যে সকলের ক্ষতি করিয়া আপনার লাভ করিতে চায়, সে যদি পরের সুখের জন্য আপনার লাভ ছাড়িতে অভ্যাস করে, তাহার স্বার্থপরতা চলিয়া যায়। এইরূপ ত্যাগ স্বীকারের মন্ত্রে দীক্ষিত হইলে কামী ব্যক্তি সংযতেন্দ্রিয়, রাগী ব্যক্তি শান্তপ্রকৃতি, লোভী ব্যক্তি নির্লোভ, অহঙ্কারী ব্যক্তি বিনয়ী ও স্বার্থপর ব্যক্তি দয়াশীল হইয়া থাকে। যার মন অত্যন্ত সংসারে আসক্ত, ত্যাগ স্বীকার দ্বারা তাহার মনও ঈশ্বরপ্রেমী হইয়া থাকে।

বিলাসিতা ত্যাগস্বীকারের বিপরীত ভাব। আমি আপনি ভাল খাইব,

ভাল পরিব, অন্যকে ঐশ্বর্য্য গর্ব্ব দেখাইব; পরে কষ্ট পায় পাউক, বাঁচে বাঁচুক মরে মরুক্ দেখিয়াও দেখিব না এবং আপনার শরীর ও মনকে কখন কোন কষ্ট দিব না, এইরূপ ভাব স্বার্থপরতা ও পশুর ভাব। এখন আমরা যাহাকে সভ্যতা বলি, তাহাতে অনেকটা এই ভাবেরই পরিচয় দেয়। ইহাকে অনেকে উন্নতি বলেন, কিন্তু আমরা অধোগতি মনে করিয়া থাকি। দুঃখের বিষয় নব্যা রমণীগণের মধ্যে এই স্বার্থ সুখের ভাব অধিকতর প্রবেশ করিতেছে। প্রাচীন কালের একজন হিন্দু রমণীকে যদি জিজ্ঞাসা করা যাইত, তুমি কিরূপ হইতে চাও? তিনি বলিতেন, "আমি যেন পতিব্রতা হই, ধর্ম্মনিষ্ঠা হই এবং স্বামী পুত্র সকলকে সুখে রাখিয়া আগে মরিতে পারি, তা হইলে পরকালে ভাল হবে, পরকালে সুখে থাকিব।" সেকালের মৈত্রেয়ী নাম্নী একটী ঋষিপত্নীর কথা আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি। ধনেতে পরিপূর্ণ সমুদায় পৃথিবীর অধীশ্বরী হইতেও তিনি ইচ্ছা করেন নাই। তাঁহার স্বামী যাজ্ঞবল্ক্যকে বলিয়াছিলেন, "এ সকলে আমার প্রয়োজন নাই, 'যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাং।' যদ্দ্বারা আমি অমর অর্থাৎ নিত্য সুখের অধিকারিণী হইতে না পারি, তাহা লইয়া আমি কি করিব? এখনকার নব্যা রমণীগণের রুচির সহিত এ সকল কথা কতদূর সংলগ্ন হয় আমরা বলিতে পারি না, তাঁহারাই ভাবিয়া দেখিতে পারেন। কিন্তু আমরা এইটী দেখিতে পাই, ইহলোকের সুখের জন্য তাঁহাদিগের ইচ্ছা বাড়িতেছে। এখনকার একজন রমণী স্বামীকে সেবা করিতে চান না, স্বামীর নিকট সেবা চান; ধর্ম্মব্রত পালন করিবার জন্য ক্লেশ স্বীকার করিতে চান না, বিনা ক্লেশে সুখে সুখে যতদূর হয় চেষ্টা দেখেন অথবা যদি ক্লেশ সহ্য করিতে হয় অনিচ্ছা পূর্ব্বক ঔষধ ভক্ষণের ন্যায় করিয়া থাকেন। এক্ষণে অনেকের জীবনের আদর্শ এই, সাজ গোজ করিয়া বিবীর মত হইব, গৃহ কার্য্য নীচ কার্য্য, তাহা করিব না এবং অর্থের সংস্থান থাকুক, না থাকুক, বড় মানুষের স্ত্রীদিগের ন্যায় বিলাসিনী হইয়া থাকিব।"

সুখের জন্য লোকের স্বাভাবিক ইচ্ছা আছে বটে, এই জন্য লোকে সুখের জন্য এত লালায়িত হইয়া থাকেন। কিন্তু সুখেচ্ছা চরিতার্থ করা

অপেক্ষা তাহা দমনে যে অধিক সুখ, ইহা অল্প লোকে জানে। অন্যের সুখের জন্য আপনার সুখ পরিত্যাগে যে অধিক মহত্ত্ব তাহা অল্প লোকে অনুভব করিয়া থাকে। স্বামী অন্ধ বলিয়া গান্ধারী দর্শন সুখ পরিত্যাগ করেন। সার ফিলিপ সিডনি নামে একজন ইংরাজ সেনাপতি যুদ্ধে মৃতপ্রায় হইয়া একটু জলপান করিতে যাইতেছিলেন, দেখিলেন একজন সামান্য সৈন্য পিপাসার্ত্ত হইয়া জলপাত্রের প্রতি সতৃষ্ণ নয়নে দৃষ্টিপাত করিতেছে। অমনি হাতের পাত্র তাহার মুখে দিয়া বলিলেন "Thy necessity is greater than mine" আমার অপেক্ষা তোমার জলপান করা অধিক আবশ্যক এবং তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিলেন। এ প্রকার ত্যাগ স্বীকার যে অতি মহৎ গুণ, তাহা কাহার না হৃদয়ঙ্গম হয়?

এ দেশের নারীজাতি অতি দুর্ভাগ্য বটেন, কিন্তু ত্যাগস্বীকার গুণ অভ্যাস করিবার তাঁহাদিগের যেরূপ সুযোগ আছে, তাহাতে তাঁহাদিগকে সৌভাগ্যবতী বলিতে হয়। আমাদিগের সমাজে পুত্র অপেক্ষা কন্যার, ভ্রাতা অপেক্ষা ভগিনীর, স্ত্রী অপেক্ষা স্বামীর সমাদর ও অধিকার অধিক, এজন্য নারীজাতিকে অনেক সময় অনেক সুখ হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। নারীগণের সমাদর ও অধিকার পুরুষগণের তুল্যানুরূপ হইয়া কবে যে তাঁহাদিগের প্রতি ন্যায়ানুরূপ ব্যবহার করা হইবে কে বলিতে পারে? কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় নারীগণ অধিকতর জ্ঞানাপন্ন ও সদ্ভাবসম্পন্ন হইয়া ত্যাগস্বীকার ধর্ম্ম অধিক শিক্ষা করিতে পারেন। ভ্রাতার সুখে ভগিনী যদি সন্তুষ্ট হন, স্বামীর সেবাতে স্ত্রী যদি সাধ্যমত চেষ্টা করেন, তাহাতে ধর্ম্মতঃ তাঁহাদের লাভ ভিন্ন ক্ষতি হইবে না এবং মনের সুখ বৃদ্ধি ভিন্ন হ্রাস হইবে না। আপনি কষ্ট ও ক্ষতি স্বীকার করিয়া অন্যের সুখবর্দ্ধন করিব, প্রাচীন হিন্দু নারীগণের এইরূপ আশ্চর্য্য সদ্ভাব দেখা যায়। ইহা আমরা যত আলোচনা করি, ততই মুগ্ধ হই। যে রমণী ক্ষুধার্ত্ত অতিথি গৃহে আসিলে আপনার গ্রাসের অন্ন তাহাকে দেন, পীড়িত আত্মীয়ের সেবার জন্য অবিশ্রান্ত পরিশ্রম ও রাত্রি জাগরণ করেন, আপনার বস্ত্রালঙ্কার দিয়া দুর্ভিক্ষগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের সাহায্য করেন এবং মৃত স্বামীর স্মরণার্থ কঠোর ব্রহ্মচর্য্য ব্রত দৃঢ়রূপে অবলম্বন করিয়া থাকেন, মানবজাতির মধ্যে তাঁহাকে

বলিয়া তাঁহার চরণে নমস্কার করিতে ইচ্ছা হয়। নব্যাগণ বিলাস-না হইয়া প্রাচীনাদিগের ত্যাগ স্বীকার ধর্ম্মে ভূষিত হন এবং অন্যকে করিয়া পুণ্যবতী ও সুখী হইতে চান, এইটী দেখিতে আমাদিগের ঐকান্তিক অভিলাষ।

ইন্দুমুখীর নিকট হেক্তরের বিদায়।

(২৪৫ পৃষ্ঠার পর)

নীরবিলা সুবদনী! বীণা-ধ্বনি যথা
নীরবে ছিঁড়িলে তার! স্ফুরিল না কথা
শোকাবেগে মুখে আর! চির কুহরিয়া
থামিলা বিশ্রাম হেতু কলকণ্ঠ-প্রিয়া!
মৃদু মন্দ ওষ্ঠাধর কাঁপিল চঞ্চল—
কাঁপে যথা গোলাপের সুকোমল দল
সুমন্দ বসন্তানিলে; অথবা কাঁপিয়া
নাচি নাচি বীচি মাঝে, হেলিয়া দুলিয়া
চমকে চারুনালক! সজল নয়ন * পদ্ম।
প্রকাশিলা মনোভাব করি বরিষণ!
যতনে মুছায়ে অশ্রু বীরেন্দ্র বসনে
উত্তরিলা মৃদু হাসি প্রকাশ নয়নে
অন্তর-উচ্ছ্বাস ভাব,—"পালনীয় চির
তব বাক্য, প্রিয়ে! আমি রক্ষিব প্রাচীর।
কেবল প্রাচীর কেন? ভার মম প্রতি
সংগ্রামের সমুদায়, আমি সেনাপতি।
সমস্ত করিব রক্ষা, ভাবনা কি, প্রিয়ে!
কেন এত শোকাকুল, কিসের লাগিয়ে?
বীরপত্নী হ'য়ে হেন বলিলে কেমনে?
কাপুরুষ মত র'ব নগরে, ললনে?

বাহিরে বাহিনীগণ আমার কারণ
সমর অনলে দিবে আহুতি জীবন ?
কুতূহলে বসি আমি ইলিয়ানোপরে,
দেখিব সকল ? প্রাণ বলিতে শিহরে !
বীর প্রসবিনী ত্রয়—যা'র সুত-গণ,
অদ্বিতীয় যোধ, বলী, এক একজন—
অস্ত্র শস্ত্রে বিশারদ, নিপুণ পণ্ডিত,
ভুবনে যা'দের কীর্ত্তি বিশেষ বিদিত !
এ হেন সেনার হয়ে সেনানী প্রধান,
ত্যজিয়া সমর-ক্ষেত্র—গৌরবের স্থান,
কাপুরুষ ভীরু মত সভয় অন্তরে,
বন্দীভাবে বদ্ধ র'ব নগর ভিতরে ?
কি বলিবে বীরগণ করিয়ে শ্রবণ ?
কি ক'বে দেশের লোক ? পৌরাঙ্গনাগণ—
যাহাদের সহিত করিব অবস্থান,
তাহারাই কি বলিবে ? নাম, ডাক, মান,
পূর্ব্বতন কীর্ত্তি যত হ'বে কলঙ্কিত !
অপযশ অগ্রে, প্রিয়ে ! মরণ বিহিত।
যৌবন প্রারম্ভাবধি দীক্ষিত সংগ্রামে
সদত উন্মাদ চিত্ত সংগ্রামের নামে,
পরম আনন্দ যা'র পাইলে সমর—
আজি কি সে বদ্ধ র'বে নগর ভিতর ?
আজি—যবে শত্রুকুলে ফুলে অহঙ্কারে
ঘেরিয়াছে রাজধানী, আঘাতিছে দ্বারে ;
দম্ভ-ভরে উচ্চৈঃস্বরে যাচিতেছে রণ,
কোন্ বীর রবে স্থির, করিয়ে শ্রবণ ?
দুয়ারে দাঁড়া'য়ে শত্রু করিছে আহ্বান !
কার প্রাণে সহিবেক এত অপমান ?

ঝাঁকে ঝাঁকে শত্রু-শর নিশিত প্রখর
নির্ভয়ে কাটিছে মম কটক-নিকর!
ফাটিছে অন্তর প্রিয়ে! বলিব কি আর!
প্রতি শর-ফলা বিদ্ধ হৃদয়ে আমার!
হের দেখ, সৈন্য মম ভাঙ্গিল সকল,
পড়িয়াছে বড় বড় বীর মহাবল!
বীরশূন্য হৈল ত্রয়, কহিতে সরম!
ধিক্ মম বল বীর্য্য! ধিক্ পরাক্রম!!
এখনো জীবিত আমি! মম বিদ্যমানে
দেশের দুর্দ্দশা হেন সহ্য হয় প্রাণে?
এখনি ইহার শোধ করিব প্রদান,
নতুবা সমরানলে আহুতিব প্রাণ!
এমন সুযোগ আর হ'বে কি কখন?
স্বদেশ রক্ষণে প্রাণ করিব বর্জন?
বিনাশিয়া দেশ-বৈরী সম্মুখ সমরে
পড়ি যদি প্রাণ-প্রিয়ে! অমর নগরে
চড়িয়া বিমান দিব্য করিব গমন!
এমন সুযোগ আর হ'বে কি কখন?
বাঁচি যদি আর, কিম্বা এ মহা সংগ্রামে,
পৃথিবী হইতে লুপ্ত করি গ্রীশ নামে;
সমূলে নির্মূল করি দেশ বৈরী কুল,
লভিব "বিজয়" নাম অক্ষয় অতুল!
ভুবন ভরিয়া যশ ঘোষিবে সকলে,
ধরিত্রী হইবে ধন্যা ত্রয়ের কুশলে!
উজলিবে পূর্ব্ব-পুরুষের কীর্ত্তি-চয়,
হেক্তরের "কীর্ত্তি স্তম্ভ" রহিবে অক্ষয়!"
বলিতে বলিতে বীর উঠে শিহরিয়া
সাহসে বিশাল বক্ষ পড়ে চিতাইয়া;

বিদ্যুৎ সংযোগ মত ঊর্দ্ধোন্নত কেশ,
রাগেতে পাকল আঁখি রক্তিম বিশেষ।
উৎসাহে উন্নত দেহ দৃঢ় আশা ভরে
বিপক্ষে নিরীক্ষে বীর অস্থির অন্তরে!
মুহূর্ত্তে মনের ভাব করিয়া গোপন
ইন্দুমুখী মুখইন্দু করেন দর্শন।
কাঁপিলা অন্তরে রামা বুঝিয়া সকল,
মৃদু মন্দ ভাষে কন, আঁখি ছল ছল!—
"প্রাণ নাথ! স্থির পণ বুঝেছি তোমার!
অবলা অবোধ আমি কি বলিব আর!
কি বা জানি? সমুদায় তোমাতে বিদিত!
তোমাকে বুঝা'বে হিত, কে হেন পণ্ডিত?
তবু চরণের দাসী, চরণে তোমার
করে নিবেদন নাথ, শুন একবার!
তোমা হ'তে জ্ঞান তার—তায় তব বিভা
ফলিত বিম্বের গুণ—দর্পণের কিবা!
কহ, নাথ, কি কারণে সৃষ্টি এ রণের?
কেন হেন দুরবস্থা তোমার ত্রয়ের?
কোন্ কার্য্য তরে এত সেনার নিধন?
ত্রয় উপকূলে নাথ, কেন গ্রীকগণ?
কোথাকার গ্রীক? তারা কোন্ দেশবাসী,
কি কারণে লঙ্ঘিয়া অলঙ্ঘ্য জল-রাশি?
আসিয়া তোমার পুরী করেছে বেষ্টন?
লোলুপ কি তারা, চায় তব রত্ন ধন?
রাজ্য লোভে তারা কি প্রবৃত্ত এই রণে?
দেশ-বৈরী তবে, প্রভু, বল কি কারণে?
ভুবন বিজয়ী যত, ত্রয়-সুতগণ,
আজি তারা হীনবীর্য্য কিসের কারণ?

কোন্ পাপে তাহাদের এ হেন দুর্গতি ?
কোন্ পাপে মজে ত্রয়, কহ ত্রয়পতি ? (ক্রমশঃ)

পুরীর জগন্নাথ দেব।

পুরীর প্রসিদ্ধ দেবতা জগন্নাথের বিষয় আমরা সবিস্তার লিখিব, ইতিপূর্ব্বে পাঠিকাগণকে বলিয়াছিলাম। কিরূপে ইনি পুরীতে প্রতিষ্ঠিত হইলেন, তদ্বিষয়ের যথার্থ ইতিহাস পাওয়া যায় না, কিন্তু তদ্বিষয়ের আশ্চর্য্য পৌরাণিক উপাখ্যান ও জনশ্রুতি প্রচলিত আছে, তাহা অবলম্বন করিয়া আমরা লিখিতেছি, ইহার কোন্ অংশ সত্য ও কোন্ অংশ কল্পিত, পাঠিকাগণ একটু বিবেচনা করিলেই বুঝিতে পারিবেন।

এক সময় বিষ্ণু পৃথিবী হইতে অদৃশ্য হন এবং তাঁহার অন্বেষণে লোক সকল সমুদায় ভূমণ্ডল ভ্রমণ করে, কিন্তু কোথায় কেহ তাঁহার অনুসন্ধান পায় না। মালোয়াধিপতি মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন তাঁহার অনুসন্ধানার্থ দক্ষিণ, উত্তর, পূর্ব্ব, পশ্চিম চারিদিকে চারিটী ব্রাহ্মণকে প্রেরণ করেন। অনেক দিন গত হইল দক্ষিণ, উত্তর ও পশ্চিম দিক্ অন্বেষণ করিয়া ব্রাহ্মণেরা ফিরিলেন, কোথায়ও বিষ্ণুর কোন সন্ধান পাইলেন না; কিন্তু যে ব্রাহ্মণ পূর্ব্ব দিকে গিয়াছিলেন, তিনি আর ফিরিয়া আসিলেন না। এই ব্রাহ্মণ পূর্ব্বাঞ্চলের জঙ্গলে বহুদূর প্রবেশ করিয়া বাসু নামক এক শবর বা ব্যাধের বাটীতে উপনীত হইলেন। ব্যাধ আদরের সহিত তাঁহার অতিথি সৎকার করিল, কিন্তু তাহার কন্যা ব্রাহ্মণকে বিবাহ করিবার জন্য একান্ত প্রার্থিনী হইল। ব্রাহ্মণ কন্যাকে গ্রহণ করিয়া নীচ হইয়া যাইবেন, এই ভাবিয়া বিবাহে অস্বীকৃত হইলেন। কিন্তু অস্বীকার করিলে তাঁহার প্রাণ সংহার হইবে, বাসু এই ভয় প্রদর্শন করাতে কাজে কাজেই শবর কন্যাকে বিবাহ করিতে হইল। ব্রাহ্মণ বিবাহ করিয়া এক প্রকার কারাবদ্ধ হইলেন, আর শ্বশুর গৃহ ছাড়িয়া কোথাও যাইতে পান না। ব্রাহ্মণ কিছু দিন থাকিয়া দেখিতে পান, বাসু ফল পুষ্প লইয়া প্রতিদিন প্রাতে গৃহ হইতে চলিয়া যায় এবং দিবাবসানে ফিরিয়া আইসে। স্ত্রীকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা

করিলে সে বলিল, তাহার পিতা প্রতিদিন ফল ফুল দিয়া জগন্নাথ দেবের পূজা করিয়া আইসেন। ব্রাহ্মণ ইহা শুনিয়া কৌতুহলাক্রান্ত হইলেন এবং তিনি বাসুর সঙ্গে যাইবেন ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। বাসু তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে স্বীকার পায় না, পরে কন্যার অনেক কাকুতি মিনতিতে স্বীকার করেন। ব্রাহ্মণ পাছে পথ চিনিতে পারে, এই ভয়ে শবর তাঁহার চক্ষে সাত পুরু কাপড় বান্ধিয়া লইয়া যায়। তিনি স্ত্রীর পরামর্শে এক থলিয়া শর্ষপ সঙ্গে লন এবং তাহা পথে ছড়াইতে ছড়াইতে যান। শবরের আদেশে চক্ষু খুলিলে দেখেন, সম্মুখে একখানি নীল পাথর অক্ষয় বট বৃক্ষ-তলে রহিয়াছে। এই প্রস্তরের নাম নীলমাধব ছিল। শবর ব্রাহ্মণকে নীল-মাধবের নিকট রাখিয়া একটু অন্তরে গেল। ব্রাহ্মণ মনের সাধে সেই প্রস্তর খণ্ডকে পূজা করিতে লাগিলেন। এমন সময় বৃক্ষশাখায় এক কাক বসিয়াছিল, হঠাৎ পড়িয়া গেল এবং দিব্য মূর্ত্তি ধরিয়া স্বর্গে আরোহণ করিল। ব্রাহ্মণ দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া আপনি সেইরূপ বৃক্ষ হইতে পড়িতে গেলেন, কিন্তু দৈববাণী হইল, "আগে রাজার নিকট আমার সংবাদ দেও।" ব্রাহ্মণ নিবৃত্ত হইলেন। শবর ফল ফুল দিতে আসিলে নীলমাধবকে দেখিতে পাইলেন না। দৈববাণী হইল "আর তুমি আমাকে দেখিতে পাইবে না, আমি আর জঙ্গলে থাকিতে পারি না, রাঁধা ভাত খাইতে চাই। অতঃপর আমার নাম জগন্নাথ হইবে।" ব্যাধ দুঃখিত হৃদয়ে জামাইকে সঙ্গে লইয়া বাটীতে ফিরিয়া গেল, আর নীলমাধবকে দেখিতে পাইল না।

ব্রাহ্মণের জন্য ব্যাধের এই দুর্দ্দশা ঘটিল, এই জন্য ব্যাধ তাহাকে ছাড়িয়া দিতে চায় না, পরে কন্যা জিদ করিয়া বলাতে তাহাকে বিদায় করিল। ব্রাহ্মণ মালোয়াতে ফিরিয়া আসিয়া ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজাকে সুসংবাদ দিলেন। রাজা তৎক্ষণাৎ ১৩ লক্ষ পদাতিক ও বহুসংখ্যক কাঠুরিয়া সঙ্গে করিয়া জঙ্গল কাটাইতে লাগিলেন। ৪০০ ক্রোশ অতিক্রম করিয়া নীলাচলে উপস্থিত হইলেন। তখন রাজা বড় গর্ব্বিত হইয়া 'আমার কি সৌভাগ্য, আমি জগন্নাথ দেবকে বাহির করিয়াছি' এই বলিয়া আত্মশ্লাঘা করাতে দেবতা রাগান্বিত হইয়া দৈববাণী করিলেন "তুমি আমার মূর্ত্তি গড়িবে,

জগন্নাথের পুরী।

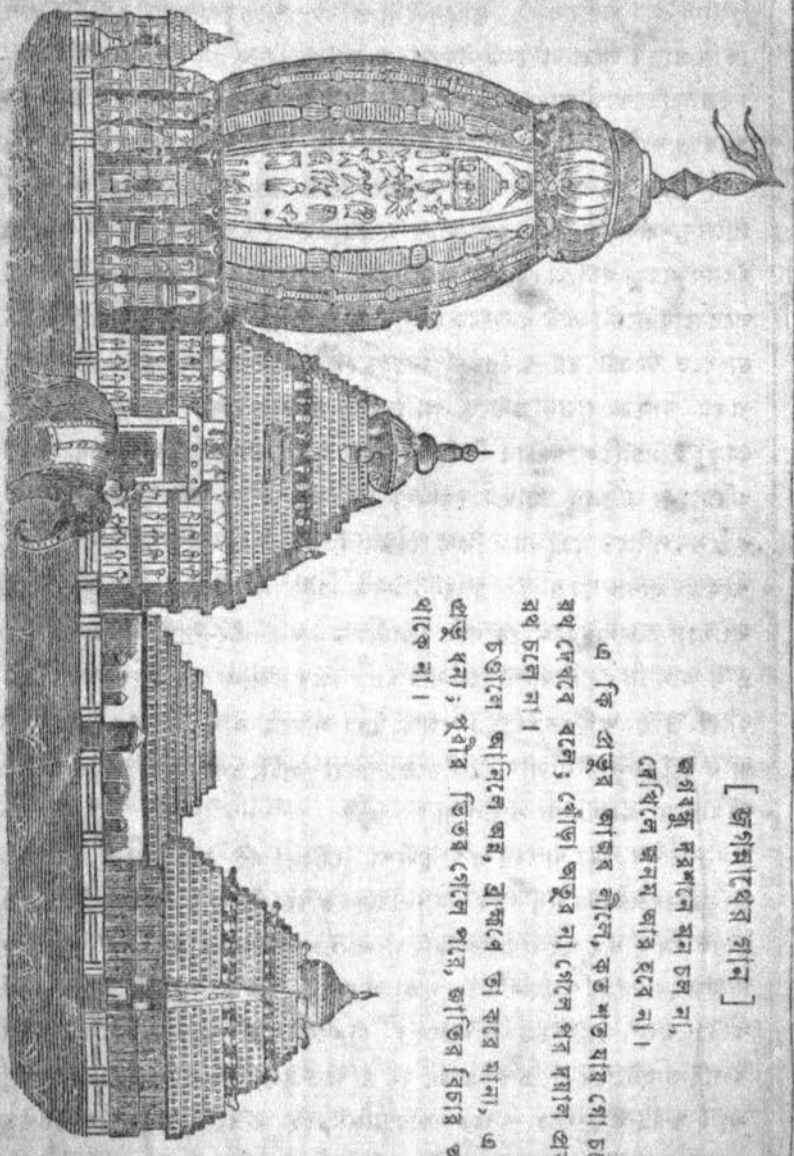

[জগন্নাথের গান]

জগবন্ধু দরশনে মন চল না,
দেখিলে জনম আর হবে না।

এ কি প্রভুর আজব লীলে, কত শত মায় গো চলে,
রথ দেখবে বলে; খোঁড়া অন্ধ না গেলে পর দয়াল প্রভুর
রথ চলে না।

চণ্ডালে আনিলে অন্ন, ব্রাহ্মণে তা করে মানা, এ কি
প্রভু ধন্য; পুরীর ভিতর গেলে পরে, জাতির বিচার আর
থাকে না।